মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৭

আল্লাহ বলেন, ‘(হে নবী!) বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব? ‘তারা হ’ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

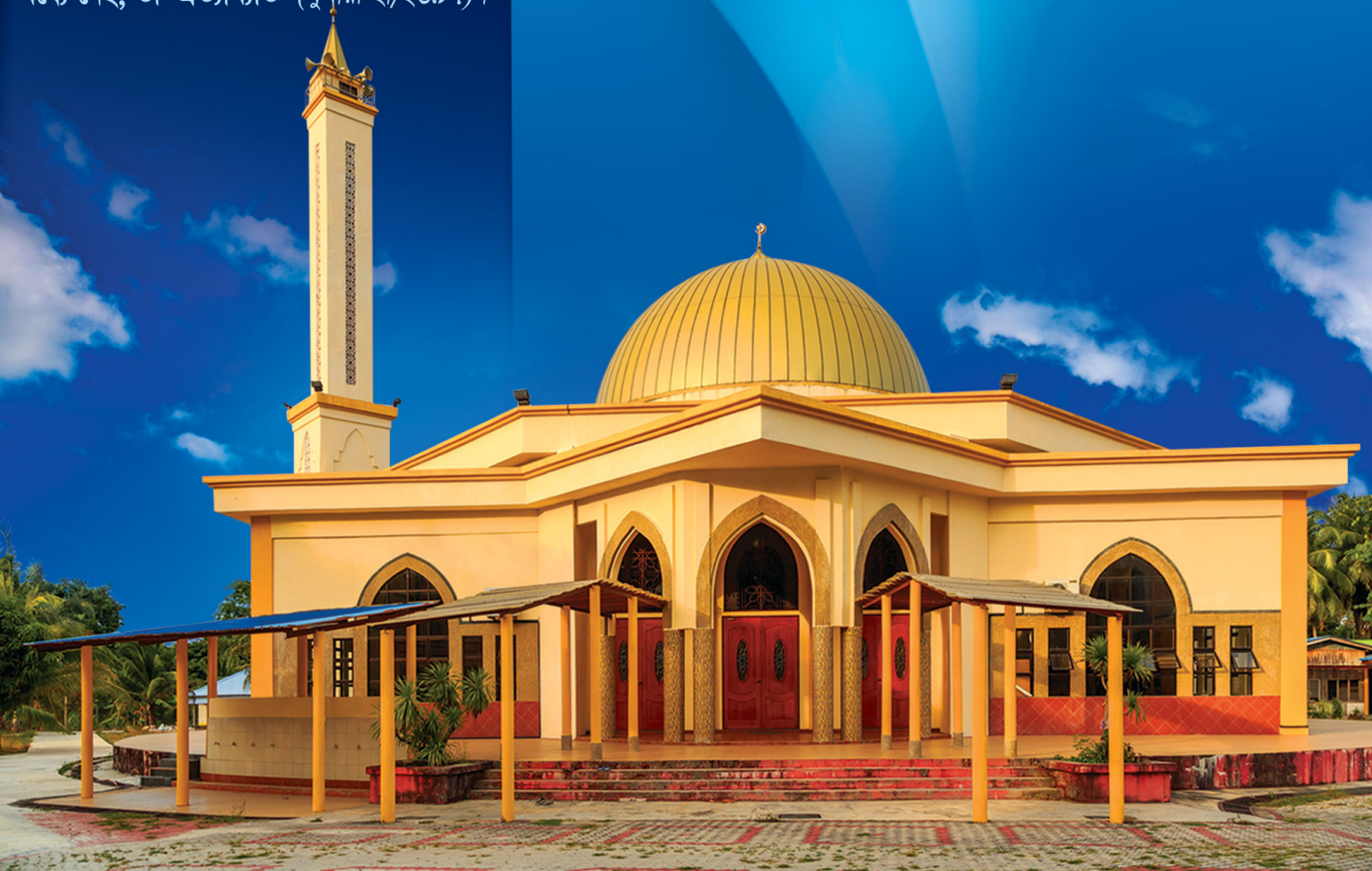

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	২য় সংখ্যা
ছফর-রবীউল আউয়াল	১৪৩৯ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪২৪ বাং
নভেম্বর	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ০৩

♦ মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ০৭

♦ আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব *(২য় কিস্তি)* *-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ* ১২

♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ১৫

♦ আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন *-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ১৯

♦ ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৪

◈ **সাক্ষাৎকার :** ২৬

♦ সুচি-কে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না *-আত-তাহরীক ডেস্ক*

◈ **সরেযমীন প্রতিবেদন :** ২৭

♦ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বিষণ্ন সময়গুলো! *-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*

◈ **মনীষী চরিত :** ৩২

♦ মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) *(২য় কিস্তি)* *-ড. নূরুল ইসলাম*

◈ **কবিতা :** ৩৭

♦ আত-তাহরীকে দৃষ্টি দিলে
♦ জাগো হে মুসলিম!
♦ মাদকের মরণ ছোবল
♦ হে মুসলিম!

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৮

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯

◈ **মুসলিম জাহান** ৪২

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

অস্ত্র ব্যবসা বনাম মানবিক কূটনীতি

পরাশক্তি নামধারী অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলির সৃষ্ট যুদ্ধ, সহিংসতা ও নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে বিশ্বে বাস্তুহারা হওয়া লোকের সংখ্যা গত সাত দশকের যেকোন সময়ের চেয়ে এখন বেশী। তাদের কেউ হয় বিদেশে শরণার্থী, নয় আশ্রয়প্রার্থী কিংবা দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত। গত ১৯শে জুন'১৭ সোমবার জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ সারা বিশ্বে বাস্তুহারা হ'তে বাধ্য হয়েছে ৬ কোটি ৫৬ লাখ মানুষ। এটা যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশী। তার মধ্যে শরণার্থী হ'ল ২ কোটি ২৫ লাখ। স্বদেশের ভেতরে বাস্তুহারা ৪ কোটি ৩ লাখ এবং বিভিন্ন দেশে আশ্রয়প্রার্থী ২৮ লাখ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর গড়ে প্রতি মিনিটে ২০ জন করে লোক (অর্থাৎ প্রতি ৩ সেকেণ্ডে একজন) উদ্বাস্তু হ'তে বাধ্য হয়েছে। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে সর্বোচ্চ। বাস্তুহারা লোকের বিরাট এই সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ আশা করছে, সম্পদশালী দেশগুলো কেবল শরণার্থী গ্রহণই করবে না, বরং এর পাশাপাশি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও পুনর্গঠনে বিনিয়োগ করতে মনোযোগী হবে। সংস্থার হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রাণ্ডি বলেন, যেভাবেই দেখা হোক না কেন, উদ্বাস্তু মানুষের এই বিশাল সংখ্যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি হতাশাজনক ব্যর্থতা।

মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ থেকে প্রাণ বাঁচাতে টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এযাবৎ প্রায় সোয়া ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম। সেখানে নিহত হয়েছে ৫ হাযারের উপরে। এখনও সেখানে পোড়ামাটি নীতি চলছে। ফলে মানুষের ঢল থেমে থেমে অব্যাহত আছে। এছাড়া পূর্ব থেকেই নির্যাতিত হয়ে এখানে আশ্রিত আছে ৫ লাখের বেশী। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে এখন প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বাস। অন্যান্য দেশে রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ। আরাকানের প্রায় ২২ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানের অধিকাংশই এখন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সেই সাথে রয়েছে ভয়াবহ খাদ্য সংকট। কংকালসার মানব সন্তানের বিকট চেহারা দেখলে যেকোন বিবেকবান মানুষের হৃদয় কেঁদে ওঠে। এভাবে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে অস্ত্রবাজদের মাধ্যমে স্বাধীন মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সর্বহারায় পরিণত করা হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের জাতিগত পরিচয়। এমনকি বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও।

অস্ত্র ব্যবসায়ী পরাশক্তিগুলো তাদের মরণ ব্যবসা প্রসারের স্বার্থে কূটনীতির নামে মানবতা ধ্বংসে কাজ করছে। ভূপৃষ্ঠের মানুষের চাইতে ভূগর্ভের লুক্কায়িত সম্পদ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। একবিংশ শতকের শুরু থেকে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সোমালিয়া, চাদ, নাইজার, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, দক্ষিণ সুদান, বুরুণ্ডী, সিরিয়া, ইয়ামন, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশে তাদের রক্তাক্ত ভূমিকা বিশ্বকে হতাশ করেছে। এরাই এদের হীন স্বার্থে ক্ষমতা লাভের সুঁড়সুড়ি দিয়ে গণতন্ত্রের নামে দেশে দেশে দলাদলি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। একটি মুসলিম দেশকে আরেকটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে হামলার ভয় দেখিয়ে উভয় দেশকে অস্ত্র কিনতে বাধ্য করেছে। ইসলামকে বদনাম করার জন্য জিহাদের সুঁড়সুড়ি দিয়ে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে বিভিন্ন মুসলিম দেশে জঙ্গী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। অতঃপর জঙ্গী ও সন্ত্রাস দমনের নামে নিজেদেরকে ত্রাণকর্তা হিসাবে যাহির করে সেখানে তাদের স্বার্থ হাছিল করছে। ফলে ধনী-গরীব সকল রাষ্ট্র এমনকি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি আধুনিক মারণাস্ত্র সমূহের মালিক হয়েছে। ছোট্ট রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া প্রতিদিন বৃহৎ পরাশক্তি আমেরিকাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। তাই এযুগে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে কোন দেশকে স্থায়ীভাবে কুক্ষিগত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নিরীহ লাখ লাখ মানুষ। অথচ মানুষের বসবাসের জন্যই এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষণে মানুষের বেঁচে থাকার বৃহত্তর স্বার্থে পরস্পরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা ছাড়া কোন উপায় নেই। যাকে আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় 'মানবিক কূটনীতি' বলা হচ্ছে। বাংলাদেশ এই পথ বেছে নিয়েছে। এজন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এর মাধ্যমে পরাশক্তিগুলিও নরম হবে এবং আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে বিশ্ব বিবেক জেগে উঠবে। কুনূতে নাযেলাহ পাঠের শুভ ফলাফল ইনশাআল্লাহ আমরা পাব।

শরণার্থী বা আশ্রয়প্রার্থী যেকোন মানুষের প্রতি ইসলামের নীতি অতীব মানবিক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুমিনের একটি কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিনের কষ্ট সমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯৪৭)*। তিনি বলেন, 'দয়াশীলদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন' *(তিরমিযী হা/১৯২৪)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়' *(ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

রোহিঙ্গা মুসলিম সহ বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানরাই সর্বত্র নির্যাতিত হচ্ছে। ইসলামই শত্রুদের প্রধান টার্গেট। দেড় হাযার বছর পূর্বে মুশরিক আরবদের নিকট ইসলাম টার্গেট ছিল। আর তাই শেষনবী ও রহমতের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীরা চরমভাবে নির্যাতিত হন। অতঃপর জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে কেউ সাগর পেরিয়ে হাবশায় এবং অন্যেরা প্রায় তিনশ' মাইল মরুপথ পায়ে হেঁটে বা উটে চড়ে ইয়াছরিবে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিন ইয়াছরিবের ভাইয়েরা ইসলাম কবুল করে মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছিলেন ও তাদেরকে নিজেদের পরিবারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। যাদের আত্মত্যাগের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, 'আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা নিজেদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৯)*। রোহিঙ্গা মুসলমানরা আজ আমাদের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য মদীনার আনছারদের ন্যায় তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*। আল্লাহ মযলূমদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(শেষ কিস্তি)

৫ম মূলনীতি: মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ : এর অর্থ- কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা এবং মুসলিম উম্মাহ্র সার্বিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।[১]

ঐক্য ও সংহতির অপরিহার্যতা:

ঐক্য ও সংহতি মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ– 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে'মতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

এখানে حَبْلُ اللهِ বা 'আল্লাহ্র রজ্জু' বলতে পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَا وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। এর একটি আল্লাহ্র কিতাব, যেটি 'হাবলুল্লাহ' বা আল্লাহ্র রজ্জু। যে এর অনুসরণ করবে, সে হেদায়াতের উপর থাকবে; আর যে একে ছেড়ে দিবে, সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে'।[২]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভক্তি থেকে নিষেধ করেছেন। ইহুদী-নাছারাদের বিরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আসার পরেও তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(আন'আম ৬/১৫৯)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ 'এরা সবাই তোমাদের একই উম্মতভুক্ত। আর আমিই তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যকার (দ্বীনী) কাজকর্মে পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অথচ সকলেই আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আম্বিয়া ২১/৯২-৯৩)*।

ফের্কাবন্দীর ধরন:

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও ফের্কাবন্দী দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক- স্বভাবগত মতভেদ, যা থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহ এটা করেছেন। যেমন একই বিষয়ে পাঁচ জনের পাঁচটি মত আসল। দেখা গেল তার মধ্যে একটি মত অধিকতর কল্যাণবহ। তখন সকলে সেটা গ্রহণ করল ও উপকৃত হ'ল। এভাবে জ্ঞান ও বুঝের ভিন্নতার মধ্যেই সমাজের মঙ্গল ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 'আর যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, তবে সকল মানুষকে একই দলভুক্ত করতেন। কিন্তু তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে' *(হূদ ১১/১১৮)*।

দুই- আল্লাহ্র বিধানের উপর মানবীয় বিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটাই মানব সমাজকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা এটি হেদায়াতের আলোকবর্তিকাকে ঢেকে দেয়। মানুষের জ্ঞান সীমিত। সে জানে না তার ভবিষ্যৎ প্রকৃত মঙ্গল কিসে আছে? তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, তাকে পথ চলার জন্য আল্লাহ যে সামান্য জ্ঞান দিয়েছেন, তাতেই সে নিজেকে বড় জ্ঞানী ভাবে ও নিজের সিদ্ধান্তকেই নিজের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর মনে করে। অথচ তার প্রকৃত কল্যাণ কিসে, সেকথা তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ

১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, পরিচিতি লিফলেট, পৃ:৩*।
২. *মুসলিম হা/২৪০৮; মিশকাত হা/৬১৩১*।

জানে না। আর এজন্যেই মানুষকে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।[৩]

মুসলিম সংহতির উপায় :

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ব্যথায় ব্যথিত হবে, দুঃখে দুঃখিত হবে এবং খুশীতে হবে আনন্দিত। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষে বেশী বেশী সালাম বিনিময় করবে এবং পরস্পরের হক আদায়ে হবে তৎপর। কারো প্রতি যুলুম-নির্যাতন করবে না, কাউকে গালি দিবে না, কারো সম্মানহানি করবে না, কারো ক্ষতি করবে না। এরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হবে।

মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ– ‘আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান’ *(তওবা ৯/৭১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ‘মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই’ *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়’ *(ছাফ ৬১/৪)*। আবু মূসা হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ– ‘মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি ইমারতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি নিজের এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করান’।[৪] অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল সমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকালে যেমন মযবূত হয়, তেমনি মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে মযবূত ও দৃঢ়।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার কষ্ট সমূহের মধ্য হ’তে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন’।[৫] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. ‘একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না। তাকে উপহাস করবে না। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, তাক্বওয়া (আল্লাহ্ভীরুতা) এখানেই। কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতিসাধন করা হারাম’।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى– ‘তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়’।[৭] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ– ‘সকল মুমিন এক ব্যক্তির ন্যায়, যখন তার মাথা অসুস্থ হয় তখন তার সমস্ত দেহ অসুস্থ হয় এবং যখন তার চোখ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়’।[৮]

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইসলাম সর্বোত্তম? জবাবে

৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ: ১৯১-১৯২; জীবন দর্শন, পৃ: ৪৫।*
৪. *বুখারী হা/৪৮১, ২৪৪৬, ৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।*
৫. *বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৪১।*
৬. *মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৪২।*
৭. *বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৭।*

রাসূল (ছাঃ) বললেন, تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'তুমি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে'।[৯]

এতদ্ব্যতীত হাদীছে মুসলমানদের পারস্পরিক ছয়টি হকের কথা উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ- 'একজন মুমিন ব্যক্তির উপর অন্য মুমিন ভাইয়ের ছয়টি হক রয়েছে : (১) যখন সে অসুস্থ হবে তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করবে (২) যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তার জানাযায় উপস্থিত হবে (৩) দাওয়াত করলে তার দাওয়াত গ্রহণ করবে (৪) সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিবে (৫) হাঁচি দিলে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলবে এবং (৬) তার কল্যাণ কামনা করবে সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক'।[১০] অতএব মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

ঐক্যের ভিত্তি

দেশে দেশে আজ ঐক্যের শ্লোগান আছ, কিন্তু ঐক্যের কোন বাস্তব রূপরেখা নেই। কিসের ভিত্তিতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে তা কেউ বলতে পারছে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল ও মাযহাবের অধীনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে এবং নিজেদের আচরিত মাযহাব ও মতবাদকেই সঠিক বলে মনে করছে। ফলে ঐক্য শব্দটি আজ একটি মুখরোচক সস্তা বুলিতে পরিণত হয়েছে। অথচ মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ১০৩ আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি তুলে ধরেছেন।

ঐক্যের ভিত্তি ২টি। এক-পবিত্র কুরআন, দুই- ছহীহ হাদীছ। দলীয় ও মাযহাবী সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে এই দু'টি ভিত্তির নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল মুসলিম ঐক্য সম্ভব।

এক- কুরআন: কুরআন আল্লাহ্র কালাম। মানব জাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এটি নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয় এক অনন্য গ্রন্থ। এর কোন একটি আয়াতাংশ সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নেই এতে কোন মিথ্যা বা বাতিলের প্রবেশাধিকার। আল্লাহ কুরআনের শুরুতেই এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*। কুরআনের সত্যতার চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ- لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 'নিঃসন্দেহে এটি মহা পরাক্রান্ত এক কিতাব। সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্র) পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৪১-৪২)*।

কুরআন সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহ-সংশয়কে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ বলেন, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا- 'তুমি বল, যদি মানুষ ও জিন জাতি এই কুরআনের ন্যায় আরেকটি কুরআন আনয়নের জন্য একত্রিত হয়, তবু তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না। যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' *(ইসরা ১৭/৮৮)*।

উল্লেখ্য যে, মক্কার নেতারা কুরআনকে মানুষের কালাম বলেছিল এবং আমরাও এরূপ কুরআন রচনা করতে পারি বলে অহংকার করেছিল। তার জবাবে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে মক্কায় বিভিন্ন সূরায় চারটি আয়াত নাযিল হয়। এটি তার অন্যতম। বাকী তিনটি হ'ল ইউনুস ১০/৩৮; হূদ ১১/১৩; ত্বূর ২৮/৪৯। এতদ্ব্যতীত মদীনায় হিজরত করার পর ইহূদী-নাছারা পণ্ডিতদের চ্যালেঞ্জ করে সূরা বাক্বারার ২৩নং আয়াতটি নাযিল হয়। এভাবে কুরআনে মোট পাঁচবার চ্যালেঞ্জ করে আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতগুলি কুরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়ার অন্যতম প্রধান দলীল। যাকে সে যুগেও কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি, এ যুগেও পারবে না।

দুই- হাদীছ: মুসলিম ঐক্যের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে হাদীছ, যা কুরআনের ব্যাখ্যা। দু'টিই আল্লাহ্র অহী। কুরআন 'অহীয়ে মাতলূ' যা তেলাওয়াত করা হয়। আর হাদীছ 'অহীয়ে গায়র মাতলূ' যা তেলাওয়াত করা হয় না। পার্থক্য এটুকুই। তবে হাদীছ অবশ্যই ছহীহ বা বিশুদ্ধ হ'তে হবে। মুহাদ্দিছীনে কেরামের মতে জাল ও যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয়। হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'সাবধান! নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব ও অনুরূপ একটি বস্তু দেওয়া হয়েছে। সাবধান! নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন ও এর অনুরূপ একটি বস্তু দান করা হয়েছে অর্থাৎ হাদীছ'।[১১] আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আমার রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা বর্জন কর' *(হাশর ৫৯/৭)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) অহীর আলোকেই কথা বলতেন। তিনি নিজে থেকে কোন কথা বলতেন না বা নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতেন না। এ প্রসঙ্গে

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৯।*
১০. *নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৩০।*
১১. *মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব: শু'আইব আরনাউত্ব হা/১৭২১৩ সনদ ছহীহ।*

Contents

আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না। এটা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত'।[১২] তিনি বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ– 'অতএব তোমাদের উপর আবশ্যক যে, তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাত অনুসরণ করবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা'।[১৩]

অতএব শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হ'লে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা অনুযায়ী 'হাবলুল্লাহ' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। এই দুই এলাহী উৎসের যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্ব স্ব দলীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত মতামতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'হাবলুল্লাহ'র দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল নেই সে বিষয়ে অধিকাংশ সুন্নাতপন্থী পরহেযগার বিদ্বানদের রায় মেনে নিয়ে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

উপসংহার :

'আহলেহাদীছ' সদ্য গজিয়ে ওঠা কোন নাম নয়। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এ নামের প্রচলন রয়েছে। ফিৎনার যামানা শুরু হ'লে বিদ'আতীদের বিপরীতে হক্বপন্থীরা নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলে পরিচয় দিতেন। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নতুন নয়, বরং ছাহাবা যুগ হ'তে চলে আসা এক নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলনে বাতিলের কোন প্রবেশাধিকার নেই। নেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তের বাইরে ব্যক্তিগত মতামতের কোন অগ্রাধিকার। এ আন্দোলনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ-উদ্দেশ্যে, কর্মসূচী ও মূলনীতি সমূহ। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ৫ দফা মূলনীতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ তুলে ধরলাম। মতবাদ বিক্ষুব্ধ এ সমাজে উক্ত মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে এবং এর বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে এই হক্ব আন্দোলনের সাথে থেকে দাওয়াতী ময়দানে হাযারো প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলায় দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিন-আমীন!!

১২. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান।*
১৩. *আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫।*

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বাঁকাল, (বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

আবাসিক/ অনাবাসিক

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ২রা ডিসেম্বর ২০১৭।
ভর্তি পরীক্ষা : ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০১৭ সকাল ৯-টা।
ক্লাস শুরু : ০১ লা জানুয়ারী ২০১৮ রোজ সোমবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাসহ পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বৎসর দাখিল পরীক্ষায় অধিকহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক ছাত্র হল ত্যাগ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- বোর্ডিং ফি প্রতি মাসে ১,২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা।

মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

মানুষের জীবন কিছু দিন-রাতের সমষ্টি। ইহকালীন জীবনের আমলের বিনিময়ে পরকালীন জীবনে জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। তাই মানুষের দুনিয়াবী জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় অবহেলায় কাটিয়ে দিলে পরকালে বিচার দিবসে হিসাব-নিকাশের বেলায় কেঁদে-কেটে কোন লাভ হবে না, কাঁদার ও কাজ করার প্রকৃত সময় পার্থিব জীবন। পরকালীন জীবন শুধু আল্লাহর অফুরন্ত নে'মত উপভোগের কিংবা শাস্তি আস্বাদনের জায়গা। সেখানে কোন আমল করার সুযোগ নেই। তাই ইহকালীন জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করার চেষ্টা করা অতি যরূরী। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা মুমিন তার দিন কিভাবে অতিবাহিত করবে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

দিবসের উপকারিতা : আল্লাহ রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর অসীম ক্ষমতার এক অনন্য নিদর্শন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি রাত-দিনের বিবর্তন করেন। আর দিনের নানা উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. আল্লাহ দিনকে করেছেন আলোকময়। যাতে দিনের আলোতে মানুষ তার চারপাশের সবকিছু দেখতে পায় এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস হ'তে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারে। অনুরূপভাবে রাতের অন্ধকারে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দিনের আলোতে তা থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারে। আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا- 'আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিনকে করেছেন আলোকময়' *(মুমিন ৪০/৬১)*।

খ. দিনের বেলায় মানুষ জীবিকা অন্বেষণ ও পরকালীন জীবনের জন্য বিভিন্ন আমল করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا- 'আর দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল' *(নাবা ৭৮/১১)*। তিনি আরো বলেন, وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا- 'আর সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিবসকে' *(ফুরক্বান ২৫/৪৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ- 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তার মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান' *(রূম ৩০/২৩)*।

দিবসে মুমিনের করণীয় : মুমিনের দৈনন্দিন কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ইবাদত ও মু'আমালাত।

ক. ইবাদত : মুমিন কি কি ইবাদতের মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করবে, সে বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর করণীয় :

ক. দো'আ পাঠ : ঘুম থেকে উঠে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ، *'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান)।[১]

খ. পবিত্রতা অর্জন : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'হাত তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ- 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত (পানির) পাত্রে না ঢোকায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করছিল'।[২] অতঃপর উত্তমরূপে ওযূ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ- 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়'।[৩]

গ. তাহিয়াতুল ওযূ : ওযূ করার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব।[৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[৫]

২. আযান ও আযানের উত্তর দেওয়া :

দিনের বেলায় তিন ওয়াক্ত ছালাত রয়েছে। ছুবহে ছাদিক হ'লে ফজর, দ্বিপ্রহরের পরে সূর্য ঢলে পড়লে যোহর এবং কোন বস্তুর ছায়া একগুণ হ'লে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়।[৬] এ সময় আযান দেওয়া অনেক ছওয়াবের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনগণ লোকেদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট হবে'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى

১. বুখারী হা/৬৩১৫, ৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।
২. মুসলিম হা/২৭৮; আবু দাউদ হা/১০৫; মিশকাত হা/৩৯১।
৩. মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪।
৪. নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৫; ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৫।
৫. মুসলিম হা/২৩৪; আবু দাউদ হা/৯০৬; তিরমিযী হা/১০৫৭।
৬. আবু দাউদ হা/৩৯৪; ইরওয়া ১/২৬৯।
৭. মুসলিম হা/৩৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৭২৫; মিশকাত হা/৬৫৪।

صَلَاتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ 'মুওয়াযযিনগণ মুসলমানদের ছালাত ও তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হেফাযতকারী'।[৮] অর্থাৎ ইফতার ও সাহারীর ক্ষেত্রে হেফাযতকারী'।[৯]

ক. আযানের উত্তর দেওয়া ও দো'আ পড়া : আযানের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুওয়াযযিন তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، 'যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল'।[১০] তিনি আরো বলেন, قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ 'মুওয়াযযিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর তুমি তা শেষ করে (আল্লাহর নিকট) দো'আ করবে। তখন তোমাকে তা-ই দেয়া হবে' (অর্থাৎ তোমার দো'আ কবুল হবে)।[১১]

খ. আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো'আ করা : আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দো'আ করলে তা কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ– 'আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না'।[১২] তিনি আরো বলেন, اَلدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَادْعُوْا– 'আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো'আ কবুল হয়, সুতরাং তোমরা দো'আ কর'।[১৩] তিনি আরো বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ–

'যখন তোমরা মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। অতঃপর তোমরা (আযান শেষে) আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, মহান আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর। আর ওসীলা হ'ল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা ঐ স্থানের অধিকারী হবেন এবং আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চাইবে তাঁর জন্য শাফা'আত করা আমার উপর ওয়াজিব হবে'।[১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি আযান শুনে দো'আ করে, হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তুমি দান কর 'অসীলা' (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফা'আতের) প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে' যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ'।[১৫]

তিনি আরো বলেন, مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِىْ رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ– أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا– 'যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনকে বলতে শুনে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহকে রব, ইসলামকে আমার দ্বীন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল মেনে নিয়েছি', তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[১৬]

গ. আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত আদায় করা : আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'।[১৭]

৩. মসজিদে গমন :

উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদ অভিমুখে গমন করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً. 'যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে (ওযূ করে) কোন ফরয ছালাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহর কোন ঘরে

৮. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪৬।
৯. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪৭।
১০. মুসলিম হা/৩৮৪; আবু দাউদ হা/৫২৩; মিশকাত হা/৬৫৭।
১১. আবু দাউদ হা/৫২৪; মিশকাত হা/৬৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪০৩।
১২. আবু দাউদ হা/৫৩৪; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১; ইরওয়া হা/২৪৪।
১৩. মুসনাদ আবূ ইয়া'লা, ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৫।
১৪. মুসলিম হা/৩৮৪; তিরমিযী হা/৩৬১৪; মিশকাত হা/৫৫৭।
১৫. বুখারী হা/৬১৪; আবু দাউদ হা/৫২৯; মিশকাত হা/৬৫৯, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।
১৬. মুসলিম হা/৩৮৪; আবু দাউদ হা/৫২৫; ইবনু মাজাহ হা/৫২১।
১৭. বুখারী হা/৬২৭; মুসলিম হা/৮৩৮; আবু দাউদ হা/১২৮৩; মিশকাত হা/৬৬২।

(কোন মসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'।[১৮]

ক. মসজিদে গমনপথে দো'আ : রাসূল (ছাঃ) মসজিদে যাওয়ার পথে দো'আ পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا-

'অতঃপর তিনি ছালাতের জন্য বের হ'লেন। তখন তিনি এ দো'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর বা আলো দান করো'।[১৯]

খ. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ : মসজিদে প্রবেশ কালে দো'আ পড়া সুন্নাত। মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে ডান পা রেখে বলবে, اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ- *(আল্লা হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রহ্মাতিকা)* 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।[২০] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[২১]

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রেখে বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ- *(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা)* 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[২২] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[২৩]

খ. তাহিইয়াতুল মসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাকে তাহিইয়াতুল মসজিদ বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২৪]

৪. ফজরের ছালাত আদায় করা :

ক. ফজরের সুন্নাত : ফজরের সুন্নাত ছালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফজরের ফরযের পূর্বে এ ছালাত আদায় করতে হয়। ফরযের পূর্বে সময় না পেলে ফরযের পরেও আদায় করা যাবে।[২৫] এ ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا- 'ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম'।[২৬]

খ. ফরয ছালাত : ফজরের ফরয ছালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا- 'সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়' *(ইসরা ১৭/৭৮)*। তিনি আরো বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا- 'এবং তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে' *(ত্ব-হা ২০/১৩০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ- 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্র যিম্মাদারী লাভ করল। অতএব হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার যিম্মাদারীর কিছু দাবী না করেন'।[২৭] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ- 'যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা ছালাত আদায় করল, সে জান্নাত প্রবেশ করবে'।[২৮] তিনি আরো বলেন, لَنْ يَّلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا 'ঐ ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের ছালাত অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করে'।[২৯]

---

১৮. মুসলিম হা/৬৬৬ [১৫৫৩]।
১৯. মুসলিম হা/৭৬৩।
২০. মুসলিম হা/৭১৩; আবু দাউদ হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৭০৩, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।
২১. আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২-৭৩; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।
২২. মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।
২৩. আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।
২৪. বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭।
২৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪৩; আবুদাঊদ হা/১২৬৫-৬৭; মিশকাত হা/১০৪৪ 'ছালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অনুচ্ছেদ।
২৬. মুসলিম হা/৭২৫; তিরমিযী হা/৪১৬; মিশকাত হা/১১৬৪।
২৭. মুসলিম হা/৬৫৭; তিরমিযী হা/২২২; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৫।
২৮. বুখারী হা/৫৭৪, মুসলিম হা/৬৩৫ 'ফজর ও আছর ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
২৯. মুসলিম হা/৬৩৪; আবু দাউদ হা/৪২৭; মিশকাত হা/৬২৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের নিকট দিনেরাতে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আছরের ছালাতে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা ঊর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবগত, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেন, আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা ছালাতরত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা ছালাতরত ছিল’।[৩০]

অন্য বর্ণনায় আছে, ফজর ও আছরের ছালাতে রাত্রি ও দিনের ফেরেশতা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফেরেশতা উঠে যান এবং দিনের ফেরেশতা থেকে যান। অনুরূপ আছরের ছালাতে একত্রিত হয়ে দিনের ফেরেশতা উঠে যান এবং রাতের ফেরেশতা থেকে যান। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এলে? তাঁরা বলেন, আমরা তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা ছালাত পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম, তখনও তারা ছালাত পড়ছিল, সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ করে দিন’।[৩১]

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসেছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে (নিয়মিত) ছালাত আদায়ে পরাহত না হ’তে সক্ষম হও (অর্থাৎ এ ছালাত ছুটে না যায়), তাহ’লে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর’।[৩২]

৫. কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন তেলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর এই কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে। কুরআন তেলাওয়াতকারী ও যে তেলাওয়াত করে না তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّة، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَة لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَة، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَة، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ– ‘কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত কমলার মত, যার ঘ্রাণও চমৎকার স্বাদও মজাদার। যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মত, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ রায়হানার মত, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হানযালা ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নেই, স্বাদও তিক্ত’।[৩৩] তিনি আরো বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا– ‘(ক্বিয়ামতে) কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পাঠ করতে করতে উপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই (জান্নাতে) তোমার বাসস্থান হবে’।[৩৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ، ‘আল্লাহ তা‘আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন’।[৩৫] অর্থাৎ যারা এ কিতাবের অনুসারী ও এর উপরে আমলকারী হবে তারা দুনিয়ায় মর্যাদাবান এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে। আর যারা একে অস্বীকার করবে তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

কুরআন তেলাওয়াতের নেকী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য ছওয়াব রয়েছে। আর ছওয়াব হয় তার দশ গুণ। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ’।[৩৬]

তিনি অন্যত্র বলেন, يَجِىءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً– ‘কুরআন ক্বিয়ামত দিবসে হাযির হয়ে বলবে, হে আমার রব! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে

৩০. বুখারী হা/৫৫৫, মুসলিম হা/১৪৬৪, নাসাঈ হা/৪৮৫।
৩১. আহমাদ হা/৯১৪০; ইবনে খুযাইমা ১/১৬৫।
৩২. বুখারী হা/৫৫৪, মুসলিম হা/১৪৬৬।
৩৩. বুখারী হা/৫৪২৭, ৭৫৬০; মুসলিম হা/৭৯৭; আবু দাউদ হা/৪৮২৯; মিশকাত হা/২১১৪।
৩৪. আবু দাউদ হা/১৪৬৪; মিশকাত হা/২১৩৪, সনদ হাসান।
৩৫. মুসলিম হা/৭১৮; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।
৩৬. তিরমিযী হ/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; ছহীহাহ হা/৩৩২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৬৯।

Contents

মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার পালনকর্তা! তার প্রতি সন্তুষ্ট হৌন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে ছওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে'।[৩৭]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيْهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ 'নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'।[৩৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ 'কতক লোক আল্লাহ্র পরিজন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীরা আল্লাহ্র পরিজন ও তাঁর বিশেষ বান্দা'।[৩৯]

৬. ইশরাক ছালাত আদায় করা :

ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীন একই ছালাত, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। 'যুহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়।[৪০] আর দুপুরের পূর্বের এই ছালাতকেই 'ছালাতুল আউওয়াবীন' বলে।[৪১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ- 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকরে বসে থাকে, তারপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকী রয়েছে'।[৪২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ- 'মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক লোকের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্যে ছাদাক্বাহ করা। ছাহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কার সাধ্য আছে এ কাজ করার? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বাহ। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বাহ। তিনশত ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে যুহার দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়া তোমার জন্যে যথেষ্ট'।[৪৩]

৭. যোহর ছালাত আদায় করা :

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়।[৪৪]

ক. ফরযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত ছালাত আদায় করা : যোহরের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত[৪৫] বা চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়।[৪৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং ফরযের পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[৪৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ، 'যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হবে'।[৪৮]

খ. যোহরের ফরয : যোহর ছালাত আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 'সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৭৮)*। তিনি আরো বলেন, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ- 'এবং অপরাহ্নে ও যোহরে। বস্তুতঃ তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে' *(রূম ৩০/১৮)*।

[চলবে]

---

৩৭. তিরমিযী হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৮০৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪২৫।
৩৮. আবু দাউদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮।
৩৯. ইবনু মাজাহ হা/২১৫; ছহীহুল জামে' হা/২১৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩২।
৪০. মির'আত শরহ মিশকাত 'ছালাতুয যোহা' অনুচ্ছেদ, ৪/৩৪৪-৫৮।
৪১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২; মির'আত ৪/৩৫১।
৪২. তিরমিযী হা/৫৮৬, মিশকাত হা/৯৭১ 'ছালাতের পরে যিকর' অনুচ্ছেদ।
৪৩. আবুদাঊদ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১ 'ছালাতুয যোহা' অনুচ্ছেদ।
৪৪. বুখারী হা/৫৪১; মুসলিম হা/৬১২; মিশকাত হা/৫৮১, 'ছালাতের ওয়াক্তসমূহ' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৩৯৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩।
৪৫. বুখারী হা/১১৬৫, ১১৮০; তিরমিযী হা/৪২৫, ৪৩৩; মিশকাত হা/১১৬০।
৪৬. তিরমিযী হা/৪১৪; ইবনু মাজাহ হা/১১৪০, সনদ ছহীহ।
৪৭. মুসনাদ আহমাদ হা/২৬৮০৭; নাসাঈ হা/১৮১৭, সনদ ছহীহ।
৪৮. আবু দাউদ হা/১২৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮; নাসাঈ হা/১৮১৬; মিশকাত হা/১১৬৭।

আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব

মূল (উর্দূ) : শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(২য় কিস্তি)

দ্বিতীয় হাদীছ :

শু'আইব (রহঃ) তাঁর এ দাবীর প্রমাণে 'আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) হাদীছের মতনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না' দ্বিতীয় এ হাদীছটি পেশ করেছেন। যার শব্দগুলি নিম্নরূপ- إِنَّ اللهَ خَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ 'আল্লাহ তা'আলা যমীনকে শনিবারে সৃষ্টি করেছেন'।[১]

এ হাদীছটি কুরআনুল কারীমের সাথে সাংঘর্ষিক। উপরন্তু এ সনদটি ইসমাঈল বিন উমাইয়ার কারণে ত্রুটিযুক্ত (معلول)। এজন্য যে, ইসমাঈল একে ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহ্ইয়ার সূত্রেও বর্ণনা করেন। আর ইবরাহীম হ'লেন পরিত্যক্ত রাবী (বর্ণনাকারী)। ইসমাঈল এই সূত্রটি বাদ দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, 'কতিপয় মুহাদ্দিছের বক্তব্য হ'ল, এটি জাল হাদীছ নয়। বরং এর কা'ব আহবার হ'তে মওকূফ হওয়া الأصح 'অধিকতর বিশুদ্ধ'। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত খণ্ডন করে বলেছেন যে, 'এই কতিপয় কারা'? আর এ হাদীছটি কুরআনে কারীমের বিরোধী নয়। কিন্তু বিরোধী না হওয়ার কোন দলীল উল্লেখ করেননি'।[২]

এখানেও প্রথমে এটা দেখুন যে, শুধু আল্লামা আলবানী (রহঃ)-ই একে ছহীহ বলেননি। শায়খ শু'আইবও স্বীকার করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) একে স্বীয় 'আছ-ছহীহ'[৩] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই বর্ণনা ইমাম ইবনু মাঈন (রহঃ) 'আত-তারীখ' *(৩/৫২, ক্রমিক ২০৯)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেছেন, ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه و لم يعله بشيء 'এর বিশুদ্ধতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইমাম ইবনু মাঈন এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি'।[৪]

মূলত শায়খ আলবানী (রহঃ) এ হাদীছের তাছহীহ-এর ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু মাঈন ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উপর নির্ভর করেছেন। আল্লামা শাওকানী (রহঃ)ও একে ছহীহ বলেছেন।[৫] আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ)ও মুসনাদে আহমাদের টীকায় *(৬/১৪৬)* এর সনদকে ছহীহ বলেছেন। বরং শায়খ শু'আইব (রহঃ) মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীক্বে *(১৪/৮৪)* বলেছেন যে, আবুবকর ইবনুল আম্বারী ও ইবনুল জাওযী প্রমুখ একে ছহীহ বলেছেন।

এজন্য আল্লামা আলবানী একে ছহীহ বলার ক্ষেত্রে একক নন। নিঃসন্দেহে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম ইবনু হিব্বান 'আছ-ছহীহ' *(হা/৬১২৮, ৮/১১)* গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনু খুযায়মাও 'আছ-ছহীহ' *(৩/১১৭)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী, হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান একে 'ত্রুটিযুক্ত' আখ্যা দিয়েছেন। তবে চিন্তার বিষয় এই যে, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন যে, মূলত ইসমাঈল বিন উমাইয়া এই বর্ণনাটি ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহ্ইয়া থেকে গ্রহণ করেছেন। আর ইবরাহীম হ'লেন 'মাতরূক' তথা পরিত্যক্ত রাবী। অথচ ইসমাঈল বিন উমাইয়া 'বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য' এবং তিনি মুদাল্লিস রাবীও নন। সম্ভবত এ কারণে ইমাম বুখারী (রহঃ) তার পরিবর্তে একে এজন্য ত্রুটিযুক্ত বলেছেন যে, কতিপয় রাবী একে 'আবূ হুরায়রা (রাঃ) কা'ব হ'তে' (সনদে) বর্ণনা করেছেন এবং একেই তিনি অধিক বিশুদ্ধ বলেছেন। তাঁর বাক্যগুলি হ'ল- وقَالَ بعضهم عن ابى هريرة عَنْ كعب وهو أصح[৬] কিন্তু শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণনাকারী 'কতিপয়' কোন্ রাবী? যখন উম্মে সালামার দাস আব্দুল্লাহ বিন রাফে' (রহঃ) যিনি ছিক্বাহ রাবী- একে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আব্দুর রহমান মু'আল্লিমী (রহঃ)-এর অত্যন্ত চমৎকার জবাব দিয়েছেন যে, কা'ব আহবার হ'তে তো বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টির সূচনার দিন হ'ল রবিবার। যেমনটি তারীখে ইবনু জারীর *(১/২২)* এবং আদ-দুর্রুল মানছূর *(৩/১৯)* গ্রন্থে ইবনু আবী শায়বাহ *(৯/৫৮৫)* হ'তে বর্ণিত আছে। সুতরাং যখন কা'ব আহবার থেকে যমীন-আসমানের সৃষ্টির সূচনা রবিবার বর্ণিত আছে, তখন আলোচ্য বর্ণনাতে তাঁর প্রতি সম্বন্ধিত প্রথম সৃষ্টির সূচনা হিসাবে শনিবারের কথা কিভাবে সঠিক হ'তে পারে?[৭]

বাকী থাকল এ বিষয়টি যে, এ হাদীছটি কুরআন মাজীদের ঐ সকল আয়াতের বিরোধী যেখানে যমীন ও আসমানকে ছয়দিনে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ আছে *(আ'রাফ ৭/৫৪; হূদ ১১/৭; ফুরক্বান ২৫/৫৯; সাজদাহ ৩২/৪)*। পক্ষান্তরে এ হাদীছে শুধু যমীনকে সৃষ্টি করার জন্য সাতদিনের উল্লেখ আছে। আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'এটা কোন বৈপরীত্য নয়। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, ছয় দিন ঐ সাত দিন ব্যতীত, হাদীছে যেগুলির উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ হাদীছে ভূপৃষ্ঠে জনবসতির উল্লেখ আছে। যেন তা থাকার-বসবাসের উপযোগী হ'তে পারে। আর এর সমর্থন এর দ্বারা হয় যে, কুরআন মাজীদে আছে, 'আল্লাহ্র কাছে কোন কোন দিন এক হাযার ও পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান'। সুতরাং কুরআন মাজীদে যে ছয়দিনের কথা উল্লেখ আছে, তার দ্বারা ঐ দিনগুলিই উদ্দেশ্য। আর হাদীছে যে সাতদিনের কথা

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।
১. মুসলিম হা/২৭৮৯।
২. মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩২।
৩. ছহীহ মুসলিম হা/৭০৫৪, (রিয়াদ : দারুস সালাম), পৃঃ ১২১৬; ঐ নূর মুহাম্মাদ করাচী ২/৩৭১, 'মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য' অধ্যায়, 'সৃষ্টির সূচনা ও আদমকে সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ।
৪. ছহীহাহ হা/১৮৩৩।
৫. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৪৮।
৬. আত-তারীখুল কাবীর ১/৪১৩।
৭. আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ, পৃঃ ১৮৯।

উল্লেখ আছে তার দ্বারা আমাদের সাতদিন উদ্দেশ্য। এভাবে (ব্যাখ্যা করলে) কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে মতানৈক্য আর অবশিষ্ট থাকে না'।

শায়খ আলবানীর উক্ত স্পষ্ট আলোচনার পরও আফসোস হ'ল, শায়খ শু'আইব বলেন, 'তিনি কুরআন মাজীদের বিপরীত হওয়ার কোন দলীল উল্লেখ করেননি'।[৮]

মর্মগতভাবে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে আল্লামা মু'আল্লিমী (রহঃ)ও তার জবাব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, হাদীছে সপ্তম দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ আছে। অথচ কুরআন মাজীদ ও হাদীছে ছয়দিনের মধ্যে কোন্ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন ছহীহ মুসলিমের হাদীছে একটি অতিরিক্ত কথা রয়েছে, যা অন্যান্য উৎসে (গ্রন্থে) নেই। পরিশেষে শায়খ মু'আল্লিমী (রহঃ) বলেছেন, فتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يتضح لك إن شاء الله أن دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد– 'এই বর্ণনার আলোকে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ ও হাদীছ গভীরভাবে চিন্তা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার নিকটে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কুরআনের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা এ হাদীছটির বিরোধিতার দাবী দূর হয়ে গেছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ'।[৯]

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীও এই মাসআলার ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'কুরআনে আযীয যমীন ও আসমান সৃষ্টির মেয়াদ ছয়দিন আখ্যা দিয়েছে। আর ছিহাহ-এর কতিপয় বর্ণনাতে আছে যে, মহাপবিত্র আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে জুম'আর দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যদি পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা সপ্তাহের প্রথম দিন (শনিবার) থেকে ধরা হয় তবে পুরো সপ্তাহ-তেই সৃষ্টির বিষয়টি চলে আসে। আর তা'তীলের (আরশের উপর আসীন হওয়ার) জন্য কোন দিন বাকী থাকে না। সুতরাং এমন কোন অবস্থা বুঝে আসে না যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির দিন জুম'আর দিনকে মেনে নিয়ে সাত দিনকে অবশিষ্ট রাখা যেতে পারে এবং ইসতিওয়া-এর জন্য একটি অতিরিক্ত দিনকে বের করা যেতে পারে। এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণ শুধু এটাই যে, এই মুহাদ্দিছ ও মুহাহিক্কগণ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির হাদীছে যে জুম'আর দিনের কথা উল্লেখ আছে সেটাকে স্বীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে এ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য মনে করেছেন যেসময় যমীন-আসমান সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আসল ঘটনা এই যে, আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি যদিও জুম'আর দিনেই হয়েছে, কিন্তু এই জুম'আ সেই জুম'আ ছিল না যা সাত দিনের উল্লেখের পর আসে। বরং এক দীর্ঘ সময়ের পর কোন এক জুম'আয় আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আর যমীন-আসমানের সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট যে জুম'আর দিন এসেছিল তা মূলত আরশের উপর আসীন হওয়া ও ঈদে ইলাহীর দিন'।[১০]

প্রায় একই কথা তিনি 'ফায়যুল বারী' *(২/৩২৪)* গ্রন্থে বলেছেন। আর এটাই সেই বক্তব্য যা আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেছেন যে, কুরআন মাজীদে উল্লেখিত সাত দিন ঐ দিনগুলি নয়, যেগুলির উল্লেখ হাদীছে আছে। আর এভাবে অত্র হাদীছটি কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

অনুরূপভাবে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন যে, 'হাদীছে يَوْمُ السَّبْت 'শনিবার' দ্বারা সপ্তাহের দিনের শেষাংশ অর্থাৎ রবিবারের মাগরিবের নিকটবর্তী সময় উদ্দেশ্য। আর এর উপরেই সপ্তাহের দিন শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। এভাবে কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে এই হাদীছটির কোন বিরোধ থাকে না'।[১১]

মোল্লা আলী ক্বারী তো হাফেয ইবনু কাছীরের বরাতে এই অভিযোগটি বর্ণনা করেছেন যে, এই বর্ণনাটি মূলত কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত। রাবী ভুলক্রমে একে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন মাজীদের সাথে এর বৈপরীত্যের জবাব দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى 'এটা আল্লাহ তা'আলার কথার বিরোধী নয়'।

সৃষ্টির সূচনা কোন্ দিন?

এখানে এই বিষয়টি স্বয়ং আলোচনার দাবী রাখে যে, সৃষ্টির সূচনা শনিবার নাকি রবিবার? হযরত ইবনু আব্বাস, ইবনু মাস'ঊদ, আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন যে, (সৃষ্টির সূচনার দিন হ'ল) রবিবার। ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (রহঃ) বলেছেন, ইহূদীরা রবিবার ও নাছারাগণ সোমবারকে (সপ্তাহের প্রথম) দিন বলে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা-যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর থেকে পেয়েছি-সৃষ্টির সূচনা শনিবারের দিনকে বলি। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন যে, এ উক্তি যা ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ) মুসলমানদের থেকে বর্ণনা করেছেন, এটাকেই শাফেঈ ফক্বীহগণের একটি জামা'আত ও অন্যান্য আলেমগণ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১২]

আল্লামা মু'আল্লিমী (রহঃ) বলেছেন, 'রবিবার সৃষ্টির সূচনার দিন মর্মে বর্ণিত মারফূ' হাদীছগুলি যঈফ। আর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বা কা'ব (রাঃ) প্রমুখের আছারগুলি ইসরাঈলী বর্ণনা হ'তে গৃহীত নয়'।[১৩]

আল্লামা সুহায়লী (রহঃ) 'আর-রওযুল উনুফ' গ্রন্থে মদীনা ত্বাইয়েবায় জুম'আর ছালাতের সূচনা সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পূর্বের উম্মতগুলিকে জুম'আর দিন থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। ছহীহ মুসলিমে আছে যে, সপ্তাহের প্রথম (শনিবারের) দিনে আল্লাহ তা'আলা মাটি সৃষ্টি করেছেন। যেখানে বর্ণিত আছে যে, মাখলূক্বের সূচনা শনিবারের দিনে হয়েছে। আর এভাবে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন ছিল বৃহস্পতিবার।

---

৮. হাশিয়া মিশকাত ৩/১৫৯৮।
৯. আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ, পৃঃ ১৯০, ১৯১।
১০. মালফূযাতে মুহাদ্দিছ কাশ্মীরী, পৃঃ ৩৫৪, ৩৫৫।
১১. মিরক্বাত ১১/৩৯।
১২. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২৮।
১৩. আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ পৃঃ ১৯১।

অনুরূপভাবে ইবনু ইসহাক্ব বলেছেন যেমনটি ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।[১৪]

এরপর জুম'আর দিনের ফাযায়েল ও এতদসম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

وَالْعَجَبُ مِنْ الطَّبَرِيِّ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِي الْعِلْمِ كَيْفَ خَالَفَ مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَعْنَفَ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ وَمَالَ إِلَى قَوْلِ الْيَهُودِ فِي أَنَّ الْأَحَدَ هُوَ الْأَوَّلُ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ سَادِسٌ لَا وِتْرٌ وَإِنَّمَا الْوِتْرُ فِي قَوْلِهِمْ يَوْمُ السَّبْتِ مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "أَضَلَّتْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَهَدَاكُمْ اللهُ إِلَيْهِ" وَمَا احْتَجَّ بِهِ الطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ آخَرَ فَلَيْسَ فِي الصِّحَّةِ كَالَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَقَدْ يُمْكِنُ فِيهِ التَّأْوِيلُ أَيْضًا-

'ইমাম ত্বাবারী (রহঃ)-এর ব্যাপারে বিস্ময়ের বিষয় হ'ল, ইলমের গভীরতা থাকার পরও তিনি কিভাবে এ হাদীছের দাবীর বিরোধিতা করেছেন! আর ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ) প্রমুখের খণ্ডনে তাড়াহুড়া করেছেন এবং ইহূদীদের উক্তি গ্রহণ করেছেন যে, সৃষ্টির সূচনা রবিবারে হয়েছে। আর জুম'আ হ'ল সপ্তম দিন, (সপ্তাহের বাইরের) বিতর তথা একক কোন দিন নয়। আর তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বিতর হ'ল শনিবারের দিন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ইহূদী ও নাছারাদের থেকে জুম'আর দিনকে গোপন করা হয়েছিল। আর তার নির্দিষ্টকরণে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। আর অন্য যে হাদীছ দ্বারা ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধতায় তার ঐ মর্যাদা নেই যে মর্যাদা এ হাদীছটির রয়েছে, যা আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছি। আর এতে ব্যাখ্যারও সুযোগ রয়েছে'।[১৫]

মূলত ছহীহ মুসলিমের হাদীছের দাবী হ'ল, জুম'আ সপ্তম দিন বা বিতর। জুম'আর ফযীলতের জন্য এটাই উপযোগী। কারণ হাদীছে এটাও আছে যে, আল্লাহ বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পসন্দ করেন।[১৬]

আমাদের এ আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছটির তাছহীহ-এর ব্যাপারে একা নন। আর না তিনি এর ব্যাখ্যায় একা। বরং ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ) ও ফক্বীহদের একটি জামা'আত শনিবারের দিনকেই সৃষ্টির প্রথম দিন বলেছেন। আর আল্লামা সুহায়লী (রহঃ) তাঁদেরকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন। এজন্য শুধু আল্লামা আলবানী (রহঃ)-ই কেন সমালোচনার পাত্র হ'লেন তা তিনিই বলতে পারবেন। কবিতা :

نہ تنہا من دریں میخانہ مستم

'বেহুঁশদের এই গৃহে আমি একা নই'।

(চলবে)

১৪. *আর-রওযুল উনুফ ২/১৯৭।*

১৫. *আর-রওযুল উনুফ ২/১৯৮।*
১৬. *মুসলিম হা/২৬৭৭।*

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বাঁকাল, (বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

আবাসিক/ অনাবাসিক

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ২রা ডিসেম্বর ২০১৭।
ভর্তি পরীক্ষা : ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০১৭ সকাল ৯-টা।
ক্লাস শুরু : ০১ লা জানুয়ারী ২০১৮ রোজ সোমবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাসহ পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বৎসর দাখিল পরীক্ষায় অধিকহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক ছাত্র হল ত্যাগ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- বোর্ডিং ফি প্রতি মাসে ১,২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৮

নির্বাচিত গ্রন্থ

সকলের জন্য উন্মুক্ত

আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ
(২০১ থেকে ৫০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**

*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

হামদ ও ছানার পর কোন ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে মন্তব্য করা বা সিদ্ধান্ত প্রদানের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। **প্রথমত :** গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে মন্তব্য করা। এ পদ্ধতিটি স্বয়ং ঈমান ও তাক্বওয়ার দাবী রাখে। **দ্বিতীয়ত :** শুধু ভুল ধারণাগুলিকে সত্যের মর্যাদা প্রদান করতে গিয়ে স্রেফ গোঁড়ামির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ মানুষকে এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়। অধিকাংশ মানুষ সত্যের পরিবর্তে স্রেফ ধারণার বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. 'ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

দিনের আলোকে অন্ধকার বলায় যেমন তা আঁধার হয়ে যায় না, তেমনি ব্যক্তিগত অনুরাগ ও ধারণা প্রকৃত সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। ন্যায়নীতির পথ থেকে সরে গিয়ে প্রদত্ত ফায়ছালা সত্যকে বদলাতে পারে না। কিন্তু তা মানুষের চিন্তা-চেতনা, আমল ও পরিণতিকে বরবাদ করে দেয়।

কেউ সামনে দাঁড়ালে একজন মানুষ যদি চোখ বন্ধ করে অনুমান ভিত্তিক তার চেহারা-ছুরত ও পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, তাহ'লে কেউই এটাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, যখন আহলেহাদীছ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় আসে, তখন অধিকাংশ মানুষ এ কর্মপদ্ধতির প্রমাণ পেশ করতে শুরু করে।

বহু মানুষ রয়েছে যারা স্রেফ ভুল ধারণার কারণে আহলেহাদীছদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়। এমন মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কি আসলে এ বিষয়টি যাচাই-বাছাই করেছেন? যেসব আক্বীদা ও মূলনীতিকে আহলেহাদীছদের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সেগুলো কি আপনি নিজে আহলেহাদীছদের মুখ থেকে শুনেছেন বা তাদের বইপুস্তকে পড়েছেন? তখন তার কাছ থেকে এর ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায় না। বরং তার উত্তর থেকে বুঝা যায় যে, সে অন্য কারো কাছ থেকে একথা শুনেছে যে, আহলেহাদীছরা এরূপ বলে বা তারা এরূপ কাজ করে। যদি আসলেই সে সরাসরি কোন আহলেহাদীছকে জিজ্ঞেস করত তাহ'লে আসল বিষয়টি তার কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যেত। সব ভুল ধারণা ও অসন্তুষ্টির অবসান ঘটত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ'ল, মানুষ এমনটা করার সাহস না করে আলোর পরিবর্তে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাকেই প্রাধান্য দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا 'যখন তারা জানে না তখন কেন জিজ্ঞেস করে না'?[১]

আহলেহাদীছ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। যা তাদের মনে আহলেহাদীছ সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার অন্যতম কারণ। তারা আহলেহাদীছ আলেমদের কাছে এসে নিজেরা জিজ্ঞেস করে না। কারণ তাদেরকে ভয় দেখানো হয় যে, তোমরা যদি আহলেহাদীছ আলেমদের ধারে-কাছেও যাও তাহ'লে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে।

এই পুস্তকটি এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লেখা হচ্ছে যে, যারা আহলেহাদীছদের দাওয়াত ও মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) সম্পর্কে জানতে চায়, তারা যেন সংক্ষিপ্তাকারে কিছু মৌলিক কথা জানতে পারে। যাতে নিজেদের পূর্বের জানা তথ্যগুলিকে পুনরায় বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা তাদের জন্য সহজসাধ্য হয়।

আহলেহাদীছ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অপবাদের একটি লম্বা তালিকা রয়েছে। সংক্ষিপ্ততার প্রতি খেয়াল রেখে এই পুস্তিকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশয় নিরসন করা হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণার জন্য আহলেহাদীছ আলেমদের রচিত গ্রন্থসমূহ অথবা আলেমদের শরণাপন্ন হ'তে পারেন।

চলুন দেখি যে, আহলেহাদীছদের সম্পর্কে কি কি ভুল ধারণা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে বাস্তবিকই আহলেহাদীছদের অবস্থান কি?

ভুল ধারণা-১ :

আহলেহাদীছ একটি নতুন ফিরক্বা, যা ইংরেজদের সৃষ্টি :

আহলেহাদীছ সম্পর্কে প্রথম ভুল ধারণা এই যে, এটি একটি নতুন ফিরক্বা। অতীতে এই দলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভারতবর্ষে ইংরেজরা এই দলের গোড়াপত্তন করেছে। এটা স্রেফ ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। আহলেহাদীছ কি অতীতে ছিল না? এটা কি ইংরেজদের সৃষ্ট দ্বীন? আহলেহাদীছের ইতিহাস কি একশ' বা দুইশ' বছরের বেশী পুরাতন নয়? আসুন দেখা যাক, সত্য কোন্‌টি?

(১) নবী করীম (ছাঃ) হ'লেন আহলেহাদীছদের নেতা[২] :

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ '(স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা (অর্থাৎ নবী অথবা আমলনামা)

---

* *ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*

** *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আলবানী, তাহক্বীক্ব আবুদাঊদ হা/৩৩৬, সনদ হাসান।*

২. *খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বলেছেন,* وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ، سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ، وَالسُّنَّةُ حُجَّتُهُمْ؛ *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৭)।*

সহ আহ্বান করব' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭১)*-এর তাফসীরে বলেন, وَقَالَ بَعْضُ السَّلَف: هَذَا أَكْبَرُ شَرَف لأَصْحَاب الْحَديث؛ لأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ 'কোন কোন সালাফ বলেন, আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)'।[৩]

তাফসীর ইবনু কাছীর সকলের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর।[৪] ইবনু কাছীর ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। না তিনি হিন্দুস্থানের ছিলেন আর না সে সময় ইংরেজদের কোন অস্তিত্ব ছিল। উপরন্তু ইবনু কাছীর আহলেহাদীছদের সম্পর্কে এখানে নিজের কথা নয়; বরং তাঁর পূর্বের বিদ্বানের উক্তি উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সালাফে ছালেহীনের মাঝে 'আছহাবুল হাদীছ' নামে বিদ্যমান বিদ্বানগণ আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-কে তাদের ইমাম বা নেতা মানতেন।

আরোপিত অপবাদ খণ্ডনের জন্য কি শুধু এ কথাটুকুই যথেষ্ট নয় যে, আজ থেকে সাতশত বছরেরও বেশী পুরাতন গ্রন্থে একজন নির্ভরযোগ্য মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক আহলেহাদীছদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও সালাফে ছালেহীনের উক্তি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন?

প্রকৃত সত্য এই যে, আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব ইবনু কাছীরের চেয়েও প্রাচীন।

(২) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারীদের যুগে আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব :

হানাফী মাযহাবের গ্রন্থ 'দুররে মুখতার'-এর ব্যাখ্যা 'রাদ্দুল মুহতার'-এ ইবনু আবেদীন লিখেছেন, حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَةَ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب الْحَديث ابْنَتَهُ فِي عَهْد أَبِي بَكْرٍ الْجَوزَجَانِيِّ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ مَذْهَبَهُ فَيَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَام، وَيَرْفَعُ يَدَيْه عِنْدَ الانْحطَاط وَنَحْوُ ذَلكَ فَأَجَابَهُ فَزَوَّجَهُ– 'বর্ণিত আছে যে, আবুবকর জাওযাজানীর যুগে আবু হানীফার জনৈক অনুসারী একজন আহলেহাদীছ ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি (আহলেহাদীছ) তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে এ শর্তে রাযী হ'ন যে, সে তার মাযহাবকে পরিত্যাগ করে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকূতে যাওয়ার সময় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে। অতঃপর সে আহলেহাদীছের শর্তসমূহ মেনে নিলে তিনি তার মেয়ের সাথে তার (হানাফী) বিবাহ দিয়ে দেন'।[৫]

আবুবকর জাওযাজানী ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানীর ছাত্র আবু সুলায়মান জাওযাজানীর ছাত্র। আর ইমাম মুহাম্মাদ স্বয়ং ইমাম হানীফা (রহঃ)-এর ছাত্র।

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর শিষ্যদের যুগেও আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব ছিল। শুধু তাই নয়; বরং সে যুগেও আহলেহাদীছগণ কিছু কিছু ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল যেগুলিকে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা বলে অপ্রমাণিত আখ্যা দেয়া হয়। যেমন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, রাফ'উল ইয়াদায়েন প্রভৃতি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা যায় যে, আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ দ্বীনের ব্যাপারে অনেক চিন্তাশীল ও পাকাপোক্ত ছিলেন। তাদের নিকটে আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও দ্বীন বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজেদের কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার পূর্বে তারা বিবাহের প্রস্তাব পেশকারীকে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রাযী করে নিতেন।

এ ঘটনা থেকে শুধু আহলেহাদীছদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না, বরং সূচনালগ্ন থেকেই দ্বীনের ব্যাপারে তাদের আপোষহীনতাও প্রমাণিত হয়। যা স্বয়ং দ্বীনী পোক্ততা ও অবিচলতার প্রমাণ। এমনকি আমরা যদি এর চেয়েও পূর্বের যুগ পর্যালোচনা করি তবুও আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে।

(৩) আহলেহাদীছদের প্রতি ইমাম আবু হানীফার শিষ্য আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর টান :

ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (রহঃ) বলেন, كَانَ أَبُو يوسف القاضي يحب أصحاب الحديث ويميلُ إليهم. 'ক্বাযী আবু ইউসুফ আহলেহাদীছদেরকে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি তাঁর টান ছিল'।[৬]

দেখুন! আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব শুধু আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম ক্বাযী আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর যুগেই ছিল তা প্রমাণিত হয়নি, বরং একথাও জানা গেল যে, স্বয়ং ইমাম আবু ইউসুফ আহলেহাদীছদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এমনকি তাদের প্রতি তাঁর টান ছিল।

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে কি আহলেহাদীছদের মধ্যে গণনা করা হয়েছে, যার জ্ঞানগত মর্যাদা বিদ্বানদের নিকটে স্বীকৃত এবং যাকে সাধারণ মানুষও চিনে? আসুন! একথাও হানাফী মাযহাবেরই একটা প্রসিদ্ধ কিতাব থেকে জানা যাক।-

---

৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/৯৯ বনী ইসরাঈলের ৭১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৪. ইসমাঈল বিন ওমর বিন কাছীর বিন যাও বিন দার' কুরাশী বছরী অতঃপর দামেশক্বী আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন। তিনি একজন হাদীছের হাফেয, ঐতিহাসিক ও ফক্বীহ। তদানীন্তন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত বছরার একটি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৭০৬ হিজরীতে তিনি তার এক ভাইয়ের সাথে দামেশক্বে স্থানান্তরিত হন। তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ করেছেন। তিনি দামেশক্বে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই লোকেরা তাঁর গ্রন্থসমূহ প্রচার-প্রসার করেছেন (খায়রুদ্দীন যিরিকলী, আল-আ'লাম ১/৩২০)।

৫. রাদ্দুল মুহতার ৪/৮০, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়।

৬. তারীখু বাগদাদ ১৪/২৫৭।

(৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্যতম আহলেহাদীছ ছিলেন :

'আয়নুল হেদায়া'তে লেখা আছে,

ہم نے اجماع کیا کہ شافعي ومالکي وحنبلي بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاري وغیرہ وابن جریر طبري حتي کہ علماے ظاھر یہ سب اہل السنۃ والجماعۃ برحق ہیں اور سب کا تمسک قرآن واحادیث اہل السنۃ پرعقائد حقہ کے ساتھ ہے-

'আমরা ইজমা করেছি যে, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, বরং সমস্ত আহলেহাদীছ যেমন ইমাম বুখারী প্রমুখ ও ইবনু জারীর ত্বাবারী এমনকি যাহেরী আলেমগণ এরা সবাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ও সঠিক। তারা সকলেই সঠিক আক্বীদার সাথে আহলুস সুন্নাহ্র উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেন'।[৭]

এখানে কয়েকটি বিষয় চিন্তার দাবী রাখে যা নিম্নরূপ-

১. হানাফী বিদ্বানগণের ইজমা রয়েছে যে, সকল আহলেহাদীছ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এবং সবাই সঠিক।

২. আহলেহাদীছরা যাহেরী নন। বরং দু'টা পৃথক।

৩. মুফাসসির ইবনু জারীর ত্বাবারী ও মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'জনই আহলেহাদীছ ছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তির নাম ইমাম শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলীর পরিবর্তে আহলেহাদীছের উদাহরণে উল্লেখ করা না শুধু আহলেহাদীছদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ; বরং মর্যাদাও বটে।

এক্ষণে এটাও দেখা দরকার যে, আহলেহাদীছদের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত কি?

(৫) ইমাম আহমাদ, বুখারী ও ইবনুল মুবারকের নিকটে 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল' হল আহলেহাদীছ :

বিভিন্ন শব্দে ও সনদে একটি হাদীছ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পরিত্যাগকারী বা বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা মানুষের উপরে বিজয়ীই থাকবে'।[৮]

এই দল কোন্‌টি? এর উত্তরের জন্য আসুন দেখি উম্মতের সম্মানিত ইমামগণের বক্তব্য কি?

ফযল বিন যিয়াদ বলেন, سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ 'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেন 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে'। অতঃপর তিনি বলেন, তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[৯]

অর্থাৎ ইমাম আহমাদের নিকটে এ দল আহলেহাদীছ ব্যতীত অন্য কেউ হ'তেই পারে না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ (হাদীছে উল্লেখিত দল দ্বারা) আহলুল হাদীছ উদ্দেশ্য'।[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাবে-তাবেঈদের মধ্যে গণ্য। তাঁর ব্যক্তিত্ব উম্মতের মাঝে কতটুকু স্বীকৃত তা ইমাম যাহাবী (রহঃ)-এর উক্তি থেকে জানা যায়। ইমাম যাহাবী বলেন, حديثه حجة بالاجماع 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বর্ণিত হাদীছ সমূহ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য'।[১১]

এ দলের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, هُمْ عِنْدِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ 'আমার নিকটে তারা (অর্থাৎ হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত দল) আহলুল হাদীছ'।[১২]

এখানে যেন কেউ একথা না বলে যে, উক্ত উদ্ধৃতি সমূহে আছহাবুল হাদীছ শব্দটি এসেছে, আহলেহাদীছ নয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, 'আহলুলহাদীছ' ও 'আছহাবুল হাদীছ' দু'টি শব্দের একটিই অর্থ। স্বয়ং মুহাদ্দিছগণ উভয় শব্দই ব্যবহার করতেন। যেমন এই হাদীছের ব্যাখ্যায় জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ 'তারা (হক্বের উপর টিকে থাকা দল) হ'লেন আহলেহাদীছ'।[১৩]

এখানে আলী ইবনুল মাদীনী 'আছহাবুল হাদীছ'-এর পরিবর্তে 'আহলুলহাদীছ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আলী ইবনুল মাদীনী কে? আলী ইবনুল মাদীনীর মর্যাদা বর্ণনার জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উক্তিই যথেষ্ট। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِي عِنْدَ أَحَدٍ إِلاَّ عِنْدَ عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ. 'আলী ইবনুল মাদীনী ব্যতীত আমি নিজেকে আর কারো সামনে ছোট মনে করতাম না'।[১৪]

---

৭. *আয়নুল হেদায়াহ ১/৫৩৮।*
৮. *ছহীহ মুসলিম হা/৩৫৪৮, 'ইমারত' অধ্যায়।*
৯. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৪২।*
১০. *ঐ, পৃঃ ৪৫।*
১১. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৮০।*
১২. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৪১।*
১৩. *সুনানে তিরমিযী হা/২২২৯; শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯।*
১৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৪২০।*

এসব উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সালাফে ছালেহীনের মাঝে 'আহলেহাদীছ' শব্দটি পরিচিত ছিল। আর এটা ঐ দলকে বলা হ'ত, যেটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

একটি সংশয় নিরসন :

এখানে একটা ভুল ভেঙ্গে দেওয়া যরূরী। সেটা হ'ল কেউ কেউ এ সংশয় পোষণ করে যে, উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে 'আহলেহাদীছ' শব্দটি মুহাদ্দিছদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ফিরক্বা বা দলকে বুঝানোর জন্য নয়। তারা বলে যে, তাফসীর শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যেমন 'মুফাসসির' বা 'আহলে তাফসীর' বলা হয়, তেমনি হাদীছের জগতে দক্ষ ব্যক্তিকে 'মুহাদ্দিছ' বা 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। এটা ভুল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি বাস্তবেই আহলেহাদীছ দ্বারা স্রেফ মুহাদ্দিছগণই উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে হাদীছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা যেই দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে মুফাসসির ও ফক্বীহগণকে বের করতে হবে। হাদীছের শব্দগুলি ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে এ ভুল ধারনাটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা হাদীছে আহলে বাতিলের মুকাবিলায় আহলেহাদীছকে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলে ফিক্বহ ও আহলে তাফসীরের মুকাবিলায় নয়।

এ কথাটা আরো পরিষ্কার করার জন্য আমরা শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর উক্তিটি পেশ করা যথোপযুক্ত মনে করছি, যা তার 'গুনইয়াতুত ত্বলেবীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

(৬) আহলুল হাদীছই আহলুস সুন্নাহ : শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) বলেন,

واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها. فعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر: بالحشوية، ويريدون إبطال الآثار. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر: مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر: ناصبة. وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة، ولا اسم لهم إلا اسم واحد، وهو أصحاب الحديث. ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع، كما لم يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم تسمية كفار مكة له ساحرًا وشاعرًا ومجنونًا ومفتونًا وكاهنًا، ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولًا نبيًا بريًا من العاهات كلها.

'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। যিনদীক্বদের (নাস্তিক) নিদর্শন হ'ল, তারা আহলে আছারকে হাশাবিয়া বলে থাকে। এর মাধ্যমে তারা আছারকে বাতিল সাব্যস্ত করতে চায়। ক্বাদারিয়াদের নিদর্শন হ'ল, তারা আহলেহাদীছদেরকে মুজবেরাহ বলে। জাহমিয়াদের নিদর্শন হ'ল তারা আহলুস সুন্নাহকে মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্য স্থাপনকারী বলে। রাফেযীদের নিদর্শন হ'ল তারা আহলে আছারকে নাছেবাহ বলে। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামি ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হল 'আছহাবুল হাদীছ' বা 'আহলেহাদীছ'। বিদ'আতীদের এইসব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী, মানুষ, জ্বিন ও তাঁর সৃষ্টির নিকটে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পূত-পবিত্র একজন নবী ও রাসূল ছিলেন'।[১৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে।

(১) শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) ভ্রান্ত ফিরক্বাগুলির বিপরীতে আহলেহাদীছ-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

(২) তাঁর নিকটে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কথা বলা বাতিল ফিরক্বাগুলির নিদর্শন।

(৩) তাঁর নিকটে আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাত একই।

(৪) আহলুস সুন্নাতের একটাই নাম 'আহলুল হাদীছ'।

এ সকল আলোচনার পর প্রশ্ন হ'ল, এরপরেও কি আহলেহাদীছকে একটি নতুন দল বলে সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করা ঠিক হবে? আমরা এর জবাব সম্মানিত পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

(ক্রমশঃ)

---

১৫. *গুনয়াতুত ত্বলেবীন* ১/১৬৬।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

ভূমিকা :

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর জন্যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদা নবী-রাসূল এবং সালাফে ছালেহীনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটি হৃদয়ে ঈমান ও আল্লাহ্র প্রতি ভয়ের নিদর্শন। আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি, জাহান্নাম ও আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা শুনি। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্র ভীতি আসে না। তাঁর ভয়ে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় না। এরূপ পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর জন্য পরকালে মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও সুখময় জান্নাত রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা উক্ত বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর ফযীলত :

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত অত্যধিক। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হ'ল জাহান্নাম থেকে মুক্তি। নিম্নে তাদের আরো কিছু ফযীলত ও মর্যাদা উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) জাহান্নামী না হওয়ার নিশ্চয়তা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ 'আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব যেরূপ দোহনকৃত দুধ পুনরায় পালানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্র পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্রিত হবে না'।[১] আরেকটি হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، 'জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না। এক- আল্লাহ্র ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং দুই- আল্লাহ্র রাস্তায় যে চোখ পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করে'।[২]

উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করে আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত করলে সে ব্যক্তি উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে। হৃদয়ে পূর্ণ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি রেখে নীরবে-নিভৃতে আল্লাহ্র দিকে লুটিয়ে পড়লে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরবে। তবে এজন্য হৃদয়ে থাকা চাই পরিপূর্ণ ইখলাছ এবং আল্লাহ্র প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। কপট হৃদয়ের মানুষ কখনোই উক্ত মর্যাদার অধিকারী হ'তে পারবে না। তারা তো দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থে ধার্মিকতার লেবাস পরে নিজেকে যাহির করে। তাদের কাছে দুনিয়া হ'ল মুখ্য, আখেরাতের সফলতা তাদের কাছে গুরুত্বহীন। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা আখেরাত হাছিলের জন্য সদা ব্যস্ত। তাই কখনও কোন নেকী বা কল্যাণ তার হাতছাড়া হ'লেই সে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অঝোরে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। যেমন সহায় সম্বলহীন দরিদ্র ছাহাবীগণ যারা তাবূক যুদ্ধে পাথেয়র অভাবে যেতে না পারায় কেঁদেছিল। ত্রিশ হাযার সেনা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বাহনের অভাবে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে যাদের বিদায় দিয়েছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُونَ– 'যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হ'তে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে' *(তওবা ৯/৯২)*।

উক্ত জান্নাত পিয়াসী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ– 'মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই সফর করেছ এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছ তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল। ছাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা তো মদীনায় ছিল? তিনি বললেন, তারা মদীনায় ছিল, কেবল ওযর তাদের আটকিয়ে রেখেছিল'।[৩]

(২) ক্রন্দনকারী হাশরের ময়দানে নিরাপদে অবস্থান করবে :

হাশরের ময়দান এমন এক স্থান, যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে মানুষ নতুন এক ময়দানে উত্থিত হবে। আল্লাহ বলেন, وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 'এবং তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে ও পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৬)*।

সেদিন যালেমের যুলুম শেষ হয়ে যাবে এবং কোন ব্যক্তির কর্তৃত্ব চলবে না কেবল আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ব্যতীত। আল্লাহ বলেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'আজ রাজত্ব

* *রানীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

১. তিরমিযী হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।
২. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯, সনদ ছহীহ।
৩. বুখারী হা/৪৪২৩; আবু দাউদ হা/২০৫৮; মিশকাত হা/৩৮১৫।

কার? কেবলমাত্র আল্লাহ্র, যিনি এক ও মহাপরাক্রান্ত' *(মুমিন ৪০/১৬)*।

ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে মানুষের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে, এমনকি কান পর্যন্ত'।[৪]

আর ক্বিয়ামতের কঠিন পরিস্থিতিতে সাত শ্রেণীর মুমিন আরশের নিচে আশ্রয় পাবে। তাদের এক শ্রেণী সম্বন্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه 'ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণকালে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে'।[৫]

(৩) আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী আল্লাহ্র গযব থেকে রক্ষা পায় :

বিগত যুগে আল্লাহ্র গযবে যে সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে যেমন 'আদ, ছামূদ ও লূত্ব ইত্যাদি, তাদের ধ্বংসস্থল অতিক্রমকালে ক্রন্দন করতে বলা হয়েছে এজন্য যে, তাদের উপর যে গযব এসেছিল অনুরূপ গযবে যেন কেউ না পড়ে। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ– 'তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। যদি কান্না না আসে তাহলে সেখানে প্রবেশ কর না, যাতে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের উপর আপতিত না হয়'।[৬]

(৪) কঠোর হৃদয়ের প্রতি আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শন :

যাদের অন্তর কঠিন ও আল্লাহভীতি শূন্য তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ– 'দুর্ভোগ ঐ লোকদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণ থেকে কঠোর। তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে' *(যুমার ৩৯/২২)*।

বিভিন্ন কারণে মানুষের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। ফলে হৃদয়ে আল্লাহভীতি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- (১) আখেরাত বিমুখতা এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক হারে ঝুঁকে পড়া। (২) অনর্থক কথা ও কর্মে জড়িয়ে পড়া (৩) পাপ ও অন্যায় কর্মে জড়িত থাকা। মূলতঃ পাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির হৃদয় অত্যন্ত কঠোর হয়, ফলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহভীতি জাগ্রত হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيْهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ}

'বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা'আলা যা বর্ণনা করেছেন- 'কখনই না, বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৪)*।[৭]

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের গুরুত্ব :

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের গুরুত্ব অত্যধিক। যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল।-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا– 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুব কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে'।[৮] অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّه، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ، تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ–

'আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহ্র জন্য সিজদারত নেই। আল্লাহ্র শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহ'লে তোমরা খুব কম হাসতে, বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে এবং

৪. বুখারী হা/৬৫৩২; মুসলিম হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৫৫৩৯।
৫. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/৭১১; তিরমিযী হা/২৩৯১; মিশকাত হা/৭০১।
৬. বুখারী হা/৪৩৩; মুসলিম হা/২৯৮; আহমাদ হা/৫২৫।
৭. তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২; ছহীহুল জামে হা/১৬৭০।
৮. বুখারী হা/৬৪৮৫; তিরমিযী হা/২৩১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯১; মিশকাত হা/৫৩৩৯।

চিৎকার করে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে যে, আল্লাহ্র শপথ! হায়, আমি যদি একটি গাছ হ'তাম এবং তা কেটে ফেলা হ'ত'।[৯]

আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত অশ্রু ফোঁটা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় :

আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، 'দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহ্র নিকট অন্য কিছু নেই। (১) আল্লাহ্র ভয়ে নিঃসৃত অশ্রু ফোঁটা (২) আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) নির্গত রক্তের ফোঁটা'।[১০]

মহা মানবদের আল্লাহভীতি :

১. নবী-রাসূলগণ :

মানব জাতির মধ্যে নবী-রাসূলগণ হ'লেন শ্রেষ্ঠ। মানবতার হেদায়াতের জন্য তাঁদের আগমন। তাঁরা অহী মারফত জাহান্নামের শাস্তি ও অদৃশ্য বিষয়াদির খবর পেতেন। এজন্যে তাঁরা সাধারণ মানুষের চাইতে আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। নবী-রাসূলদের অশ্রুসিক্ত হৃদয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. 'এরাই হ'ল তারা যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীগণের মধ্যে। যারা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম তাদের বংশধর। তারা ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়া'কূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা সুপথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের বংশধর। যখন তাদের নিকট দয়াময়ের (আল্লাহ্র) আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হ'ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দনরত অবস্থায়' *(মারইয়াম ১৯/৫৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ– 'তারা (পিতা-পুত্র) সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতির সাথে আমাদের ডাকত। আর তারা ছিল আমাদের প্রতি বিনয়াবনত' *(আম্বিয়া ২১/৯০)*।

২. ছাহাবায়ে কেরাম :

নবী ও রাসূলের পর ছাহাবীগণ ছিলেন মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, ভয় এবং ইসলামের জন্য তাদের অসাধারণ ত্যাগ আমাদেরকে বিস্মিত করে। আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণ করে তারা ক্রন্দন করতেন। এখানে কয়েকজন ছাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) ওছমান (রাঃ) :

ওছমান (রাঃ)-এর মুক্ত দাস হানী বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِيْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلاَ تَبْكِي، وَتَبْكِيْ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ–

'ওছমান (রাঃ) কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দর্শনে এত বেশী কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আখেরাতের মনযিলগুলোর মধ্যে কবর হ'ল প্রথম মনযিল। এখান থেকে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর এখান থেকে মুক্তি না পেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো বেশী কঠিন হবে'। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।[১১]

(খ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাঁর নিজের অসুস্থতায় কাঁদলেন। অতঃপর তাকে বলা হ'ল, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এ দুনিয়ার জন্যে কাঁদছি না, বরং আমি কাঁদছি আমার সফরের দূরত্ব এবং স্বল্প পাথেয়র জন্য। নিশ্চয়ই আমি জান্নাত বা জাহান্নামের কঠিন পথ (অতিক্রমের দুঃশ্চিন্তায়) সন্ধ্যা করি। আমি জানি না, আমাকে এতদুভয়ের (জান্নাত বা জাহান্নামের) কোথায় নেওয়া হবে?[১২]

(গ) ইবনু ওমর (রাঃ) :

ইবনু ওমর (রাঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী,وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য' *(মুত্বাফফিফিন ৮৩/১)* এই আয়াত পাঠের পর আল্লাহ্র বাণী, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' *(মুত্বাফফিফিন ৮৩/৬)* এই আয়াতে পৌঁছলেন তখন কেঁদে ফেললেন। অতঃপর আয়াতের মর্মবাণী ও আল্লাহ্র ভয় তাঁর অন্তরে এমন প্রভাব ফেলল যে, তিনি ভেঙ্গে পড়লেন এবং ঐ আয়াতের পর আর সামনের দিকে অগ্রসর হ'তে পারলেন না।[১৩]

---

৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৭; ছহীহাহ হা/১৭২২।
১০. তিরমিযী হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/৩৮৩৭, সনদ হাসান।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২।
১২. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৪১৭৬।
১৩. আবূ নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, (বৈরূত : দারুল কুতুবুল আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিঃ), ১/৩০৫ পৃঃ।

Contents

সালাফে ছালেহীনগণ :

(১) ওমর বিন আব্দুল আযীয : উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয ইসলামের ইতিহাসে অধিক ক্রন্দনকারী হিসাবে খ্যাত। তাঁর পুণ্যময় জীবনের বিস্ময়কর একটি ঘটনা হচ্ছে, ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেক কেঁদে কেঁদে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে ফেলল। অতঃপর তাঁর ভাই মাসলামা ও হিশাম তাঁর নিকট এসে বলল, কোন জিনিসটি তোমাকে এভাবে কাঁদাচ্ছে? তোমার যদি দুনিয়ার কোন কিছু হারায় তাহ'লে আমাদের সম্পদ ও পরিজন দ্বারা তোমাকে আমরা সাহায্য করব। তাদের জবাবে ফাতেমা বললেন, ওমরের কোন কিছুর জন্যে আমি দুঃখ করছি না। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! গত রাত্রে দেখা একটি দৃশ্য আমার ক্রন্দনের কারণ। অতঃপর ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেক বললেন, আমি গত রাত্রে ওমর বিন আব্দুল আযীযকে ছালাতরত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র বাণী, يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ، وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ– 'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত' *(ক্বারি'আহ ১০১/৪-৫)* এই আয়াত পাঠ করে চিৎকার করে উঠলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর কঠিনভাবে চিৎকার করতে থাকলে আমার মনে হ'ল তাঁর রূহ বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি থামলে আমার মনে হ'ল তিনি হয়ত মারা গেছেন। এরপর তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে ফরিয়াদ করে বলতে লাগলেন, হায়! মন্দ সকাল! এরপর তিনি লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, 'হায়! আমার জন্য দুর্ভোগ। সেদিন কোন লোক হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত'?[১৪]

(২) মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির :

কোন এক রাত্রে মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ছালাত আদায় করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এক সময় তাঁর ক্রন্দনের মাত্রা বেড়ে গেলে তাঁর পরিবার ঘাবড়ে যায়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, তিনি কেন কাঁদছেন? এমতাবস্থায় তাঁর ক্রন্দনের সীমা অতিক্রম করলে তাঁর পরিবার ইবনু হাযমকে ডেকে পাঠালেন। ইবনু হাযম মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদিরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? জবাবে ইবনু মুনকাদির বললেন, আমি একটি আয়াত তেলাওয়াত করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আবু হাযেম বললেন, সে আয়াতটি কি? ইবনু মুনকাদির বললেন, আয়াতটি হচ্ছে- وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ 'যদি যালেমদের কাছে পৃথিবীর সকল সম্পদ থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তাহ'লে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে সবই দিয়ে দিবে। অথচ সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের জন্য এমন শাস্তি প্রকাশ করা হবে, যা তারা কল্পনাও করত না' *(যুমার ৩৯/৪৭)*। ইবনু মুনকাদির থেকে উক্ত আয়াত শুনে আবু হাযেম কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তারা উভয়ে কঠিনভাবে কাঁদতে লাগলেন।[১৫]

হৃদয়ে আল্লাহভীতি আনয়নের উপায় :

মানব মনে আল্লাহভীতি জাগ্রত করার অনেক মাধ্যম রয়েছে, যেগুলি অনুসরণ করলে আল্লাহ্র ভয় চলে আসবে এবং কঠোর হৃদয় নরম হবে। যেমন-

১. কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন এমন এক বরকতময় কিতাব, যার সংস্পর্শে কঠোর হৃদয়ের মানুষও নরম হয়ে যায়। আরবের মরুচারী কঠোর স্বভাবের মানুষগুলি কুরআনের ছায়াতলে এসে বিনয়ী ও সুসভ্য হয়েছে এবং তাদের পাষাণ অন্তর বিনম্র হয়েছে। কুরআনের বাণী শুনে শ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)ও কেঁদেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার সামনে পড়ব, অথচ আপনার কাছে তা নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, আমি অপরের তেলাওয়াত শুনতে ভালবাসি। সুতরাং আমি তাঁর সামনে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় আমি যখন এই আয়াতে এসেছি, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا– 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব? *(নিসা ৪/৪১)*। তিনি বললেন, حَسْبُكَ الآنَ 'বেশ যথেষ্ট হয়েছে, থাম। فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে'।[১৬]

২. আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর আয়াত অনুধাবন করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا 'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

নাছের আস-সা'দী (মৃতঃ ১৩৭৬ হিঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, فإنهم لو تدبروه، لدلهم على كل خير،

১৪. *জামালুদ্দীন আল-জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির ও মোস্তফা আব্দুল ক্বাদির (বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খ্রীঃ), ৭/৭২।*

১৫. *হাফেয যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, তাহক্বীক : ওমর আব্দুস সালাম, (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খ্রীঃ) ৮/২৫৮, সনদ যঈফ।*

১৬. *বুখারী হা/৫০৫০।*

ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية 'অতঃপর তারা যদি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে তা তাদেরকে সমগ্র কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে এবং প্রত্যেক অকল্যাণ হ'তে সাবধান করবে। আর তাদের হৃদয় ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। অতঃপর তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিবে এবং মূল্যবান পারিতোষিক দান করবে'।[১৭]

আল্লাহ আরো বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহ্র স্মরণে বিনীত হয়। এটা হ'ল আল্লাহ্র পথপ্রদর্শন। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

৩. দ্বীনী আলোচনা শ্রবণ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ 'সুতরাং যে শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। তিনি আরো বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 'তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

ইরবায বিন সারিয়াহ (রহঃ) বলেন, صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ... 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ফজরের ছালাতের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়ায শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এল এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোন একজন বলল, এটা তো বিদায়ী ব্যক্তির নছীহতের মত। হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এখন আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির এবং (আমীরের আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি...'।[১৮]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করা নবী-রাসূল, ছাহাবী, তাবেঈ ও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের উচিত এই গুণটি হাছিল করে ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভ করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি দান করুন-আমীন!

১৭. *তাইসীরুল কারীমির রহমান, পৃঃ ৭৩৩।*

১৮. *তিরমিযী হা/২৬৭৬; আবু দাঊদ হা/৪৬০৭; আহমাদ হা/১৭১৪৪।*

মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়)

আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু	: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৭।
ভর্তি পরীক্ষা	: ৩রা জানুয়ারী ২০১৮ সকাল ১০-টা।
পুরাতন শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন	: ৬-৭ই জানুয়ারী ২০১৮ ইং।
ক্লাস শুরু	: ৮ই জানুয়ারী ২০১৮ ইং।

আমাদের সাফল্য : ২০১৬ সালে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মোট ২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২২ জন A+ ও ২ জনের A গ্রেড অর্জন।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠ দান।
- আধুনিক তথ্য ও দেশী-বিদেশী বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।
- আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথনে অভ্যস্ত করণ।
- ক্লাসের পর কোচিং-এর বিকল্প হিসাবে 'সুপারভাইজরী স্টাডি প্রোগ্রাম'-এর সুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- পঞ্চম সমাপনী ও JDC এবং দাখিল পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা।
- স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭১৬-৪৭৬৪৩২, ০১৭৩২-৪২০২৬২ email : madrasaassalafia@gmail.com

ঈদে মীলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা : 'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম 'আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'-র দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি : ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে নাচ-গান সহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করে বই লেখেন এবং এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[১] পরে অন্যান্য আলেমরাও একই পথ ধরেন কিছু সংখ্যক বাদে।

হুকুম : ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২]

তিনি আরও বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন'।[৫]

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত : 'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।[৬]

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম : মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন *(মীলাদুন্নবী ৩২-৩৩ পৃ.)*।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। যদিও এটি হবে ১লা রবীউল আউয়াল।[৭] অথচ ১২ রবীউল আউয়াল মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই : মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও তা 'বিদ'আতে হাসানাহ'। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায শুনানো যায়। অথচ ওয়াযের নামে সব ভিত্তিহীন কাহিনী শুনানো হয় ও সুরেলা কণ্ঠে সমস্বরে দরূদের নামে আরবী-ফারসী-উর্দূ-বাংলায় গান গাওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল বিদ'আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন মাত্র। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন তা পানযোগ্য থাকে না, তেমনি বিদ'আতী অনুষ্ঠানের কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। তাছাড়া বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ'আত।

ক্বিয়াম প্রথা : সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৮] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।[৯]

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামী, অন্যটি বে-ক্বিয়ামী। ক্বিয়ামীদের যুক্তি হ'ল, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর 'সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ

---

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃ. ১৩/১৩৭।*
২. *মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫।*
৪. *নাসাঈ হা/১৫৭৮ 'কিভাবে খুৎবা দিবে' অনুচ্ছেদ।*
৫. *আবুবকর আল-জাযায়েরী, (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.।*
৬. *মীলাদুন্নবী ৩৫ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম (১ম সংস্করণ : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৫১ পৃ.।*
৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃ.।*
৮. *আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), ১৭ পৃ.।*
৯. *তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতু শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি, ১৩২২ হি. ছাপা হ'তে ফটোকৃত) ৬/১৭৪।*

Contents

মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে বলা হয়েছে, مَنْ ظَنَّ أَنَّ أرواحَ الأموات حاضرةٌ تَعْلَمُ يَكْفُرُ، 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, জেনে রাখ, সে ব্যক্তি কুফরী করল'।[১০] অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[১১] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি? আর একই সাথে লাখো মীলাদের মজলিসে হাযির হওয়া কারু পক্ষে সম্ভব কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :

(১) '(হে মুহাম্মাদ!) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।[১২]

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে'।[১৩]

(৪) আদম (আঃ) ভুল স্বীকার করার পরে মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চান। তাকে বলা হ'ল তুমি এ নাম কিভাবে জানলে? তিনি বললেন, আমি উপরে তাকিয়ে দেখি আপনার আরশের খুঁটিতে ঐ নামটি সহ লেখা আছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাই আমি তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। আল্লাহ বললেন, কথা তুমি সত্য বলেছ। তার দোহাই দিয়ে তুমি ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। যদি মুহাম্মাদ না হ'ত, তাহ'লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।[১৪]

(৫) আসমান-যমীন সৃষ্টির দু'হাযার বছর পূর্বে জান্নাতের দরজায় লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং আলী মুহাম্মাদের ভাই'।[১৫]

(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর আরশে বসবেন'।[১৬]

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যেকার দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে আবু লাহাবের জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[১৭]

এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে, (ক) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(খ) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(গ) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট।

মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক'।[১৮]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১৯]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। এগুলির বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রচার করুন এবং এগুলি থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখুন ও পরিবারকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সহায় হৌন- আমীন!

---

১০. *মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, (মউ, ইউ পি ১৯৬৭) মীলাদে মুহাম্মাদী ২৫, ২৯ পৃ.।*
১১. *তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবুদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদাব' অধ্যায়।*
১২. *দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*
১৩. *আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭, সনদবিহীন।*
১৪. *যঈফাহ হা/২৫।*
১৫. *যঈফাহ হা/৪৯০১।*
১৬. *সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ৮৬ পৃ.।*
১৭. *সবই ভিত্তিহীন। সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃ.।*
১৮. *বুখারী হা/১০৭; মিশকাত হা/১৯৮।*
১৯. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*

সুচি-কে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না

আত-তাহরীক ডেস্ক

বৃটেন প্রবাসী ড. মং জার্নি একমাত্র বর্মী বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞ, যিনি রোহিঙ্গা নিধনের বিরুদ্ধে ৩২ বছর ধরে সোচ্চার। মিয়ানমারের মান্দালয় এলাকায় ১৯৬১ সালে জন্ম। মানবাধিকারের প্রবক্তা হওয়ার কারণে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ২১শে সেপ্টেম্বর'১৭ কুয়ালালামপুরের পুলম্যান হোটেলে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মীযানুর রহমান খান। সেখান থেকে কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

প্রশ্ন-১ : রোহিঙ্গা ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানের প্রতি অং সান সু চি-র কোন স্বতন্ত্র অবস্থান আছে কি?

মং জার্নি : ২০১৫ সালে তিনি নিশ্চিত করেন যে সংসদে যাতে কোন মুসলমান না আসে। তবে বার্মার গোড়ার দিকে মানবাধিকার আন্দোলনে বর্তমানের মতো মুসলমানবিদ্বেষী বর্ণবাদ চোখে পড়েনি। গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন। এমনকি সাবেক মুসলমান নৌ কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন বা থ অং সান সু চি-কে সমর্থন দিয়ে হত্যার শিকার হন। এই মুসলমান সামরিক অফিসার একজন লেখক ছিলেন। তিনি আকা মং থ কা ছদ্মনামে লিখতেন। সামরিক বাহিনী তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করেছিল।

প্রশ্ন-২ : রোহিঙ্গা বিতাড়নের তিনটি প্রধান কারণ যদি চিহ্নিত করতে বলি, তাহ'লে কি বলবেন?

মং জার্নি : দু'টি কারণ বলতে চাই। প্রথমতঃ নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি মিয়ানমার সরকারের নেতিবাচক মনোভাব। কেননা পাকিস্তান ও বর্মী আর্মির মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পাকিস্তান আর্মি অব্যাহতভাবে শয়ে শয়ে বর্মী সামরিক গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ জেনারেলগণ কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা এবং ক্ষমতা নিরঙ্কুশকরণে বিশ্বাসী। তাঁরা নীতিগত ও বাস্তবে কোন ধরনের অঞ্চলগত বিচ্ছিন্নতার বিরোধী। আর ১৯৭১ সাল থেকে বার্মা-বাংলাদেশ সম্পর্ক আসলে কখনোই সত্যিকার অর্থে ভালো ছিল না।

প্রশ্ন-৩ : বর্মী আমজনতাও রোহিঙ্গাবিদ্বেষী, ধারণাটি কতটুকু সত্য?

মং জার্নি : ১৯৮৮ সালের বার্মার মানুষ আর আজকের মানুষ এক নয়। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ যাতে চাপা পড়ে, সে কারণে সামরিক বাহিনী বর্মীদের উগ্রবাদী করেছে। বর্মী সেনাবাহিনী শান্তি চায় না। কারণ শান্তি সামরিক বাহিনীর পক্ষে যায় না। বন্দুক ও সহিংসতা তাদের পসন্দ। সংস্কার যেটুকু শুরু হয়েছিল, তা শেষ। পাঁচ বছর আগেও মানুষ সংবিধানের পরিবর্তন চেয়েছিল। সেনারা যাতে ব্যারাকে ফিরে যায়। আমরা অধিকতর সাম্য ও সমতার নীতির বাস্তবায়ন আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন তারা 'কালা' হত্যা করতে চায়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা এখন দেশের প্রতিরক্ষায় নেমেছে।

জাতিসংঘ সুচিন্তিতভাবে নীতি হিসাবে নিয়েই গণহত্যাকে গণহত্যা বলছে না। এটা অসততা। তারা রাজনীতির খেলা খেলছে। তারা জানেন, 'গণহত্যা' শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই জাতিসংঘের জন্য মিয়ানমারের বিচার করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। ১৯৭৮ সালে ব্যাপকভিত্তিক নির্যাতন করে গণহত্যার প্রথম বছরটি শুরু হয়। এর ১২ বছর আগে ১৯৬৬ সালে গণহত্যার নীলনকশা তৈরী করা হয়। সেই বছরে সামরিক বাহিনী উত্তর আরাকানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কৃত্রিমভাবে বৌদ্ধ জনসংখ্যা বাড়িয়ে রোহিঙ্গাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। আর এটাই কালক্রমে গণহত্যার পটভূমি তৈরী করে। তাই আমি ১৯৬৬-কে জেনোসাইডের জেনেসিস বলি।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের কি পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত?

মং জার্নি : ১৯৭৮ সালে যখন প্রথম উদ্বাস্তু স্রোত বয়েছিল, সেই থেকে গত ৩৯ বছরে আমরা দেখি, গড়ে প্রতি এক দশকে বাংলাদেশে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা চলে আসছে। আপনাদের দু'টি বিশেষ করণীয় আছে। প্রথমতঃ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উচিত, সর্বদা রোহিঙ্গা শব্দ ব্যবহার করা। দ্বিতীয়তঃ তারা বলবে, রোহিঙ্গা বার্মার সরকারীভাবে স্বীকৃত একটি জাতিগত সম্প্রদায়।

প্রশ্ন-৫ : আরসার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

মং জার্নি : আমার তা জানা নেই। তবে বর্মী নির্যাতন শুরুর পরে যখন 'মুজাহিদীন' নামের একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী পথে গেল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া রোহিঙ্গা যুবকেরা তা রুখে দাঁড়াল। তারা বুঝল, তাদের ভবিষ্যত রেঙ্গুন সরকারের সাথে জড়িত। তাই রোহিঙ্গারা বর্মী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাত মিলিয়েছিল। এমনকি পরে এই তরুণেরা মুজাহিদীন ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে অস্ত্র সমর্পণেও দূতিয়ালী করেছিল। সেজন্য বর্মী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রোহিঙ্গাদের বীরত্বসূচক খেতাব দিয়েছিল। আমার কাছে তার নথিপত্র ও আলোকচিত্র রয়েছে।

প্রশ্ন-৬ : রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে একজন মন্ত্রী কয়েকদিন আগে ঘুরে গেলেন। আপনি কি আশাবাদী?

মং জার্নি : তিনি এই সংকট মোকাবিলায় সু চি-র নিয়োগ করা তিন বেসামরিক কূটনীতিকের একজন। তাদের সারা জীবন কেটেছে আন্তর্জাতিক ফোরামে সামরিক বাহিনীর পক্ষে নির্লজ্জ দালালী করে। তারা প্রত্যেকে ধূর্ত এবং মুসলিমবিদ্বেষী বর্ণবাদী। তাদের কারও হৃদয়ে এক দানা পরিমাণ নীতিবোধ কিংবা মানবিক অনুভূতি নেই। প্রত্যাবাসনের যে প্রস্তাব তারা দিয়েছে, তা কৌশলগত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নযর আড়াল করা এবং শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করা এর লক্ষ্য। মনে রাখতে হবে, তাদের চূড়ান্ত কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জাতিসত্তা, তাদের ইতিহাস, পরিচিতি ও আইনগত অবস্থান ধ্বংস করা। আপনাদের মনে যদি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তাহ'লে গত ২৫ বছরের জাতিসংঘের নথিগুলি, মানবাধিকারের নথিপত্র এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রেস ক্লিপগুলি পাঠ করুন। *(সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো ১০.১০.২০১৭ মঙ্গলবার)*।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বিষণ্ন সময়গুলো

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সাগরতীর ঘেঁষে মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে এগিয়ে চলেছি টেকনাফের পথে। অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর পুরোটা পথ। তবুও তাতে বাড়তি কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং মযলুম মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা এবং তাদের চাহিদার তুলনায় তেমন কিছু করতে না পারার খেদ ঘিরে ছিল পুরো সময়। মন পড়ে ছিল শাহপরীর দ্বীপে সদ্যাগত ধুলোমলিন বাক্স-পেটরা কাঁধে নিয়ে চলা নগ্নপদ, ছিন্নবস্ত্র বনু আদমের মিছিলে। এ যাত্রায় আমরা শামিল ছিলাম রাজশাহী থেকে আগত মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ও 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, হাফাবা গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও আমি এবং কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন' সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামসহ মোট ৯ জনের একটি দল।

শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ :

৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে টেকনাফে হারিয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত আর্মী ক্যাম্পে পৌঁছে দেখতে পেলাম শরণার্থীদের লম্বা লাইন। ত্রাণসামগ্রীর বিরাট স্তূপ। সেনাসদস্যরা দূর্গতদের মাঝে তা বন্টনে সহায়তা করছে। অতঃপর ট্রাকে কিংবা পিকআপে পাঠিয়ে দিচ্ছে উখিয়ার অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে। সেনাবাহিনীর সুশৃংখল তৎপরতার দৃশ্য নিমিষেই মন ভাল করে দেয়।

সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে শাহপরীর দ্বীপ অভিমুখে আমাদের গন্তব্য। টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সংযোগ সড়কটি বর্ষা মৌসুমের কারণে এখন বিচ্ছিন্ন। ফলে একটা অংশ নৌযানে অতিক্রম করতে হয়। সে পর্যন্ত পৌঁছতেও কাঁচা রাস্তায় অনেকখানি হাঁটার পথ। এ পথে থিকথিকে কাদা মাড়িয়ে রোহিঙ্গাদের যাতায়াত চলছে গত দেড় মাসাধিককাল। পত্রপত্রিকায় সন্তানের কোলে বা কাঁধে চড়ে শরণার্থী বৃদ্ধ পিতা বা মাতার আবেগঘন আগমণদৃশ্য দেখেছি। তেমনি দৃশ্য চোখে পড়ল ২০/২২ বছরের এক তরুণের কাঁধে আশীতিপর এক বৃদ্ধা, সম্ভবতঃ তার নানী বা দাদী। পথের মাঝে কিছু টাকা হাতে গুঁজে দেয়া ছাড়া কিছু জানার সুযোগ হ'ল না। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসেছে শরণার্থী স্রোত দেখতে। কেউ কেউ নগদ অর্থ, চকলেট, পানি, বিস্কুট প্রভৃতি হাতে তুলে দিচ্ছে। এরই মাঝে কিছু সুযোগসন্ধানীও নযরে আসে, যারা রোহিঙ্গা ছদ্মবেশে অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত। সবকিছু ছাপিয়ে দৃষ্টি কাড়ে শরণার্থীদের বাকহারা ক্লান্ত-শ্রান্ত চেহারাগুলো। বিরামহীন গতিতে সামনে এগিয়ে চলেছে। এক দণ্ড পিছু ফেরার সাহস যেন নেই। যে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দেশান্তরিত হতে হয়েছে, সে প্রাণ বাঁচাবার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত ফুরসৎ নেই। তাদের সেই অন্তহীন ছুটে চলার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি আর ইতিহাসের পাঠ নেই। মহাকালের খাঞ্জাজীখানায় রক্তের আঁখরে লেখা কত অযুত-নিযুত যুলুমের ইতিহাস, কত যালেমের নিষ্ঠুরতার আলেখ্য, কত মযলুমের মর্মন্তুদ বেদনার আখ্যান বিগত হয়েছে.. তবুও না যুলুমের ধরণের কোন পরিবর্তন হয়েছে, আর না তা থেকে কেউ শিক্ষা নিয়েছে। ফলে কত সহস্র বছর পূর্বের ফেরাউন বাহিনীর নৃশংসতায় পলায়নপর কিবতীদের সাথে বিংশ শতাব্দীর অংসান সুকী বাহিনীর নৃশংসতায় পলায়নপর রোহিঙ্গাদের দৃশ্যত কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, ফারাকটা এতটুকুই যে, সেই সময়কালকে আমরা 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করি, আর আমাদের কালকে সভ্যতা ও মানবিকতাগর্বী এক আলোকিত বিশ্বের মর্যাদা দেই। দেশ, কাল আর সভ্যতা ভেদে মানবতার করুণ পরাজয় এভাবে চলছেই নিরন্তর, যুগ থেকে যুগান্তরে, নিছক সেখানে পরিবর্তন ঘটে চরিত্র আর উপলক্ষ্যগুলোর।

শাহপরীর দ্বীপে পৌঁছে নাফ নদীর ওপর জেটিঘাটে এসে দাঁড়াই। এটিই সাবরাং পয়েন্ট। দিনের বেলা তেমন লোকজন চোখে পড়ে না। তবে রাত হ'লেই রোহিঙ্গাদের ভীড়ে ভরপুর হয়ে ওঠে। পাশেই গরুর হাট। রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসা গরুগুলোই সাধারণতঃ বিক্রি হয়। পানির দরে। নির্যাতিত মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে কত মানুষ যে দৈনিক এই এলাকা থেকে পাপের সাগর আর মযলূমের তপ্ত অভিশাপ নিয়ে সগৃহে ফিরছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

বিজিবি ক্যাম্পের অফিসারদের সাথে কথা বলে জানা গেল সাধারণতঃ সন্ধার পর থেকে রোহিঙ্গাদের বহনকারী নৌকাগুলো আসা শুরু করে। ভোর অবধি তা অব্যাহত থাকে। তারা নবাগত রোহিঙ্গাদের খানাপিনা এবং উখিয়ার অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে পাঠানোর কাজ তদারকি করছেন।

শাহপরীর দ্বীপ থেকে কক্সবাজার ফেরার পথে সাঁঝবেলায় উখিয়ার থাইংখালীতে যাত্রাবিরতি করলাম। জেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের একজন ক্লায়েন্ট জনাব হারূন ছাহেব আমাদের আতিথেয়তা করলেন। উপস্থিত স্থানীয় কিছু ভাইয়ের সাথে আলাপ হ'ল। যারা প্রত্যেকেই রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় দিন-রাত খাটছেন। কেউ কেউ নিজের বাড়ীর একাংশে রোহিঙ্গাদের থাকতে দিয়েছেন। তারা ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন। পরে নবগঠিত উখিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট সেলিম ভাইয়ের আমন্ত্রণে উখিয়া বাযারে এসে আরেকটি যাত্রাবিরতি করা হয়। ক্যাম্পগুলোর আশেপাশের রাস্তা রোহিঙ্গাদের ইতস্ত তঃ আসা-যাওয়ায় মুখোরিত। ত্রাণের আশায় বেসামালভাবে ঘুরছে তারা। কোথাও ত্রাণ নিতে লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের অনেক স্থানেই দেখা ক্যাম্প উচ্ছেদের চিহ্ন। বিচ্ছিন্নভাবে নির্মিত ক্যাম্পগুলো ভেঙ্গে দিয়ে সবাইকে কুতুপালং -বালুখালী এলাকায় একত্রিত করা হচ্ছে। রাস্তায় ত্রাণের আশায় বসে থাকতে দেখা গেল বোরক্বা পরিহিত বহু মহিলাকে, যাদের পচানব্বই শতাংশ সন্তানকোলে। এদের সাথে যোগ দিয়েছে পুরোনো রোহিঙ্গারা। যোগ দিয়েছে মৌসুমী ভিক্ষুকরাও।

তমব্রু নো ম্যানস ল্যাণ্ড :

পরদিন ১লা অক্টোবর গন্তব্য তমব্রু নো ম্যানস ল্যাণ্ড। আমি অসুস্থতার কারণে আজ বের হতে পারি নি। তবে মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক মহোদয়ের নিজ জবানীতে সফর বিবরণী অব্যাহত রাখছি। কক্সবাজার হ'তে দুই কার্টন কুরআন, নগদ অর্থ ও কিছু ছালাতুর রাসূল বই নিয়ে সকাল ৮-টায় আমরা রওয়ানা হই। উখিয়া সরকারী ডিগ্রী কলেজে স্থাপিত সেনা ক্যাম্পে পৌঁছে সেনা সদস্যদের মাঝে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই বিতরণ করা হয়। যথেষ্ট আগ্রহের সাথে সেনা সদস্যরা বইগুলো গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে বান্দরবান যেলার নাইক্ষ্যংছড়ির তমব্রু সীমান্তে পৌঁছি বেলা সাড়ে ১১-টায়। সেখানে নো ম্যানস ল্যাণ্ডে তাবু স্থাপন করে অবস্থান করছে শত শত রোহিঙ্গা পরিবার। পাশেই বার্মা সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। মাঝে শুধু চিকন একটি খাল। বেড়ার ঐপাশে আগুনে পোড়া বাড়ীঘরের চিহ্ন দেখে অন্ত রাত্মা কেঁপে উঠলো। পুড়ে অঙ্গার হওয়া বৃক্ষগুলো পত্র-পল্লবহীন ঠায় দাড়িয়ে আছে। বেড়ার পাশেই পাহারারত দেখা গেল সেদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'নাসাকা'কে।

বিজিবি ক্যাম্পে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিয়ে কিছু কুরআন বিতরণ করতে চাইলে ক্যাম্পের দায়িত্বশীল রেজিষ্ট্রার খাতায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নাম এন্ট্রি করে দু'জন রোহিঙ্গাকে ডেকে আমাদের সাথে কথা বলিয়ে দিলেন।

সেখানে দেখা হ'ল গত ২৫শে আগষ্ট এদেশে আসা দাওরায়ে হাদীছ পাশ আলেম মাওলানা মকবূল আহমাদের সাথে। তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত সীমান্তের ঐ পাড়ে মংডু থানাধীন তমব্রু আবু দারেমী জামে মসজিদে ইমামতি করেছেন। দারুল উলূম হেমায়েতুল ইসলাম মাদরাসার শিক্ষকও ছিলেন তিনি। কিন্তু ২০১২ সালে পর সবকিছুই তছনছ হয়ে যায়। বর্মী সেনাবাহিনী বন্ধ করে দেয় মসজিদ-মাদরাসা। মুসলমানদের উপর নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। কুরআন দেওয়ার কথা শুনে তিনি খুশী হ'লেন। অতঃপর দুই কার্টুন কুরআন (১৭৫টি) তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্যাম্পে যারা কুরআন পড়তে জানেন তাদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। সাথে প্রায় তিন শতাধিক কায়েদাও দেওয়া হল বাচ্চাদের জন্য।

একই সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুযযামান খান কামাল এসেছেন তমব্রু সীমান্তে। তমব্রু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানের। সেকারণ আমাদের যাত্রা বিলম্ব হ'ল। পার্শ্ববর্তী তমব্রু পুরাতন জামে মসজিদে গিয়ে আমরা যোহর ও আছরের ছালাত জমা কছর আদায় করলাম। সেখানে সমবেত ১২জন রোহিঙ্গা ভাইয়ের সাথে কিছু সময় কথা হ'ল। যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় তাদের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের বিবরণ শুনার পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বললেন এবং শিরক-বিদ'আত মুক্ত ছহীহ দ্বীন পালনেরও উপদেশ দেন। এখানে সমবেত ১২ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন আলেম। কথা হ'ল মৌলভী নাজমুল হকের সাথে, যিনি ক্বারিয়ানা পাশ। মংডু থানার তমব্রু গ্রামের বাসিন্দা। সেদেশের একটি মসজিদে ইমামিত করতেন। ছিলেন রিয়াযুল জান্নাহ হিফযখানার শিক্ষক। কুরবানীর ঈদের পরের দিন বর্মী ম্যালিটারী ও মগ দস্যুদের নির্যাতনের মুখে সে গ্রামের ২ হাযার ৩শ' জন একসঙ্গে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। এ সময়ে পাশে বসা মুহাম্মাদ নাছিম (৬৩) জানালেন, তাদের গ্রামের নাম তুলাতুলি। সে গ্রামের ৩০০ পরিবারে প্রায় ২০০০ লোক সংখ্যা। এর মধ্যে ৮০০ জনকে নির্যাতনের মুখে মেরে ফেলা হয়েছে। তার নিজ ভাগিনাদের তিনটি পরিবারের মাত্র ১ জন বেঁচে আছে। বাদবাকী সবাইকে দস্যুরা কুপিয়ে মেরেছে। এতদসত্ত্বেও মৌলভী নাজমুল হককে সে দেশে ফিরে যাবেন কি-না জিজ্ঞেস করলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'পাক্কা এরাদা আবার ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ'।

কথা হ'ল দাওরায়ে হাদীছ পাশ আলেম মাওলানা নূরুল আলম (৪৫) এর সাথে। যিনি মাদরাসা দারু আবী যার গিফারী (রাঃ), তমব্রু, মংডু-এর শিক্ষক। তিনি বর্মীদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্মী দস্যুরা সে দেশের জামে'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম, সা'দুল্লাচর, উত্তর বলিবাজার, মংডু-এর শায়খুল হাদীছ, ১১৭ বছরের বৃদ্ধ, প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আহমাদ হোসাইনকেও রেহাই দেয়নি। আগুনে পুড়িয়ে তাঁকে হত্যা করেছে। টুপি, দাড়ি ও পাঞ্জাবীর উপরে এদের যত রাগ। ২০১২ সালের পর থেকে আমরা পঞ্জাবী-টুপি পরে চলাফেরা করতে পারিনি। মসজিদ-মাদরাসাগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানালেন, মগ ও আর্মীদের পাশাপাশি বরুয়া ও চাকমারাও মুসলিম নিধনে একাকার হয়ে কাজ করছে। সকলে একাট্টা হয়ে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

তমব্রু হ'তে সরাসরি আমরা ফিরে আসি উখিয়ায় বালুখালী ও কুতুপালং ক্যাম্পে, যেখানে 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে টিউবওয়েল, টয়লেট, বাথরুমের কাজ চলছে। এখানে পাহাড়ের চুড়ায় নির্মাণাধীন এক মসজিদে বসে কথা হয় মংডু থানার বলিবাজার এলাকার গারদবিল গ্রামের আব্দুর রহমানের (২৭) সাথে। তিনি এখানে মাঝির (সরদার) দায়িত্বে আছেন। তার অধীনে আছে ৩১১টি পরিবার। দশম শ্রেণী পাশ আব্দুর রহমান ইংরেজী ও বার্মিজ ভাষা শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি তার ছিল ওয়েল্ডিংয়ের ব্যবসা। কুরবানীর ঈদের দুইদিন আগে ২৯শে আগষ্ট বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি জানালেন তাদের উপর মায়ানমার সরকারের লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা। তাদের গ্রামে ৮শ' পরিবারে লোক সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাযার। এর মধ্যে পাঁচশ' জনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বর্মী দস্যুরা। বাকী সবাই পালিয়ে এসেছেন এ দেশে। আর্মী, পুলিশ ও মগ সকলেই তাদের উপর নির্যাতন করেছে। নির্যাতনের কারণ জানতে চাইলে

তিনি বলেন, বার্মিজ মিলিটারী আমাদেরকে এই মর্মে একটি কাগজে সই করে দিতে বলেছিল যে, 'আমরা বাংলাদেশের মানুষ। এখানে এসেছি কাজ-কাম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য'। এটি করলে আমাদেরকে ঐ দেশে থাকতে দিবে এই প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু এটি স্রেফ প্রতারণা ও কুটকৌশল বুঝতে পেরে কেউ এই জাতীয় কোন কাগজে সই করতে সম্মত হইনি। ফলে আমাদের উপর এই বর্বরোচিত নির্যাতন শুরু হয়।

এ সময়ে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা মুরুব্বীর সাথেও কথা হয়। আমাদেরকে দেখে তারা উৎসাহের সাথে বসলেন। বার্মায় থাকাবস্থায় কি ধরনের যুলুম-নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হ'তেন এমন প্রশ্নের জবাবে তারা জানান, মুসলমানদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। ছিল না কোন কর্মসংস্থান। এমনকি রাখাইন রাজ্য পার হয়ে বার্মার অন্যত্র যাওয়ারও তাদের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল মৎস চাষ, কৃষিকাজ, গরু-ছাগল ইত্যাদি পালন ও ছোটখাট ব্যবসা। কিন্তু এখানেও চলত আর্থিক নির্যাতন। তিন মণ গোশত হবে এমন ওযনের একটি গরু বিক্রি করলে সেদেশের মুদ্রায় দেড় থেকে দুই লাখ কিয়েত চাঁদা দিতে হ'ত। যা বাংলাদেশী টাকায় ১০ হ'তে ১২ হাযার টাকা। ছাগল প্রতি ৩-৪ হাযার টাকা। রোহিঙ্গা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহের আয়োজন হ'লেও প্রায় ১ লাখ কিয়েত চাঁদা দিতে হ'ত। শুধু তাই নয় নিজেদের বসতবাড়ীর বেড়া পাল্টাতে গেলেও দিতে হ'ত এক হ'তে দেড় লাখ কিয়েত। উল্লেখ্য, এক লাখ কিয়েত সমান বাংলাদেশী প্রায় ৬ হাযার টাকা। কোথাও যাতায়াতের ক্ষেত্রেও চলত নির্যাতন। রাস্তায় যানবাহন থেকে নামিয়ে মুসলমানদের থেকে এক হ'তে দেড় হাযার কিয়েত চাঁদা আদায় করা হ'ত। অথচ একই গাড়ীতে মগ বা অন্য কেউ থাকলে তাদেরকে নামানো হ'ত না। অর্থাৎ মুসলমানদের স্বাধীনভাবে কোথাও যাওয়ারও সুযোগ ছিল না। তাছাড়া ব্যাবসা করতে মাল কিনে ফেরার পথে দিতে হ'ত মোটা অংকের টাকা। উল্লেখ্য, বড় বড় পাইকারী দোকানপাট সবই মগদের মালিকানাধীন। কাজেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদের কাছ থেকেই মালামাল কিনতে হয়। মৎস চাষীদের অবস্থাও তথৈবচ। ঘের প্রতি মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে চাষের অনুমতি মিলত। এরকম হাযারো যুলুম-নির্যাতনের মধ্যে অতিবাহিত হ'ত তাদের প্রতিটি দিন।

অতঃপর পার্শ্ববর্তী আরেকটি পাহাড়ে 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে একটি মসজিদ নির্মাণের জায়গা নির্ধারণ পূর্বক জায়গার মালিকের সাথে কথা চূড়ান্ত করতঃ সেদিনের মত কাজ শেষ করে আমরা কক্সবাজারে ফিরে আসি।

বালুখালী-কুতুপালং ক্যাম্প :

পরদিন ২রা সেপ্টেম্বর বালুখালী ক্যাম্পে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে রওয়ানা হ'লাম। এদিন আমাদের সাথী হ'লেন ইন্দোনেশিয়ার মাকাস্সার প্রদেশ থেকে আগত একটি সালাফী এনজিও প্রতিষ্ঠান 'আল-ওয়াহদাহ আল-ইসলামিয়া'র পরিচালক ভাই সাহরুদ্দীন (৪০)। ক্যাম্পে পৌঁছে মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানে পৌঁছলাম। এখানে কয়েকজন রোহিঙ্গা আলেমের সাথে সাক্ষাত হ'ল। যাদের একজন মংডু থানার জিমাংখালী গ্রামের হাফেয নূরুল ইসলাম (৪০), অপরজন একই থানার নোয়াপাড়া গ্রামের হাফেয রবীউল হাসান (৩৫)। ১০ দিন পূর্বে তারা বাংলাদেশে এসেছেন। দু'জনই প্রায় ২০ বছর পূর্বে বাংলাদেশ থেকে দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেছেন বলে ভাল বাংলা বলতে পারেন। এছাড়া আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষাতেও তাদের যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। প্রথমজন শিক্ষকতা করতেন মংডুর বাকিয়ারবিল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুত তাওহীদ আল-ইসলামিয়া'তে। অপরজন নয়াপাড়া 'দারুত তাহফীয' মাদরাসায়। দু'টি মাদরাসাই এখন আগুনে পুড়ে এবং রকেট লাঞ্চারের আঘাতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। দু'জনকেই আরবী এবং উর্দূতে আক্বীদা ও তাওহীদ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করলাম। আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে তারা নিজেদের বিশুদ্ধ আক্বীদার কথা জানান দিলেন এবং চমৎকারভাবে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিসহ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ইবনে তায়মিয়া এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের আক্বীদার বইগুলো তারা নিজেরা পড়েছেন এবং ছাত্রদের পড়িয়েছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এভাবেই বুঝি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেন। আমরা কোনভাবেই ধারণা করিনি যে, শিক্ষার আলোহীন এই জনপদে কোন বিশুদ্ধ আক্বীদার আলেম পাব। আল্লাহ্র পরিকল্পনা বোধহয় এভাবেই বাস্তবায়িত হয়। মসজিদ স্থাপনের কাজটি এবার খুব সহজে এবং তৃপ্তির সাথে হাতে নেয়ার সুযোগ এল। ইন্দোনেশিয়ান ভাইটি সব জেনে খুব খুশী হ'লেন এবং নিজের সংস্থা থেকেই মসজিদটি নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিলেন। মুজিব ভাই তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় সব নিয়ম-কানূন অবগত করালেন এবং মাঝির মাধ্যমে মসজিদ, মক্তব ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ পুরো প্রকল্পের কাজটি বুঝিয়ে দিলেন।

অত্র মসজিদে শামসুল হক (৭৫) নামে একজন বৃদ্ধকে পাওয়া গেল, যার ছেলে মুহাম্মাদ তৈয়ব (৪৫) ইয়াংগুনের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করেছিলেন। কিন্তু কোন চাকুরী পাননি রোহিঙ্গা হওয়ার অপরাধে। আলেমদের উপর নির্যাতনের ধরণ সম্পর্কে তারা বললেন, সেনারা তাদেরকে ধরে নিয়ে দাঁড়ি পুড়িয়ে দেয়, চেহারায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। হাত ও জিহ্বা কেটে দেয়। হাটুতে পেরেক ঢুকায়। ২০১২ সালের পর এমন অবস্থা হয়েছে যে, তারা তাদের সামনে পাঞ্জাবী/টুপি পরতে পারেন না। শার্ট/লুঙ্গি পরতে হয়। মসজিদ-মাদরাসা প্রায় সবই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জীবন-জীবিকার উৎস ছিল মাছের প্রজেক্ট, ধান, আলু, শাক-সবজির চাষ ইত্যাদি। ২০ গণ্ডা (৪০ শতাংশ) জায়গা চাষ করলে সরকারকে দিতে হয় ৬০ হাযার কিয়েট বা ৪/৫ হাযার টাকা। পদে পদে তাদেরকে জরিমানা

দিয়ে চলতে হ'ত।

উপস্থিত সকলের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের ফাঁকে অলি-গলি ধরে আমরা এগোতে লাগলাম। পলিথিনের ছাউনী দিয়ে তৈরী ঝুপড়ি ঘরগুলো থেকে উৎসুক দৃষ্টি আমাদের ঘিরে ধরেছে। পিছু নিয়েছে শিশুরা। তাদের সালাম দেয়ার অভ্যাস দেখে মন ভরে যায়। আমাদের হাতে কেবল নগদ অর্থ। বিশৃংখলার ভয়ে তা আর বিতরণ করা হয় না। টিউবয়েল ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন সংস্থা থেকে। ফলে পানির কষ্ট অনেকটা ঘুচেছে। তবে কিছু কিছু জায়গায় দৃষ্টিকটুভাবে খুব ঘন ঘন টিউবয়েল পোঁতা হয়েছে, যার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। এমনকি কিছু মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় পাশাপাশি, যা নিয়ে পরে সেনাসদস্যদেরও বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম। অতি উৎসাহী এমন কার্যকলাপ যেন অকল্যাণ ডেকে না আনে, সে ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিৎ। ইতিমধ্যেই মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণে বাঁধা-নিষেধ আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মাঝির সহযোগিতায় প্রায় শতাধিক পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হ'ল। এখানেও একজন সেনাসদস্য আপত্তি জানালেন। বললেন, সেনাক্যাম্প থেকে যদি যোগাযোগ করে গাইডলাইন নিয়ে আসতেন, তাহলে আপনাদের বিতরণটা আরও সুষ্ঠু হ'ত। সেখানে এক নবনির্মিত মসজিদে যোহর-আছর ছালাত আদায় করলাম রোহিঙ্গাদের সাথে। ছালাত পর প্রায় শতাধিক রোহিঙ্গা শিশু এক শিক্ষকের অধীনে কুরআন শিক্ষা শুরু করল। চমৎকার সে দৃশ্য। বেরিয়ে এসে আবারও বেশ দীর্ঘ পথ হাঁটা। ভেতরে কিছু দোকানঘর গড়ে উঠেছে। বিস্কুটসহ হালকা খাবারের চাহিদা মেটাচ্ছে এগুলো। সংগঠনের ভাইদের প্রচেষ্টায় নির্মিত টিউবয়েল ও ল্যাট্রিনগুলো পরিদর্শন করে প্রায় আছরের সময় দ্বিতীয় নির্মিতব্য মসজিদের নিকটে আমরা উপস্থিত হলাম। প্রায় ১৩৫টি ঘর রয়েছে এই পাহাড়ের আশপাশে। বেশ নিরিবিলি একটি স্থান নির্ধারিত হয়েছে মসজিদের জন্য। দখলসূত্রে জায়গার মালিক ও স্থানীয়রা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং একবাক্যে এখানে মসজিদ ও মক্তব নির্মাণের জন্য একমত হ'লেন।

এখানেও কয়েকজন আলেমের সাথে দেখা হ'ল। মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক মহোদয় জনৈক আলেম নূর মুহাম্মাদ (৪৬)-এর একটি নাতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিলেন, যিনি ইতিপূর্বে চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ হয়েছিলেন। উত্তর মংডুর রোহিঙ্গাদং গ্রামে তার আবাস। বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন হামলা শুরুর পরপরই। ইতিপূর্বে গ্রামেই মাদরাসা মুআয বিন জাবাল নামে মিশকাত জামা'আত পর্যন্ত একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে ২ শতাধিক ছাত্র ছিল। ২০১২ সালের হামলায় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে আয়-রোযগার প্রায় বন্ধ। তবে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন সহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার অর্থ সহযোগিতায় দিন গুজরান হয়ে আসছিল। আলেমদের প্রতি সরকারী সেনাদের তাদের কোপটা বেশী ছিল। কারও গায়ে পাঞ্জাবী দেখলেই তারা ধরে নিয়ে যেত। এমনকি কোন বাড়ীতে পাঞ্জাবী পেলে মানুষ ছাড়াই পোষাকে গুলি করত।

আলেমদের প্রতি তাদের বিশেষ ক্রোধ ছিল যে, তারা সাধারণতঃ ৪টি বিয়ে করতেন। এতে তাদের সন্তানাদি বেশী হ'ত। বৌদ্ধরা এটি সহ্য করতে পারত না। তারা সবসময় আরাকানে বৌদ্ধদের সংখ্যাগরিষ্টতা হারানোর ভয়ে থাকত। এতে যদি কখনও নির্বাচন হয়, তবে সরকারী ক্ষমতায় মুসলমানরা চলে আসবে। যেটা তাদের কাছে চক্ষুশূল। প্রধানতঃ এই কারণে তারা ক্ষুব্ধ ছিল।

মুসলমানদের উপর তারা যে কত যুলুম নির্যাতন করেছে এতদিন, তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমাদের কোন কিছু করার স্বাধীনতা ছিল না। আমরা কখনও জেলা শহর আকিয়াব পর্যন্ত যেতে পারিনি। আমাদের সন্তানরা স্থানীয়ভাবে দশম শ্রেণীর পর আর পড়াশোনা করতে পারত না। বিয়ে করা, বাড়ী করা, ফসল, ক্ষেত-খামার যা-ই করি না কেন, মোটা অংকের চাঁদা দেয়া লাগত। ঘুষ ছাড়া পা ফেলা কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় আমরা সেখানে আছি বছরের পর বছর। জেলখানাও এর চেয়ে উত্তম জায়গা।

'আরসা' (আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভ্যাশন আর্মী)-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি জানালেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম তারা মুসলমানদের উপকারের জন্যই কাজ করছে। কিন্তু পরে বুঝেছি তারা আসলে ক্ষতি করছে। আমাদের কোন গ্রামে হামলা হ'লে তাদেরকে কখনও প্রতিরোধ করতে শুনিনি। এমনকি তাদের কাউকে মারাও পড়তে দেখিনি। সেনারা এলে তারা আগেই পালিয়ে যেত। জানিনা তারা আগে থেকেই সেনাদের কাছ থেকে হামলার সংবাদ পেয়ে যেত কি না। গ্রামের মহিলারা পর্যন্ত লাঠিসোটা নিয়ে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত, অথচ 'আরসা'র ছেলেদের কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। এদের জিহাদ কেবল মুখে মুখে। আবার 'আরসা'রা আসলেই বর্মী সেনাক্যাম্পের উপর হামলা করেছিল, এর কোন প্রমাণও আমরা জানিনা। করতেও পারে, নাও করতে পারে। অথবা তাদেরকে দিয়ে করানোও হতে পারে সেনাদের পক্ষ থেকে, মুসলমানদের উপর দোষ চাপানোর জন্য।

বৌদ্ধ বঙ্গী তথা ভিক্ষুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী একাট্টা। তারাই শুরু থেকে সরকারকে মুসলমানদের তাড়ানোর জন্য পড়ক্ষেপ নিতে বলে আসছে। আর সরকার তাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করছে।

হিন্দুদের পালিয়ে আসার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এরা এমনিতেই ভয়ে পালিয়ে আসছে। এদের উপর সরকারের কোন নির্যাতন ছিল না। তবে মুসলমানদের এলাকায় বসবাস করার কারণে হয়তবা বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা তাদের গ্রামে ভুল বশত হামলা চালিয়েছিল। তাতেই তারা ভীত হয়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে এসেছে।

রোহিঙ্গাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিল যারা স্বজাতির সাথে মুনাফিকীতে লিপ্ত ছিল। মূলতঃ সরকারের পদ্ধতিগত কারণে তারা সহজেই এমন কর্মে জড়িয়ে পড়ে। যারা শিক্ষিত যুবক তাদের জন্য সরকারী অফিসে কোন কাজ নেই। এদেরকে টার্গেট করে সেনারা এবং তাদের অফিসে নেয়। কখনও তাদেরকে ইনফরমার হিসাবে রাখে। এভাবে তারা তাদের পক্ষে কাজ করতে করতে একসময় তাদেরই লোক হয়ে যায়।

দেশে ফিরে যাওয়ার আশা আছে কি না সে প্রশ্নের জবাবে তারা সবাই একবাক্যে জোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমাদের হক্ব ফিরিয়ে দেয়া হ'লে এবং জানমালের নিরাপত্তা দেয়া হ'লে আমরা নিজ জন্মভূমে ফিরে যাওয়ার জন্য যে কোন সময় প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ।

সাক্ষাৎকার নেয়া শেষে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হল। যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আরমান হোসাইন ভাই দায়িত্ব বুঝে নিলেন। তারপর সেখান থেকে অপর একটি মসজিদের জায়গা দেখতে গেলাম আমরা। তবে পাশাপাশি মসজিদ থাকায় সেটির পরিকল্পনা বাদ দেয়া হ'ল।

সফরসঙ্গীরা কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলে আমি এবং আন্দোলনের উখিয়া উপযেলা সদস্য সাইফুল ইসলাম ভাই স্থানীয় এক দোকান থেকে পানি নিয়ে পান করার জন্য বসেছি। এসময় এক সুন্দর রোহিঙ্গা শিশুর প্রতি নযর পড়ল। বোনের কোলে করে এসেছে। তাকে আদর করতে গিয়ে গলায় তাবীযের অস্তিত্ব টের পেলাম। বোনকে বললাম, তাবীয তো রাখা যাবে না গলায়, এটা শিরক। ভরসা করতে হবে কেবল আল্লাহ্র ওপর। উপস্থিত বেশ কিছু লোক চারপাশে জমে গেল। ঘটনাক্রমে মাওলানা নূর মুহাম্মাদও একই সময় দোকানে এলেন। আমরা তাবীযটি খোলার কসরত করছি দেখে তিনি বলে উঠলেন হাদীছটি-'মান আল্লাকা তামীমাতান ফাক্বাদ আশরাকা'। আমি সত্যিই তার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। মাথায় পাগড়ী আর নামের কারণে উনার কাছ থেকে এই হাদীছ শুনব, তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। কোথা থেকে কেঁচি আনিয়ে তিনি নিজেই আমাদের সহযোগিতা করলেন তাবীযটি কাটাতে। শেষে মাওলানাকে অনুরোধ করলাম তাবীজ খোলার কারণ মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে, যেন তার মাকে বুঝিয়ে বলতে পারে। তিনি মেয়েটিসহ উপস্থিত লোকদের বুঝিয়ে বললেন। আমরা মেয়েটির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আমার মনে এই ভাবান্তর এল যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে একটি দিক রয়েছে যা খাঁটিভাবে হক্বপিয়াসী। সময়ে সময়ে তা জেগে ওঠে। বহু আলেম হক্ব জানেন। কিন্তু সামাজিক প্রচলনের ভয়ে কথা বলতে পারেন না। এই আলেমও নিশ্চয়ই সমাজের ভয়ে এতদিন চুপ ছিলেন। আজ আমাদেরকে দেখে তার মুখ থেকে হক্বটি বের হয়ে গেল। সেই সাথে আরও মনে হ'ল, সাহস নিয়ে হক্ব কথা সর্বত্র বলা প্রয়োজন। এতে যারা সত্যিকারের হক্বপিয়াসী, তাদের অন্তরটা আল্লাহ হক্ব গ্রহণের জন্য খুলে দেন। এভাবে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ সমাজে একদিন হক্বের দাওয়াত বিজয় লাভ করবে।

বালুখালী ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার মুখে সেনাক্যাম্পের দায়িত্বরত সেনাদের সাথে কথা হ'ল। তারা আমাদের সম্পর্কে জানতে চাইলে সাংগঠনিক পরিচয় দিয়েই কথা বললাম। তারা ত্রাণ বিতরণে আমাদের নানা পরামর্শ দিলেন। প্রধান অফিসারটি বললেন, আপনারা নগদ টাকার বদলে এদেরকে খাদ্যসামগ্রী দিন। কারণ এদের অধিকাংশই টাকার পরিমাণ বোঝে না। ফলে প্রতারণার শিকার হচ্ছে। আর খাদ্যদ্রব্য কমপক্ষে যেন এক সপ্তাহের প্রয়োজন পূরণ করে, সেটা খেয়াল রাখবেন। তাহ'লে আমাদের জন্য বিতরণেও সুবিধা হয়। এখানেও তাদের সুশৃংখল পরিকল্পনা জেনে ভাল লাগল। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ছালাতুল রাসূল (ছাঃ)-এর কিছু কপি বিতরণ করে ফিরে আসলাম। গাড়িতে ঢোকার মুখে যথারীতি একদল ত্রাণশিকারী মানুষের তীব্র চাপে পড়ে পিষ্ট হবার জোগাড়। ইন্দোনেশিয়ান ভাইটি এই অবস্থায় টাকার বান্ডিল বের করতে গেলে রীতিমত হুলুস্থুল বেঁধে গেল। আমরা তাঁকে দ্রুত নিবৃত করে গাড়িতে ঢুকে স্থান ত্যাগ করলাম। খোলা রাস্তায় ত্রাণ বিতরণ এই মুহূর্তে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তার একটা চিত্র দেখা হ'ল। সাধারণতঃ পুরনো রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় অভাবী বাঙ্গালীরাই এভাবে ভীড় জমাচ্ছেন বলে জানালেন যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ।

রাতে কক্সবাজার ফিরে এসে আমরা ইন্দোনেশিয়ান ভাই সাহরুদ্দীনকে হোটেলে পৌঁছে দিলাম। তিনি সরকারীভাবে অনুমতি পেয়ে আগত ৭টি ইন্দোনেশিয়ান এনজিও সংস্থার একটির পরিচালক হিসাবে সপ্তাহখানেক পূর্বে বাংলাদেশে এসেছেন। একমাত্র তাঁর সংস্থাটিই ইসলামী সংস্থা। ইতিপূর্বে গত ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকানের সিত্তে (আকিয়াব) শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা কয়েকমাস মযলূম রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কাজ করেছেন। বাংলাদেশে আসার পূর্বে আমার ইসলামাবাদের এক বন্ধুর মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আজকে আমাদের সরাসরি সঙ্গ পেয়ে এবং ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করে তিনি খুব খুশী হ'লেন।

রাতে হোটেলে ফিরে কক্সবাজার যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সেক্রেটারী মুজীবুর রহমানসহ অন্যান্য সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক হ'ল। এই সফরে সাংগঠনিক ভাইদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও রোহিঙ্গা ভাইদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে। কক্সবাজারের মত শিরক-বিদ'আত অধ্যুষিত এলাকায় তাদের মত একনিষ্ঠ মুখলিছ কর্মীবাহিনী ছহীহ দ্বীনের প্রসারে যে কত গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তা হয়ত তারা নিজেরাও পরিমাপ করতে পারেননি। তবে বাইরে থেকে আমরা যারা যাচ্ছি, তারা ঠিকই অনুভব করছি। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন এবং দ্বীন ও সমাজের খেদমতে আমৃত্যু কবুল করে নিন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

স্ত্রী-সন্তান :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী যৌবনের উষালগ্নে জুনাগড়ের আমেনা নাম্নী এক মহিলাকে প্রথম বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর জীবনে গভীর অমানিশা নেমে এসেছিল। এরপর তিনি স্বীয় শিক্ষক আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভীর শ্যালিকা রাবে'আকে বিয়ে করেন। বিয়ের কিছুদিন পর তার সাথে জুনাগড়ীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর জুনাগড়ের হালীমা নাম্নী আরেক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে কন্যা খাদীজা এবং পুত্র আহমাদ, হামিদ, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ ইয়াকুব জন্মগ্রহণ করে। আহমাদের জন্মের সময় তিনি একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। দুই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি দিল্লীর আজমিরী গেটের সন্নিকটে একটি ভাড়া বাড়ীতে থাকতেন। কিছুদিন পর বাড়ির আসবাবপত্র, টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি চুরি হয়ে যায়। এর ফলে তিনি একটি পাকা বাড়ী তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদরাসার পাশে তা নির্মাণ করেন। দোতলা বাড়ীর উপরতলায় তিনি স্বপরিবারে থাকতেন। নীচতলায় প্রেস ও লাইব্রেরী ছিল।[১]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর বাঙ্গালী ছাত্র মাওলানা আব্দুর রহীম মুহাম্মাদীর[২] কন্যা কুলছূমকে তিনি সর্বশেষে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে মাওলানা আব্দুল্লাহ নাদভী[৩] উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি জুনাগড়ীকে বলেছিলেন, 'বাঙ্গালী মেয়েরা দারুণ স্বামীভক্ত হয়। স্বামীদেরকে তারা খুব ভালবাসে ও যত্ন করে'। তাঁর গর্ভে একমাত্র পুত্র সেলিম মায়মান এবং কন্যা বিলকিস ও সালমা মুরতায জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারসের দ্বিতীয় শায়খুল হাদীছ মাওলানা শামসুল হক সালাফী (বিশিষ্ট মুহাক্কিক্ব উযাইর শামসের পিতা), মাওলানা আব্দুল্লাহ নাদভী ও মাওলানা জুনাগড়ী পরস্পর ভাইরা ভাই ছিলেন।[৪] উপরোক্ত ৪টি বিয়েরই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ছিল, যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী : হায়াত ওয়া খিদমাত, পৃঃ ৩৩-৩৪।

২. মাওলানা আব্দুর রহীম মুহাম্মাদী পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম যেলার আমভূয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট তিনি হাদীছের গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করেন। তারপর পূর্ব পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মাদরাসা 'মারকাযুল ইসলাম' (লাখোকে, যেলা ফিরোযপুর) থেকে ফারেগ হন। বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করার পর তিনি নিজেই একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবন তিনি এর মুহতামিম ছিলেন। দরস-তাদরীস ও ফৎওয়া প্রদানে তাঁর সারাজীবন কেটেছে। তিনি বাংলা ভাষায় বেশকিছু গ্রন্থও রচনা করেন। জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। ১৯৬০ সালে তিনি প্রায় ১০০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন **(ড. মাহমূদুল হাসান আরিফ ও মেজর (অবঃ) যুবায়ের কাইয়ূম সংকলিত, মাক্বালাতে প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম (লাহোর : আল-মাকতাবাতুস সালাফিইয়াহ, ১৯৯৭), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫-২৬৬)**।

৩. উপমহাদেশের বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আব্দুল্লাহ নাদভী বীরভূম যেলার নূরপুর গ্রামে ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মান্নান বর্ধমানীর উৎসাহে তিনি তরুণ বয়সেই আরবী কাব্য রচনা শুরু করেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত রিয়াযুল উলূম ও হাজী আলী জান মাদরাসায় মাওলানা বর্ধমানী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ এলাহাবাদী ও মাওলানা আব্দুর রহমান পাঞ্জাবীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। শেষোক্ত মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌয় ভর্তি হন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। নাদওয়ায় অধ্যয়নের সময় ছাত্র প্রতিনিধিরূপে তিনি মাদ্রাজের এক কনফারেন্সে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে চমকে দেন। নাদওয়ার বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। তিনি কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতাও করেন। এরপর বীরভূমের ইরফানুল উলূম, কলকাতার মিছরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের ভাবতা প্রভৃতি মাদরাসায় শিক্ষকতা করার পর ১৯৩৪ সালে তিনি দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় আরবী সাহিত্যের শিক্ষক নিযুক্ত হন **(মাক্বালাতে প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম ২/২৬৭; ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬), পৃঃ ৭৬-৭৭)**। দারুল হাদীছ রহমানিয়ার খ্যাতিমান ছাত্র ও পরবর্তীতে শিক্ষক এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী বলেন, 'আরবী সাহিত্যের প্রতি মাওলানা আব্দুল্লাহ নাদভীর দারুণ অনুরাগ ছিল। আমি তাঁর কাছে দীওয়ানুল হামাসাহ পড়েছি। তিনি খুব সুন্দর করে পড়াতেন। কখনো আরবীতে আবার কখনো উর্দূতে কবিতাগুলির ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর কাব্যচর্চার অনুরাগ ও যোগ্যতাও ছিল। তিনি কখনো কখনো সুর করে স্বরচিত কবিতা সমূহ শুনাতেন। মাদরাসার মুহতামিম শায়খ আতাউর রহমানও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। আরবী সাহিত্যের অধিকাংশ বই তাঁর পড়ানোর দায়িত্ব ছিল' **(আস'আদ আ'যমী, তারীখ ওয়া তা'আরুফ মাদরাসা দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী (মৌনাথভঞ্জন : মাকতাবাতুল ফাহীম, ফেব্রুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ২২৩)**। ১৯৩৯ সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালে ঢাকা আলিয়ায় যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে সিলেট আলিয়া মাদরাসায় বদলী হন এবং সেখান থেকেই ১৯৬০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মাদরাসাতুল হাদীস (নাযির বাজার, ঢাকা) ও দিনাজপুরের চিরিরবন্দরের নান্দেড়াই মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩১শে মে বুধবার ৭২ বছর বয়সে টঙ্গীর ফয়দাবাদে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাবির উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও নাদভীর ছাত্র, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বলেন, 'মাওলানা আব্দুল্লাহ নাদভী ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম এবং বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট আরবী কবি। বঙ্গের আরবী কাব্যক্ষেত্রে মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ীর পরেই তাঁকে স্থান দেয়া হয়'। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন সঊদী বাদশাহ ইবনে সঊদ পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করলে পূর্বপাক সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে যে মানপত্রটি দেয়া হয় তা মাওলানা নাদভী রচনা করেছিলেন। মিসরের সুয়েজ খাল আধিপত্যবাদী ইঙ্গ-ফরাসী চক্র করায়ত্ত করলে তিনি 'নাহরু সুয়েয' শিরোনামে একটি জ্বালাময়ী আরবী কবিতা রচনা করেন **(বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ৭৭-৭৯)**। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তিনি ৩২ লাইনের একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা রচনা করেন। যা 'তর্জুমানুল হাদীছ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শুরু এভাবে-

اِعْدَادُ قُوَّتِكُمْ وَخَوْفُ رَبِّكُمْ + سِوَاهُمَا لاَ تَرَوْا يَا أَهْلَ اِيْمَان

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের শক্তি সঞ্চয় ও তোমাদের প্রভুর ভয়- এছাড়া আর কিছুর দিকেই তাকাবে না' **(মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ১২, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৮, পৃঃ ৫৮৮-৯০ ও ৫৯৯)**।

৪. তথ্য : মাওলানা সেলিম মায়মান জুনাগড়ী, বাসা নং ৯৬/১, সাং মির্জাপুর, পোঃ বিনোদপুর বাজার, থানা মতিহার, যেলা- রাজশাহী। তাং ১৫.০৯.২০১৭ইং, মোবাইল নং ০১৭৪৮-৬০৯২৯৮।

মাওলানা জুনাগড়ীর সর্বমোট সন্তান সংখ্যা ১৭ জন। তন্মধ্যে ৯ জন ছেলে ও ৮ জন মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে বর্তমানে মাওলানা সেলিম মায়মান জুনাগড়ী (৭৭) ও মেয়েদের মধ্যে বিলকীস বেগম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রফেসর, তাফসীর ইবনে কাছীরের বঙ্গানুবাদক ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান স্যারের স্ত্রী) জীবিত আছেন। পুত্রদের মধ্যে মাওলানা সেলিম মায়মান জুনাগড়ী ১৯৬৫ সালে দিল্লীর রিয়াযুল উলূম মাদরাসা থেকে ফারেগ হন। মাওলানা তাকরীয আহমাদ সাহসোয়ানী ও মাওলানা আব্দুস সালাম বাস্তাবী তাঁর অন্যতম শিক্ষক।[৫]

অপরদিকে মাওলানা সুলায়মান জুনাগড়ী ১৯২৩ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি মাদরাসা ইসলামিয়া, করাচী থেকে ফারেগ হন। মাওলানা আব্দুস সাত্তার সালাফী, মাওলানা আব্দুল গাফফার সালাফী, মাওলানা আব্দুল জব্বার সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস দেহলভী তাঁর অন্যতম শিক্ষক। ফারেগ হওয়ার পর তাঁকে জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, করাচীর দাওয়াহ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তিনি জামে মসজিদ আওরঙ্গী টাউন, করাচীতে দরস ও জুম'আর খুৎবা দিতেন। তিনি ভারত, সঊদী আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে দাওয়াতী সফর করেছেন। ১৯৯৭ সালে তিনি করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৬]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান :

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে ও আহলেহাদীছ জামা'আতের উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে-নগরে গিয়েছেন। ১৩৫২ হিঃ/১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী (১৯০১-১৯৫৯) সোহদারায় তিনদিন ব্যাপী আহলেহাদীছ কনফারেন্সের আয়োজন করেন। উক্ত কনফারেন্সে মাওলানা জুনাগড়ী অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তাছাড়া শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা নূর হুসাইন ঘরজাখী, মাওলানা আহমাদুদ্দীন গাখড়ুবী, মাওলানা মীর মুহাম্মাদ ভানবেটরীও উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭] ১১-১৩ই রবীউল আউয়াল ১৩৫৬ হিঃ মোতাবেক ২২-২৪শে মে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শুকরাওয়ায় অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর বার্ষিক জালসায় জুনাগড়ী সভাপতিত্ব করেন।[৮] এটা তাঁর জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল। কারণ সে সময়ের খ্যাতিমান আলেম-ওলামা ও সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে উক্ত কনফারেন্সের বার্ষিক জালসার সভাপতি মনোনীত করা হত। উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সর্বমোট ২৪টি বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বশেষ জালসাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭-৯ই মার্চ ১৯৪৪ সালে দিল্লীতে। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।[৯]

আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারের জন্য যেমন তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চষে বেড়িয়েছেন, তেমনি তার সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বাহাছ-মুনাযারাতেও অংশগ্রহণ করেছেন। এসব মুনাযারায় তিনি কুরআন ও হাদীছের অকাট্য দলীল এবং বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে বিরোধীদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। তাছাড়া পাক্ষিক 'আখবারে মুহাম্মাদী' এবং তাঁর রচিত বই-পুস্তকের মাধ্যমেও তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন।

সঊদী সরকারের শিরক-বিদ'আত বিরোধী ভূমিকা সমর্থন :

সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) সঊদী আরবে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন ও শিরক-বিদ'আত উৎখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী তাঁর এসব কর্মকাণ্ডকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে বইপত্র ও প্রবন্ধ লিখেন। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ১৯২৪ সালে সঊদী সরকার সেদেশের মাযারগুলি ভেঙ্গে ফেললে[১০] ভারতের মাযারপূজারীরা যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে এবং নানামুখী মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালায়, তখন জুনাগড়ী ১৩৪৪ হিজরীতে 'তাওহীদে মুহাম্মাদী' শীর্ষক গ্রন্থ লিখে তাঁর জবাব দেন। এছাড়া তিনি আনছারে মুহাম্মাদী, কাবীলায়ে মুহাম্মাদী, মামলাকাতে মুহাম্মাদী, হজ্জে মুহাম্মাদী, বারাআতে মুহাম্মাদী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলন ও সঊদী সরকারকে সমর্থন জানান।[১১]

'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকায় তিনি এক্ষেত্রে যেসব প্রবন্ধ লিখেন ও প্রকাশ করেন সেগুলি নিম্নরূপ :

১. আলী বেরাদারান এণ্ড কোম্পানী আওর হজ্জ (আলী ভ্রাতৃদ্বয় গং ও হজ্জ) : সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয যখন হিজাযে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তখন ভারতে তাঁর বিরুদ্ধে এ

৫. তথ্য : ঐ।
৬. আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজুমিল ওলামা (লাহোর : বায়তুল হিকমাহ, ২০০৪), পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪।
৭. আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুল মুহাম্মাদিইয়ীন (সারগোদা : মাকতাবা ছানাইয়াহ, ২০১২), পৃঃ ৮৬।
৮. ইসহাক ভট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সারগুযাশত, পৃঃ ১৭।
৯. ঐ, পৃঃ ১৫-১৭।
১০. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এ প্রেক্ষিতে 'মাসআলায়ে হিজায পর এক নযর' (১৯২৫) ও 'সুলতান ইবনে সঊদ, আলী বেরাদারান আওর মু'তামার' (১৯২৬) পুস্তক দু'টি লিপিবদ্ধ করেন **(আবুল মুবীন আব্দুল খালেক নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ২০১৬), পৃঃ ৪৭৫।**
১১. আবুল মুকাররম আব্দুল জলীল, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কী দাওয়াত আওর ওলামায়ে আহলেহাদীছ কী মাসাঈ (বার্মিংহাম, লণ্ডন : দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), পৃঃ ৬৪-৬৯।

মর্মে আন্দোলন জোরদার করা হয় যে, যতদিন হিজাযে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন মুসলমানেরা হজ্জ করার জন্য মক্কায় যাবে না। এ আন্দোলনে 'আঞ্জুমানে খুদ্দামুল হারামাইন'-এর সদস্যরা এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মুহাম্মাদ আলী ও শওকত আলী) অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের নিন্দা জ্ঞাপন এবং বাদশাহ আব্দুল আযীয সরকারের সমর্থনে উক্ত শিরোনামে জুনাগড়ী আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। যেটি দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।[১২] পরবর্তীতে তা 'হজ্জে মুহাম্মাদী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এতে কুরআন ও হাদীছের আলোকে হজ্জের ফরযিয়াত, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ সম্পাদন না কারীদের ব্যাপারে হাদীছের ধমকি এবং হজ্জে যেতে নিষেধকারীদের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অতঃপর শেষের দিকে বাদশাহ আব্দুল আযীয ও নাজদবাসীদের উপর আরোপিত কতিপয় মিথ্যা অপবাদ উল্লেখ করতঃ সেগুলির জবাব দেয়া হয়েছে।

২. আযমাতুস সুলতান, জালালাতুল মালেক, শাহে নাজদ ওয়া হিজায, খাদেমুল হারামাইন, ইমাম ইবনে সঊদ-আইয়াদাহুল্লাহু-আওর মুফসিদ ফিদ-দ্বীন আলী বেরাদারান এণ্ড কোম্পানী : উক্ত শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে তিনি হজ্জ মুলতবি আন্দোলনের নিন্দা, বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু অভিযোগের জবাব, তাঁর সুন্দর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে *(দ্রঃ আখবারে মুহাম্মাদী, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৬)*।

৩. হুরমাতুল বিনা 'আলা কুবূরিল মাশায়েখ ওয়াল ওলামা (ওলামা-মাশায়েখের কবর পাকা করার নিষিদ্ধতা) : এ শিরোনামে মাওলানা আহমাদুদ্দীন একটি বিস্তারিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। যেটি জুনাগড়ী আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় পাঁচ কিস্তিতে *(১লা নভেম্বর ১৯২৭ থেকে ১লা জানুয়ারী ১৯২৮)* প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি মূলত মৌলভী আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ শরীফ নকশাবন্দী শিয়ালকোটী লিখিত 'ইবাহাতুস সালাফ আল-বিনা 'আলা কুবূরিল মাশায়েখ ওয়াল ওলামা' (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২) পুস্তিকার জবাব।

৪. নাজদ সে কারনুস শয়তান কী তা'য়ীন : মাওলানা আব্দুল হাকীম নাছিরাবাদী লিখিত উক্ত প্রবন্ধটি আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় ছয় কিস্তিতে *(১লা নভেম্বর ১৯২৭ থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮)* প্রকাশিত হয়। এতে তিনি হাদীছ, আছার, হাদীছ ব্যাখ্যাকারদের মতামত, ঘটনাবলী ও বাস্তবতার আলোকে হাদীছে[১৩] বর্ণিত নাজদ দ্বারা যে ইরাকের নাজদ উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করেছেন।

৫. হিজাযের অবস্থা সম্পর্কে 'আখবারে মুহাম্মাদী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ : বাদশাহ আব্দুল আযীযের সময়ে সঊদী আরবে কৃত সংস্কারসমূহ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, হাজীদের আরাম-আয়েশ এবং নাজদ ও হিজাযের সকল এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ প্রভৃতি বিষয়ে মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী 'হালাতে হিজায নম্বর' শিরোনামে আখবারে মুহাম্মাদী-এর বিশেষ সংখ্যা *(১৫ই আগস্ট ১৯২৬)* বের করেন। যাতে ভারতের মুসলমানেরা বাদশাহ আব্দুল আযীয ও তাঁর সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং বিরোধীদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত না হয়।

৬. খাজা হাসান নিযামী আওর সুলতান ইবনে সঊদ (খাজা হাসান নিযামী ও বাদশাহ ইবনে সঊদ) : ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে খাজা হাসান নিযামী তার পত্রিকায় প্রকাশ করেন যে, সুলতান ইবনে সঊদ আহলে বায়তের কবর সমূহের উপর লাঙল চালিয়েছেন, ফাতেমা (রাঃ)-এর কবরকে অসম্মান করেছেন এবং জনৈক আলেমকে হত্যা করেছেন। অন্যদিকে খাজার মুরীদ আব্দুস সাত্তার 'আকাইদে নাজদিয়াহ' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে তিনি নাজদের তাওহীদবাদী মুসলমানগণ এবং ভারতের আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন এবং সেগুলিকে ১৬টি আক্বীদা আকারে বর্ণনা করেন। খাজা হাসান নিযামী তা যাচাই-বাছাই না করেই তার পত্রিকার ৮ই অক্টোবর ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস দেহলভী (শিক্ষক, মাদরাসা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী, দিল্লী) খাজা হাসান নিযামী ও তার মুরীদ আব্দুস সাত্তারের লেখনীর জবাবে উক্ত প্রবন্ধ লিখে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন *(দ্রঃ আখবারে মুহাম্মাদী, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৩)*।

৭. হিজায মেঁ হুদূদে শারঈ কা ইজরা (হিজাযে শারঈ দণ্ডবিধি জারি) : ১৩৫২ হিজরীতে হজ্জের সময় এক ব্যক্তি জনৈক হাজীর মাল চুরি করলে সঊদী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জনসম্মুখে তার হাত কেটে একটি লম্বা বাঁশে লটকিয়ে দেয়া হয়। যাতে লোকজন এ থেকে শিক্ষা অর্জন করে। মাওলানা জুনাগড়ী উক্ত শিরোনামে আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় এ খবর প্রকাশ করেন এবং ইসলামী দণ্ডবিধি চালু করার জন্য বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর রাজত্বে বরকত ও সমৃদ্ধি দানের জন্য দো'আ করেন *(দ্রঃ আখবারে মুহাম্মাদী, ১৫ই মে ১৯৩৪)*।

৮. জালালাতুল মালেক ইবনে সঊদ পর বুহতান (মহামান্য বাদশাহ ইবনে সঊদ-এর উপর মিথ্যা অপবাদ) : ১৯৩৮ সালে মিসরে হজ্জ সম্পর্কে একটি সিনেমা তৈরী করা হয়। এর ফলে সঊদী বিরোধীরা জনগণের মাঝে এ মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, বাদশাহ আব্দুল আযীযের সম্মতি ও অনুমতি সাপেক্ষেই এ সিনেমা তৈরী করা হয়েছে। আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় এ অভিযোগ খণ্ডন করে মূল ঘটনা বর্ণনা করা হয়। তাতে বলা হয়, মিসরের কিছু সাংবাদিক বিভিন্ন সময় হজ্জে গিয়ে তাদের পত্রিকার জন্য মক্কার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তোলে। তারপর মিসরের এক সিনেমা কোম্পানী

---

১২. আখবারে মুহাম্মাদী, ১৫ই অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর ১৯২৬।

১৩. هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ 'সেখানে (নাজদ) ভূমিকম্প ও ফিৎনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আর সেখান থেকেই শয়তানের শিং উদিত হবে (উত্থান ঘটবে)।-বুখারী হা/১০৩৭।

সেই ছবিগুলি নিয়ে স্টুডিওতে সিনেমা তৈরী করে। বাদশাহ ঘুণাক্ষরেও এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। এর পূর্বেও একজন মিসরীয় হজ্জ নিয়ে সিনেমা তৈরী করতে চাইলে বাদশাহ আব্দুল আযীয তাকে অনুমতি দেননি *(দ্রঃ আখবারে মুহাম্মাদী, ১লা মার্চ ১৯৩৯)*।

তাছাড়া নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলোও আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৯. সুলতান ইবনে সঊদ আওর উনকা আহদে হুকূমত (১লা জুন ১৯২৬)।

১০. আযমাতুস সুলতান জালালাতুল মালেক ইবনে সঊদ (১লা আগস্ট ১৯২৬)।

১১. সুলতান ইবনে সঊদ কী এক তকরীর কে চান্দে ইকতেবাসাত (১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৬)।

১২. আত-তাসলীম মা'আল ইকরাম- আরবী কবিতা (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬)।

১৩. বারাকাতে ইবনে সঊদ (১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬ ও ১লা জানুয়ারী ১৯২৭)।

১৪. ফাযায়েলে ইবনে সঊদ আহাদীছ কী রোশনী মেঁ (১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭)।

১৫. জমঈয়তে আহলেহাদীছ রেঙ্গুন আওর সুলতান ইবনে সঊদ (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭)।

১৬. সুলতান ইবনে সঊদ পর আখবারে 'আদেল' দিহলী কি ইফতেরা পরদাযিয়া (১৫ই মে ১৯৩৩)।

১৭. সুলতান ইবনে সঊদ পর হোনেওয়ালে দো ই'তেরাযূঁ কা জওয়াব (১লা জুলাই ১৯৩৫)।

১৮. ইমাম ইবনে সঊদ কী হক্বপসন্দী (১লা নভেম্বর ১৯৩৫)।

১৯. সুলতান ইবনে সঊদ কা মাকতূব 'আখবারে মুহাম্মাদী' কে নাম (১৫ই জুন ১৯৩৭)।

২০. ফাযায়েলে বনী তামীম আহাদীছ কী রোশনী মেঁ (১৫ই জুলাই ১৯৩৮)।[১৪]

উল্লেখ্য যে, বাদশাহ আব্দুল আযীযের হিজায বিজয় উপলক্ষে ১লা অক্টোবর ১৯২৯ সংখ্যার 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) বাদশাহ্র প্রশংসায় আহলেহাদীছ কবি ই'জায আহমাদ সাহসোয়ানী রচিত একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা প্রকাশিত হয়।[১৫]

মৃত্যু :

১৯৪১ সালের শুরুতে মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর পিতা মুহাম্মাদ ইবরাহীম এবং বোন আয়েশা কিছুদিনের ব্যবধানে জুনাগড়ে মৃত্যুবরণ করেন। পিতা ও বোনের মৃত্যুতে তিনি মুষড়ে পড়েন। তাদের মৃত্যুর পর দিল্লীতে মোটেই তাঁর মন টিকছিল না। এজন্য পাক্ষিক 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকার সকল দায়-দায়িত্ব প্রিয় ছাত্র মাওলানা তাকরীয আহমাদ সাহসোয়ানীকে দিয়ে তিনি মাতৃভূমি জুনাগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাদের কবর যিয়ারত করেন এবং তাদের রূহের মাগফিরাতের জন্য দো'আ ও দান-ছাদাক্বাহ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি বাড়ির অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য তিনি প্রায় দুই মাস জুনাগড়ে অবস্থান করেন। বাড়ীটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে তিনি আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব-দুঃখীদের দাওয়াত দেন। এ উপলক্ষে তিনি তার তিন মেয়ে মরিয়ম, ফাতেমা ও যয়নব এবং তাদের স্বামী যথাক্রমে আব্দুল কাদীর মায়মান, আব্দুল কাদীর হালাঈ ও আব্দুল হান্নান রূয়ীওয়ালাকেও ডেকে পাঠান।

সেদিন মাওলানা জুনাগড়ী ঘরে প্রবেশ করে মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমরা কি কি রান্না করেছ? আজকে আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে'। মেয়েরা জবাব দেয়, আজ আমরা নানা পদের খাবার রান্না করেছি। আপনার মন যা চায় তা গ্রহণ করুন!

ইত্যবসরে এশার আযানের সময় হয়ে যায়। তিনি তার তিন জামাই এবং ভগ্নিপতি উছমান গান্ধীকে বলেন, 'তোমরা দ্রুত খাওয়া শেষ করে মসজিদে চলে এসো এবং আযানের পর আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি এখুনি ওযূ করে আসছি। আমি এখনই এই কাপড় বদলাব। আমাকে সাদা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় দাও'। একথা বলার পরপরই তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন এবং দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেন। কন্যাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দ্রুত জায়নামায বিছাও। এভাবে দ্রুত এশার ছালাত আদায়ের পর তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, তোমরা আমাকে কালেমার তালকীন দাও। আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার উপর তোমাদের কোন অভিযোগ থাকলে আমাকে খুশিমনে ক্ষমা করে দিও এবং টেলিফোন করে দিল্লীতে বসবাসরত পরিবারের সবাইকে মাফ করতে বলো। যদি কারো কাছে আমার ঋণ থাকে তাহলে দ্রুত বল। আমি এখনি তা পরিশোধের ব্যবস্থা করছি। আমার মনে হচ্ছে আমি বেশীক্ষণ বাঁচব না। নেইয়ী সড়ক, ঘণ্টাঘরের বাশিন্দা হাজী ছালেহ বিন হাজী আলী জান-এর নিকটে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ১৬/১৭ হাযার টাকা আমানত রাখা আছে। পাক্ষিক 'আখবারে মুহাম্মাদী'-এর সব দায়-দায়িত্ব আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা সাইয়িদ তাকরীয আহমাদ সামলে নিবেন। আমি আমার মৃত পিতার কবর যিয়ারত করার জন্য এসেছিলাম। এখন আমাকেও ঐ কবরের পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে হবে। তোমরা আমার লাশ দাফন করতে বিলম্ব করবে না। দ্রুত দিল্লী শহরে মিয়াঁ ছাহেব (আতাউর রহমান), হাজী আব্দুর রহমান এবং আমার পরিবার-পরিজনকে যরূরী

১৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কী দাওয়াত আওর ওলামায়ে আহলেহাদীছ কী মাসাঈ, পৃঃ ১০৪-১১১।

১৫. ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ ও আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদী, আহলুল হাদীছ ফী শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়াহ (বৈরূত : দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়াহ, ২০১৪), পৃঃ ৫০-৫১।

টেলিগ্রাম করে দিবে।[১৬]

এসব অছিয়তের পর তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়। ১৩৬০ হিজরীর ১লা ছফর মোতাবেক ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সালে শুক্রবার রাত ১১-টার সময় শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াকু সৈনিক ও আহলেহাদীছ মাসলাকের এই অতন্দ্র প্রহরী নশ্বর পৃথিবীর কুহকী মায়াজাল ছিন্ন করে না ফেরার দেশে চলে যান। জুনাগড়ে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৭]

মৃত্যুর পূর্বের জুম'আয় জুনাগড়ের জামে মসজিদে তিনি 'মৃত্যু ও ইয়াতীম' সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আজ আমি সুস্থ হালতে আপনাদের সামনে জীবিত আছি। হয়ত আগামী জুম'আয় নাও থাকতে পারি। সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীতে এবং বিশেষভাবে মুসলিম সমাজে ইয়াতীম ও বিধবাদের সংখ্যা অনেক বেশী। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনারা তাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। তাদের রোনাজারিতে আসমানও বিদীর্ণ হয়ে যায়। আগামী শুক্রবারে আমার স্ত্রীরা বিধবা ও সন্তানরা ইয়াতীম হতে পারে'। পরের শুক্রবারে তাঁর আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছিল। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন অনন্তলোকে।[১৮]

তাঁর মৃত্যুতে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু কবি-সাহিত্যিক উর্দূ ও আরবীতে শোকগাঁথা ও প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে মাওলানা খলীল বিন মুহাম্মাদ ইয়ামানী লিখিত একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত কবিতায় তিনি বলেন,

خُطَبٌ قَدْ مَحَتْ عَنِ الْقَلْبِ رَيْنًا + وَبِهَا قَدْ تَنَوَّرَ الْأَبْصَارُ

تَرْجَمَ الضَّخِيْمَ مِنْ تَآلِيْفِ سَلَفٍ + بِتَآلِيْفِهِ اهْتَدَى الْجَبَّارُ

لَكَ مِنْ رَبِّنَا رِضًا وَجِنَانٌ + تٍ جَرَتْ تَحْتَ غُرَفِهَا الْأَنْهَارُ

'তাঁর (জুনাগড়ী) বক্তব্যগুলি মনের কালিমা দূর করেছে এবং সেগুলির মাধ্যমে চক্ষুগুলি আলোকিত হয়েছে। সালাফে ছালেহীনের বড় বড় কিতাব তিনি অনুবাদ করেছেন। আর তাঁর গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বহু দাম্ভিক ব্যক্তিও হেদায়াত লাভ করেছে। হে জুনাগড়ী! আপনি রবের সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করুন! যার কক্ষসমূহের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়'।[১৯]

রচনাবলী :

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী শিক্ষকতা, বক্তব্য প্রদান ও পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদেও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড়শ। তাঁর জীবদ্দশাতেই এসব গ্রন্থের অন্ততঃ দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পৌনে এক শতাব্দী অতিবাহিত হলেও এসব গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদন কমেনি। তাঁর মৃত্যুর পর পাক-ভারত ও বাংলাদেশে তাঁর গ্রন্থসমূহের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত ও কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষ সবার কাছেই এগুলি সমানভাবে জনপ্রিয়।[২০]

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর সাবেক আমীর এবং ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদক ও ভাষ্যকার মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায লিখেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কলমী জিহাদের ময়দানে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করেছিলেন যে, কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র প্রচারের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ লিখেছেন এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পবিত্র নামের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন- ঈমানে মুহাম্মাদী, তাওহীদে মুহাম্মাদী, আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, সীরাতে মুহাম্মাদী, ছালাতে মুহাম্মাদী, ছিয়ামে মুহাম্মাদী, যাকাতে মুহাম্মাদী, হজ্জে মুহাম্মাদী প্রভৃতি। যদিও তাঁর সব গ্রন্থই অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' নামে তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ তাঁর এক অমূল্য দ্বীনী খিদমত। যার কারণে উর্দূভাষী মুসলমানদের তাফসীর ইবনে কাছীরের মতো ঈমান জাগানিয়া গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ মিলেছে। অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন'-কে 'দ্বীনে মুহাম্মাদী' নামে উর্দূতে অনুবাদ করে মুসলিম যুবকদের জন্য তিনি ধর্মীয় চিন্তা ও গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন'।[২১]

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর সাবেক আমীর মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী বলেছেন, 'তিনি শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনের জন্য তাঁর কলম দ্বারা তরবারির কাজ নিয়েছেন এবং ভারতের দূর-দূরান্তে বিস্তৃত শিরকী রসম-রেওয়াজ ও তাক্বলীদী জড়তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। হকের এই বীর সৈনিক তাওহীদ ও সুন্নাতের সব ময়দান থেকে দ্বীনে হকের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয়েছেন এবং শিরক ও বিদ'আতের সকল দুর্গের উপর কথা ও কলমের গোলা বর্ষণ করেছেন। তাঁর সত্যসেবী কলম থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণালব্ধ পুস্তিকা ও উন্নত মানের গ্রন্থাবলী লিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি উর্দূ ভাষায় দ্বীনী জ্ঞানের অত্যন্ত গর্বের ধন। যার ইহসান উর্দূ জগত কখনো অস্বীকার করতে পারবে না'।[২২]

(ক্রমশঃ)

১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৭৩-৭৬।
১৭. চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৫৯।
১৮. মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৭৭।
১৯. ঐ, পৃঃ ৭৮-৮১।
২০. ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৪।
২১. ঐ, পৃঃ ৪৪-৪৫।
২২. খুৎবাতে মুহাম্মাদী, পৃঃ ৮, জীবনী অংশ দ্রঃ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

Contents

কবিতা

আত-তাহরীকে দৃষ্টি দিলে

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীকে দৃষ্টি দিলে
হৃদয় আমার হয় শীতল
তার পানে তাই তাকিয়ে থাকি
মাসের শেষে অবিরল।
বহুত বহুত জ্ঞান গরিমায়
ভর্তি থাকে আত-তাহারীক
কুরআন-হাদীছের উক্তি দিয়ে
লেখা থাকে সর্বদিক।
আত-তাহরীকে ভর্তি জ্ঞান
একটু তাতে কমতি নাই,
গোগ্রাসে গিলতে থাকি
তাহরীক যখন হাতে পাই।
আমার লেখা পায় যদি ঠাঁই
কোন মাসের তাহরীকে
নব উল্লাস ঢেউ খেলে যায়
হৃদয়-মনের সব দিকে।
আর যদি তা দেখতে না পাই
আমার লেখা তার বুকে,
অর্ধ মরা ঢেউগুলি সব
মন মরা মোর দেখবে কে?
অহি-র আলোয় জীবন গড়তে
পড় সবে আত-তাহরীক
শক্তিতে নয় ভক্তিতে তবে
আলোয় ভরবে সর্বদিক।
দিনে দিনে আত-তাহরীক-এর
প্রচার-প্রসার যাক বেড়ে,
আমার মত লেখক-কবি
পায় যেন ঠাঁই তার নীড়ে।

জাগো হে মুসলিম!

মাক্বছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা-পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

জাগো জাগো জাগো হে মুসলিম!
জাগো আল্লাহ্র কুরআনে
সম্মুখে কঠিন রয়েছে দুর্দিন,
থেক না বসে ঘুমের ভানে।
ইহুদী-নাছারা জেগেছে তারা,
মনগড়া শত মতে...;
তুমি কি জাগবে না? ওহে মুসলিম!
বিশ্ব নবীর (ছাঃ) তরীকাতে।
সৃষ্টি মাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি
তোমার পাথেয় অহি-র বিধান,
এ সুমহান বিধান ভুলে কেন
বিজাতীয় বিধান কর সন্ধান?
নাই নাই নাই বিজাতির বিধানে,
এতটুকু নাজাতের প্রত্যাশা,
বিজাতির মতাদর্শে সৃষ্টি হ'ল বিশ্বে
জঙ্গী-সন্ত্রাসী আর জিঘাংসা।
তোমার মগজ করেছে দখল
ওদের নোংরা সংস্কৃতি
তাই পুরুষ হয়ে টাখনু ঢাকো
দাড়ি চাছাই তোমার নীতি।
শ্রেষ্ঠ নে'মত নারী জাতির
করলে না পর্দার মূল্যায়ন,
দাইয়ূছ হয়ে জাহান্নামে যাবে
ব্যর্থ তোমার ঈমান রতন।
কালেমা ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ও যাকাত,
তাও বিদ'আতীর মতাদর্শে
আল্লাহ ও নবীর পরিচয়ে
কুরআন মানো না কোন সাহসে?
এখনো ফিরে এসো হে মুসলিম!
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে,
নইলে সেদিন গায়ের গোশত,
ছিঁড়বে নিজেই আফসোসে।

মাদকের মরণ ছোবল

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক
তাড়ি মদ চোয়ানী ফেন্সিডিল
আফিম গাঁজা হেরোইন ইনজেকশন
ভায়াগ্রা ইয়াবা ঘুমের পিল।
পুরুষের সাথে নারীরাও করছে সেবন
বেড়ে চলেছে এর রেশ
ভাল পরিবারের ছেলেরাও আসক্ত
মেধা শূন্য হচ্ছে দেশ।
নেশার টাকা যোগাড়ে বেড়ে চলেছে
চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-অপহরণ
মুক্তিপণ আদায় ও খুনের সাথে
যোগ হয়েছে নারী ধর্ষণ।
নেশার টাকা না দেওয়ায়
লাঞ্ছিত হচ্ছেন পিতা-মাতা,
এতেই শেষ নয় মাতাল হয়ে তারা
করছে আপনজন হত্যা।
নেশাসক্তদের অত্যাচারে পিতা-মাতা
মায়া-মমতা যাচ্ছেন ভুলে,
বাধ্য হয়ে নিজ সন্তানকে দিচ্ছেন
থানা পুলিশের হাতে তুলে।
এখন থেকে সজাগ হৌন সব পিতা-মাতা
যদি পেতে চান রক্ষা
গড়ে তুলুন আদর্শ পরিবার
শৈশবে সন্তানদের দিন ইসলামী শিক্ষা।

হে মুসলিম!

মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

হে মুসলিম! ওঠ জেগে সময় নেই ঘুমাবার
তোমাদের গর্ব করতে খর্ব অন্যরা সোচ্চার।
ঠাণ্ডা মাথায় করছে আঘাত হাতিয়ার জাতি ভাই
বহুদূর বসে কাটিতেছে রশি বুঝিবার উপায় নাই।
ভাইয়ে ভাইয়ে লাগিয়ে লড়াই নাম দিয়েছে ভিন্ন
দেখিয়ে লোভ সারিতেছে ক্ষোভ মেধা করেছে শূন্য।
তোমরাই ছিলে প্রভুর জাতি তারাতো ছিল দাস
নিজেকে বিলিয়ে যেও না ভুলে তোমাদের ইতিহাস।
সবকিছু বুঝে থাকিও না বসে আপন আপন ঘরে
তোমাদেরই সুবাসি ভুলিতেছে হাসি রুদ্ধ কারাগারে।
মান যদি হায়, না থাকে ধরায় মোদের কি দরকার বল,
হে মুসলিম! থেকো না ঘুমিয়ে একবার নয়ন খোল।

সোনামণিদের পাতা

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কুরআন শব্দের অর্থ কি?
২. কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কি?
৩. কুরআন কোথায় সংরক্ষিত আছে?
৪. কুরআন রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কোথায় কখন অবতীর্ণ হয়?
৫. সর্বপ্রথম কুরআনের পূর্ণাঙ্গ কোন সূরা নাযিল হয়?
৬. কুরআনের সর্বপ্রথম হাফেয কে?
৭. কুরআন নাযিল হ'তে কত সময় লেগেছে?
৮. মক্কায় সর্বপ্রথম কোন সূরা নাযিল হয়?
৯. মক্কায় সর্বশেষ কোন সূরা নাযিল হয়?
১০. মদীনায় সর্বপ্রথম ও সর্বশেষে কোন সূরা নাযিল হয়?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)

১. আফগানদুর্গ কোথায় অবস্থিত?
২. আহসান মনযিল কে নির্মাণ করেন?
৩. মহাস্থানগড়ে কোন যুগের শিলালিপি পাওয়া গেছে?
৪. সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত?
৫. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত?
৬. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
৭. শালবন বিহার কে তৈরী করেন?
৮. আনন্দ বিহার কোথায় অবস্থিত?
৯. আনন্দ বিহার কে তৈরী করেন?
১০. বাংলাদেশের প্রাচীন শহর কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

পানিশাইল, নিয়ামতপুর, নওগাঁ ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর পানিশাইল হাফিযিয়া মাদরাসায় সোনামণি নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল মুতাকাব্বির এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আছীফ ও বিপ্লব। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ৬০ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সোনামণি নওগাঁ-পূর্ব যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান। সভা শেষে ডা. শাহীনুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

দেলধা, টাংগাইল সদর, টাংগাইল ২রা অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর দেলধা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাংগাইল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। সমাবেশে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন হাফেয ইয়া'কূব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হোসাইন। সমাবেশ শেষে শরীফুল ইসলামকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি টাংগাইল সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ১লা অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় দিনাজপুর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রেযাউল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে রাশেদুল ইসলামকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

জ্বলে দাউ দাউ

মাশারেকুল আনোয়ার
গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।

চেয়ে দেখ মিয়ানমার জ্বলে দাউ দাউ
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাঁদে হাউ মাউ।
গাছের ডালে পাখি কাঁদে দেখে এসব দৃশ্য
মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে মুসলিম বিশ্ব।
নাফ নদীর মাছ কাঁদে, কাঁদে বনের পশু
ওরা আগুনে পুড়িয়ে মারছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।
মা-বোনের ইয্যত নিয়ে ওরা খেলে ছিনিমিনি
নির্যাতনের দৃশ্য দেখে চোখে আসে পানি।
একবিংশ শতাব্দীর এটা জাহেলিয়াত নব্য
সভ্যতার লেবাস পরে ওরা বর্বর অসভ্য।
শান্তিতে নোবেল নিয়ে সুচি অশান্তির ধ্বজাধারী
রাজপ্রাসাদে বসে কূটচালে করছে অশান্তি তৈরী।
বিশ্ব মুসলিম এক হও বাধ সবে জোট
ভেঙ্গে দাও হায়েনাদের সাম্রাজ্যবাদী গোঠ।
মুসলিমদের অস্তিত্বে হেনেছে আঘাত
বিরোধীদের রুখতে হও আগুয়ান হাতে মিলাও হাত।
শপথ নাও পাশে দাঁড়াবার নির্যাতিত মানুষের
অশুভ শক্তির খড়্গ যেন না উঠে অসহায়দের উপরে ফের।

রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার

আয়েশা আখতার
পবা, নওহাটা, রাজশাহী।

বিশ্বজুড়ে নেই শান্তি, মুসলমানদের নেই অধিকার,
শেষ কি হবে না রোহিঙ্গাদের এই অত্যাচার।
নেই খাদ্য নেই বস্ত্র, নেই তাদের আবাস
হায়েনার দল তাদের করছে জীবন নাশ।
কেন তাদের এই শাস্তি, কি তাদের অপরাধ?
নিষ্ঠুর সেনাদের অত্যাচার চলছে দিন-রাত।
দুর্বল এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াবার কেউ কি নাই?
কেঁদে কেঁদে তাই আল্লাহ্র কাছে এদের মুক্তি চাই।
ঘুরছে পথে লক্ষ-কোটি স্বজন হারা মুসলমান,
বাঁচাও তাদের ওগো আল্লাহ! তুমি গফূর তুমি রহমান।
নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষা করতে
আল্লাহ তোমার গায়েবী মদদ চাই,
তুমি ছাড়া রোহিঙ্গাদের বাঁচার উপায় নাই।

স্বদেশ

রোহিঙ্গা নির্যাতনের করুণ চিত্র

গত ২৫শে আগস্ট'১৭ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা নিধন পুনরায় জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ১৭৯৯ সাল থেকে এ অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হ'লেও এবারের জাতিগত নিধন তৎপরতা এত মারাত্মক রূপে চলছে যে, সমগ্র আরাকান থেকে রোহিঙ্গারা সম্পূর্ণভাবে নির্মূলের পথে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ মাহমূদ আলীর মতে, উত্তর রাখাইনের ১৭ লাখের মত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ৯ লাখই এখন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বাইরে আরো কিছু দেশে চার লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে। ফলে তার মতে, বড়জোর চার থেকে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা এখন মিয়ানমারের উত্তর রাইনে অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, গত ২৫শে আগষ্ট থেকে তিন হাযারের মত রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। তবে অন্যদের মতে পাঁচ হাযারের অধিক।

গত দেড় মাসে প্রায় ছয় লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। যার মধ্যে ১০ সহস্রাধিক কেবল ইয়াতীম শিশু। এখনো দৈনিক রোহিঙ্গা আসছে। সীমান্ত পেরোনোর অপেক্ষায় আছে লক্ষাধিক। শত শত গ্রাম, ফসলী জমি, গাছপালা সহ এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন তারা ফেরত আসলেও তাদের অবস্থানস্থল চিনতে না পারে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলে ২১৪টি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

শরণার্থীদের যবানীতে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র :

(১) বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মংডু পর্যন্ত যে বাস চলাচল করে সেই পরিবহন কোম্পানীর মালিক আরিফুল সওদাগর। বাসের পাশাপাশি স্বর্ণ এবং অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে তাঁর। বছরে ৫-৬ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। নিজেও গাড়িতে চলাফেরা করতেন। সেনাবাহিনী ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁদের সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে। সব হারিয়ে তিনি এখন পথের ভিখারী। বললেন, ভাই আগে মানুষকে সাহায্য করতাম, আর এখন সাহায্যের জন্যে বসে আছি।

(২) শুদ্ধ বাংলা ও ইংরেজী বলতে সক্ষম শিক্ষিত আরেক রোহিঙ্গা। ১০০ একরের চিংড়িঘেরের মালিক ছিলেন। আরও ছিল ২০ একরের আবাদি জমি। বাড়িতে ফ্রিজ-টিভি সবই চলে। ছেলেমেয়েরা চলাচল করত দামি গাড়িতে। বললেন, এখন পলিথিনের ছাউনির বাসিন্দা, বেঁচে আছি রিলিফ খেয়ে। এটাও একটা জীবন। প্রথম প্রথম কাঁদতাম, এখন আর কান্না আসে না। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে।

(৩) নযীর হোসাইন (৯৭)। বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে কখনোই বাংলাদেশে আসতে চাননি। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে তিন ছেলে আগেই বাংলাদেশে এসেছে। শুধু একাই বাড়িতে রয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বললেন, 'ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হ'তে দেখছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হ'তে দেখছি। আমার ৯৭ বছর বয়সে এত বর্বরতা দেখিনি।

(৪) পিতৃ-মাতৃহারা দিলারা (১১) ও আযীযা বেগম (৯)। আযীযার ভাষ্য, সেদিন দুপুরের খাবারের আগে আমরা উঠানে খেলছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে গ্রামের পাশের একটি ঝোপে দৌড়ে পালিয়ে যাই। তারপর আড়াল থেকে দেখলাম পিতা-মাতাকে গুলি করছে সেনাবাহিনী। পরে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পিতাকে জবাই করে, বড় একটি ছুরি দিয়ে মায়ের পেটে আঘাত করে। ৯ ভাই-বোনকে হারিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে পালিয়ে কুতুপালং ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়ার পর হারানো বোন দিলারাকে খুঁজে পেয়েছে।

(৫) পরিবার হারা দশ বছরের রোহিঙ্গা শিশু আশরাফ। বিভীষিকাময় সেইদিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলল, মিয়ানমারের সেনারা চোখের সামনে আমার মা ও বোনকে ধর্ষণ করে গলা কেটে হত্যা করে। পিতার হাত পা বেঁধে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ছোট ভাইটাকে দুই টুকরো করে ফেলে এক কোপে। কোন রকমে পালিয়ে বাইরে এসে দেখি অনেক মানুষ দৌড়াচ্ছে। তাদের সাথে আজ আমি এখানে।

(৬) উখিয়া ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন শরীফা (৩০)। কোলে ছয়মাসের শিশু। সাত বছরের কম বয়সী চারটি শিশুকে ধরে সামনের দিকে চেয়ে অশ্রুসজল চোখে চেয়ে আছেন। বললেন, একনাগাড়ে অনেক দিন গোসল ছাড়া আছি। কারণ অতিরিক্ত কোন কাপড় নেই। অন্যরা ত্রাণের জন্য বাইরে যেতে পারলেও ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না। স্বামীকে মগেরা গুলি করে মেরে ফেলেছে।

(৭) ১১ সন্তানের স্বামীহারা মা সফুরা খাতুন। থাকেন নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম শরণার্থী শিবিরে। বড় সন্তানের বয়স ১৪ আর কোলের শিশুর বয়স এক বছর। খুপড়ির ভিতরে শিশুরা খাবারের জন্য কান্নাকাটি করছে। অসহায় মা ধমকাচ্ছেন। বোঝাচ্ছেন সন্ধ্যা হোক খাবার দেব। কিন্তু তারা কেঁদেই চলেছে। জানতে চাইলে সফুরা বেগম বললেন, 'ওদের পেটে যেন রাক্ষুসে ক্ষুধা। খাইতে না পারলেই খালি কাঁদে। ঘরে কেবল তিন কেজি চাল। নুন দিয়ে এক বেলা সিদ্ধ ভাত খেয়ে দু'ঘন্টা যেতেই বাচ্চারা ভাতের জন্য কাঁদতে থাকে। কিন্তু উপায় তো নেই।

(৮) চল্লিশ বছরের আব্দুল মজীদ তার ৮০ বছরের মাকে কাঁধে করে ৬৩ মাইল পথ হেঁটে বাংলাদেশে এসেছেন। বললেন, যেখানে আমার দাদার জন্ম, পিতার জন্ম, আমার জন্ম, আমার সন্তানের জন্ম। আজ সেই মাটি থেকে আমাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সেদিন রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ পাশের গ্রামে চিৎকার আগুন আগুন। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ। বুঝতে আর বাকি রইল না। এর কিছুক্ষণ পরই পার্শ্ববর্তী মগরা এসে আমাদের গ্রামে হামলা চালায়। দেশীয় অস্ত্র নিয়ে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। এমন ভয়ংকর দৃশ্য বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। ওদের একটাই কথা- তোরা মিয়ানমারের কেউ না। তোদের প্রাণে শেষ করে দেব।

(৯) বর্বরদের হাত থেকে হিন্দুরাও রেহাই পায়নি। হিন্দু রোহিঙ্গা রুশনা শীল। নিজের চোখের সামনে সে দেখেছে পরিবারের ৬ সদস্যের হত্যাকাণ্ড। তার ভাষ্য, ঘটনার দিন রাতে হঠাৎ গুলির শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। সেনারা তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। অন্য ঘরের জানালা দিয়ে দেখে ঘরের ভিতর কালো পোশাক পরা ১০-১২ জন সেনা। পিতা-মাতা, তিন বোন ও দুই মাসের ভাই কৃষ্ণ-এর চোখ ও হাত বেঁধে ফেলে প্রথমে গুলি করে। অতঃপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একে একে তাদের গলা কেটে ফেলে। রক্তে ঘরের মেঝে ভেসে যায়। এ দৃশ্য দেখে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে এবং তাদের সঙ্গে পালিয়ে বাংলাদেশে আসে। রুশনা আরও জানায়, তার পরিবারের সদস্যদের মতো অনেক হিন্দু পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করেছে সেনারা।

(১০) ৫৫ বছরের বৃদ্ধা কানিছা খাতুন বললেন, আমরা বাংলাদেশের অবদানের কথা ভুলতে পারব না। আমরা এদেশের মানুষের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। এদেশের মানুষ

আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই দিয়েছে। এখন আমাদের কাজ হবে এই অবদানের কথা যুগ যুগ ধরে স্মরণে রাখা।

আবুল হামাদ নামে আরেকজন বললেন, এদেশের সরকার ও সাধারণ মানুষ যদি আমাদেরকে খাদ্য ও বাসস্থান দিয়ে সহযোগিতা না করত, তাহ'লে এতদিনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ইতিহাস হয়ত ভিন্নভাবে লেখা হ'ত।

রামপাল ও রূপপুর প্রকল্প বাতিল করুন

পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন বিপর্যয় ডেকে আনবে

বড় বড় প্রকল্প ও বিশাল বিশাল অবকাঠামো নির্মাণ করলেই তাকে উন্নয়ন বলা যায় না। বন, নদী এবং পরিবেশ ধ্বংস করে যে উন্নয়ন, তা শেষ পর্যন্ত টেকসই হবে না। তা মানবসৃষ্ট বিপর্যয় ডেকে আনবে। আর এতে দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থনীতিবিদ ওয়াহীদুদ্দীন মাহমূদ বলেন, আমরা উন্নয়নের জন্য রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছি। যার কারণে পরিবেশ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভূরাজনৈতিক বিবেচনা থেকে বড় প্রকল্প না নিয়ে, পরিবেশ রক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি রিসার্চের নির্বাহী পরিচালক হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'আমরা হাওরের ভেতর দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ভাবছি, অনেক উন্নতি হচ্ছে।...এখন নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা পরিবেশ-বন-জলাভূমি ধ্বংস করে যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি, আসলে কতটুকু প্রবৃদ্ধি আসছে, তা আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ভারত, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে মিয়ানমারে যে উন্নয়ন করছে, তার ফলাফল হিসাবে সেখানকার লাখো রোহিঙ্গা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। বাংলাদেশেও রামপাল, রূপপুর ও মাতারবাড়ির মতো প্রকল্পের কারণে দেশের ভেতরে যত লোক উদ্বাস্তু হচ্ছে, তার মোট হিসাব করলে রোহিঙ্গাদের চেয়ে কম হবে না।

চালু হ'ল দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চালু হ'ল বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টেশনটি উদ্বোধন করেন। কলাপাড়া উপযেলার গোড়া আমখোলাপাড়ায় এই ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামের সাবমেরিন ক্যাবল থেকে সেকেন্ডে ১,৫০০ গিগাবাইট গতির ইন্টারনেট পাবে বাংলাদেশ। এর ফলে বাংলাদেশের টেলিকম কোম্পানিগুলোকে আর বিদেশ থেকে ব্যান্ডউইথ কিনতে হবে না বলে সরকার আশা করছে। কুয়াকাটা সংলগ্ন মাইটভাঙ্গা গ্রামে ১০ একর জমির উপর ৬৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনটি।

১৯টি দেশের টেলিযোগাযোগ সংস্থার সম্মেলনে গঠিত সাউথ ইস্ট এশিয়া-মিডল ইস্ট-ওয়েস্টার্ন ইউরোপ (এসইএ-এমব্লুইই-৫) আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামের অধীনে জাপানের এনইসি ও ফ্রান্সের অ্যালকাটেল লুসেন্ট ২০ হাযার কিলোমিটার দীর্ঘ এ কেবলটি নির্মাণ করে।

সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারত হয়ে ইউরোপের ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এর সংযোগ লাইন।

বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিমাণ ৪০০ জিবিপিএসের বেশি। এর মধ্যে ১২০ জিবিপিএস রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিসিএল) মাধ্যমে আসে। বাকি ২৮০ জিবিপিএস আইটিসির ব্যান্ডউইডথ ভারত থেকে আমদানী করা হয়।

মাদরাসার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতরাই জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত

-আইজিপি

পুলিশের মহা পরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক বলেছেন, আমাদের এক সময় ধারণা ছিল, কওমী মাদরাসায় রয়েছে জঙ্গী। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ধারণা পাল্টে গেছে। বর্তমানে মাদরাসায় জঙ্গীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষিতরাই জঙ্গীবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছে। মাদরাসার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতরাই জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার বিকালে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় 'টোক নয়নবাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র' উদ্বোধন করতে এসে তিনি একথা বলেন।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় রান্নাঘর এখন ঢাকায়

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় রান্নাঘর এখন বাংলাদেশে। প্রতিদিন এখানে রান্না হচ্ছে লাখো মানুষের খাবার। এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান হচ্ছে চার হাযার মানুষের। রাজধানীর নতুন বাযারের পূর্ব পার্শ্বে বেরাইদ এলাকায় ১৫ বিঘা জমির ওপর বেসরকারী উদ্যোগে রান্নাঘরটি প্রতিষ্ঠা করছেন নারী উদ্যোক্তা আফরোযা খান। তিনি এর নাম দিয়েছেন খান'স কিচেন।

মানুষের হাতের স্পর্শ ছাড়াই অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে উঠছে লক্ষাধিক মানুষের খাবার প্রস্তুতকারী এই প্রতিষ্ঠানটি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোযা খান জানিয়েছেন, কম দামে স্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু, পুষ্টিকর, জীবাণুমুক্ত ও রুচিসম্মত গরম খাবার পৌঁছে দিতেই আধুনিক প্রযুক্তিতে এশিয়ার সবচেয়ে বড় রান্নাঘরটি তৈরী করা হয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেগা কিচেন দেখেছি। দেখে গবেষণা করে চাহিদামতো মেশিন এনেছি। ছয় মাস পরীক্ষামূলক চালিয়েছি। মানুষের খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। খাবার তৈরীতে সর্বাধুনিক পদ্ধতি ফোরজি হাই এফিসিয়েন্সি ক্লাসিফায়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি গড়েছি আমরা।

এখানে রাইস স্টিমার মেশিনে আধা ঘণ্টায় ৩৮০ কেজি চাল থেকে ভাত রান্না হয়। এরকম ১০টি মেশিনে রান্না হয় ভাত। এছাড়া চাল ধোয়া, সবজির খোসা ছাড়ানো, মাছ-গোশত কাটা সমস্ত কাজই হয় মেশিনে। রান্নার পর তার স্বাদ ও মান পরীক্ষার জন্যও রয়েছে অটোমেটিক মেশিন।

খান'স কিচেনের বিশ্ববিখ্যাত রন্ধনশিল্পী টনি খান বলেন, মানুষকে তো মেশিন দেখিয়ে খাওয়ানো যাবে না। তাই খাবারে যেন মায়ের হাতের স্বাদ থাকে সে ব্যাপারে আমরা খুবই সচেতন।

খান'স কিচেন নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। ১৩৫ টাকার প্রিমিয়াম মেন্যুতে আছে স্টিম রাইস, ভেজিটেবল স্যুপ, মুরগী অথবা মাছ, সবজি এবং মিষ্টান্ন। আর ৯৫ টাকার এক্সিকিউটিভ মেন্যুতে আছে ভাত, মুরগী ভুনা অথবা মাছ, ডাল, সবজি বা ভাজি। এছাড়া বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ধরনের মেন্যু থাকে। বিকাল ৫-টার মধ্যে ১৬৫২০ নম্বরে ফোন করলেই গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাবে দুপুরের খাবার।

Contents

বিদেশ

শরণার্থীদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বন্ধুবৎসল যে দেশটি

সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল যেন উপচে পড়ছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দিয়ে। তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রীও তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবরে নিয়ে এসেছেন।

বিশ্বের নানা দেশেই বিপদে পড়ে শরণার্থীরা ভিড় করেন। কিন্তু সবাই তাদের সাদরে গ্রহণ করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী দেশ হ'ল আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত উগান্ডা। এ দেশ থেকে কোন শরণার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তারা উগান্ডায় এলে তাদের শরণার্থী শিবিরে রাখা হয় না। তার বদলে তাদের একখণ্ড করে জমি দেওয়া হয়। যে জমিতে তারা বসবাস করতে পারবে এবং কৃষিকাজ করে নিজেদের খাবার নিজেরাই উৎপন্ন করে নিতে পারবে। উগান্ডায় শরণার্থীরা প্রবেশ করলে তাদের প্রত্যেককে একটি করে আইডি কার্ড দেওয়া হয়। এতে তারা আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ কার্ড ব্যবহার করে তারা উগান্ডার ভেতরের যে কোন স্থানে নিজেদের ইচ্ছামত যাতায়াত করতে পারে।

শরণার্থীদের দেওয়া আইডি কার্ড ব্যবহার করে তারা চাকরী করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে কিংবা নিজেদের সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে পারে। উগান্ডাতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকেই শরণার্থীদের খোঁজখবর রাখা হয়। শরণার্থীরা চাইলেই তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফোন করতে পারে।

শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার সংখ্যার দিক দিয়েও উগান্ডা এগিয়ে রয়েছে। প্রায় ৯ লাখ ৪০ হাযার শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে উগান্ডায়। ফলে বিশ্বের পঞ্চম শরণার্থী গ্রহণকারী দেশের মর্যাদা পেয়েছে উগান্ডা।

[আমরা কি পারিনা এরূপ কিছু করতে? কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখুন (স.স.)]

রোহিঙ্গাদের নিয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ভয়াবহ তথ্য

জাতিসংঘ মানবাধিকার দফতর মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ তথ্য দিয়েছে। জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম ও পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গাদের সে দেশ থেকে স্থায়ীভাবে বিতাড়নের চেষ্টা করছে। পাশাপাশি তাদের গ্রাম ও ফসলের জমি এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে যাতে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীরা আর কোন দিন সেখানে ফিরতে না পারে এবং রাখাইনে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বলে একটি জনগোষ্ঠী ছিল, তার সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়।

জাতিসংঘ মানবাধিকার দফতর যে কেবল মিয়ানমার সরকারের এই দাবীকে অসত্য বলছে শুধু তাই নই, তারা বলেছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যেভাবে এই পুরো অভিযানটি পরিচালিত হয়েছে, তাতে তাদের মনে হয়েছে, এটি ছিল একেবারে পূর্ব পরিকল্পিত। এর পক্ষে বেশ কিছু প্রমাণও তারা হাযির করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল ২৫শে আগস্ট। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সেখানে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। আগে থেকেই ১৫ হ'তে ২৫ বছর বয়সী রোহিঙ্গা পুরুষদের পাইকারী হারে আটক করা হচ্ছিল। সেখানে রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে নেতৃস্থানীয় তাদের আটক করা হচ্ছিল। পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে নির্যাতন, হয়রানী, ভয়-ভীতি দেখানোর মাধ্যমে একটা চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল।

আর ২৫শে আগস্টে আরসার কথিত হামলার পর সেনাবাহিনী তাদের ভাষায় যে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন বা শুদ্ধি অভিযান শুরু করে, সেটি এত সুসংগঠিত, সমন্বিত এবং ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়েছে যে সেটি দেখেও জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের মনে হয়েছে এটি ছিল একেবারেই পূর্ব পরিকল্পিত।

আর যেভাবে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো ধ্বংস করা হয়েছে, তাতে মনে হয়নি যে, কোন অভিযান পরিচালনার সময় সংঘাতের কারণে সেগুলি ধ্বংস হয়েছে। সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা একেবারে পরিকল্পনা করেই গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে ও রোহিঙ্গাদের সব সম্পদ ধ্বংস করেছে। সেখানে তাদের গবাদি পশু, ফসলের ক্ষেত, এমনকি বসত ভিটায় যেসব গাছপালা ছিল সেগুলো পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রোহিঙ্গারা যদি ফিরে আসে, সেখানে যেন তারা আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে না পারে। যেন তারা তাদের নিজেদের জায়গাকে পর্যন্ত আর চিনতে না পারে।

[আল্লাহ তুমি যালেমদের ধ্বংস কর এবং মযলূমদের সম্মানিত কর (স.স.)]

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে ঘরে কুরআন রাখতে নিষেধাজ্ঞা

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিমদের ঘরে থাকা কুরআন ও মুছল্লা (জায়নামায), তাসবীহ সহ সব ধর্মীয় সামগ্রী সরকারের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। যথাসময়ে নির্দেশ পালন না করলে শাস্তি দেয়ারও ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। জিনজিয়াংয়ের এক নির্বাসিত মুসলিম জানিয়েছেন, প্রদেশটির উইঘুর মুসলিমদের জন্য ধর্মীয় সামগ্রী সরকারের কাছে হস্তান্তর করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে কর্তৃপক্ষ। এর ব্যত্যয় হ'লে দেয়া হবে কঠোর শাস্তি।

দিলজাত রাজিত নামে নির্বাসিত উইঘুর মুসলিমদের সংগঠন ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের ঐ নেতা রেডিও ফ্রি এশিয়াকে বলেন, আমরা এমন একটি নোটিশ পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে থাকা ধর্মীয় সামগ্রী অবশ্যই কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। ঐ অঞ্চলের জাতিগত কাজাখ ও কিরগিজ মুসলিমদেরও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রেডিও চ্যানেলটি। চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উইচ্যাটের মাধ্যমে সরকারের এই নির্দেশনা প্রচার করা হয়েছে।

এদিকে চীনা কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সেনেগালের জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার ডেম্বা বা টুইটারে দারুণ এক জবাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'যদি তারা জানত যে, মুসলিমরা মেঝেতেই ছালাত পড়তে পারে এবং লাখ লাখ মুসলিম কুরআন না খুলেই মুখস্থ পড়তে পারে, তাহ'লে সম্ভবত তারা (চীন) তাদেরকে (মুসলিম) হৃৎপিণ্ড খুলে তাদের কাছে হস্তান্তর করার আদেশ দিত।

[নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাধারী এই দেশটিতে অন্যদের নিরাপত্তা থাকলেও ইসলামের নিরাপত্তা নেই। ইনশাআল্লাহ তাদের এই যুলুম একদিন শাপে বর হবে এবং সমগ্র চীন ইসলামের শান্তিময় আদর্শের দিকে ফিরে আসবে (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

ইসলাম সর্বাধিক জনপ্রিয় রাষ্ট্র ধর্ম

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশেই রাষ্ট্রীয় কিংবা পসন্দসই একটি ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। তাদের মধ্য অনেক দেশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। ১৯৯টি দেশের বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টার এই গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করে। পিউ রিসার্চের ডাটায় ২০১৫ সালের তথ্যে দেখা যায়, ইসলাম হচ্ছে সর্বাধিক জনপ্রিয় রাষ্ট্র ধর্ম। ২৭টি দেশে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ১৩টি দেশে খ্রিস্টধর্মের কিছু রীতিকে তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'টি দেশে বৌদ্ধধর্ম এবং একমাত্র ইসরাঈলে ইহুদী ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৪৩টি দেশে (২২ শতাংশ) একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম রয়েছে। ৪০টি দেশে (২০ শতাংশ) একটি বিশেষ বা পসন্দসই ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে এবং ১০টি দেশ (৫ শতাংশ) সব ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০৬টি দেশে (৫৩ শতাংশ) কোন রাষ্ট্রীয় বা পসন্দের ধর্ম নেই। অন্যদিকে, কমোরোস, মালদ্বীপ, মৌরিতানিয়া এবং সঊদী আরবে ইসলাম ধর্ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আর আযারবাইজান, চীন, কিউবা, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, উত্তর কোরিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনাম-এই দশটি দেশে কোন রাষ্ট্র ধর্ম নেই।

সঊদী-রাশিয়া নযীরবিহীন চুক্তি : সম্ভাব্য ফলাফল

সঊদী আরবের বাদশাহ সালমান ৮ই অক্টোবর'১৭ রবিবার চার দিনের মস্কো সফর শেষ করলেন। এই সফরে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রথম কোন সঊদী বাদশাহ রাশিয়া সফর করলেন। এই বৈঠক প্রতীকীভাবে ঐতিহাসিক। মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে যার দীর্ঘমেয়াদী নানা তাৎপর্য রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব এখন সর্বকালের সবচেয়ে বেশী। অন্যদিকে সঊদী বাদশাহ জেরুযালেম, সিরিয়া ও লেবাননে ইরানের হস্তক্ষেপজনিত হুমকি দূর করার চেষ্টা করছেন বলে এই সফরের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

ইসরাঈল ও সঊদী আরব মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের উত্থানের ব্যাপারে একইভাবে উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে সিরিয়ায় ইরানের হস্তক্ষেপ এবং হিযবুল্লাহকে সমর্থন দেওয়ার ঘটনায়ও তাদের মধ্যে অভিন্ন উদ্বেগ রয়েছে। এদিকে বেনিয়ামীন নেতানিয়াহুর যামানায় ইসরাঈলের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক মযবূত হয়েছে।

ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ায় ছয় বছরের বিশৃঙ্খলার পর সঊদী আরব এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা চায়। এতে একধরনের ক্ষমতা বিনিময় হ'তে পারে। অর্থাৎ সিরিয়ায় আসাদ ক্ষমতায় থাকবেন এবং সঊদী আরব তাঁকে আরব রাজনীতিতে মেনে নিবে। বিনিময়ে এই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব গোটাতে হবে। এখানে রাশিয়ার লাভ হল, সে এই অঞ্চলে শান্তির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আবির্ভূত হবে। ইসরাঈলের জন্য এটা স্বস্তিকর, যতক্ষণ সে আশ্বস্ত থাকবে যে মস্কো তার উদ্বেগ আমলে রাখবে এবং তারা এই সমীকরণে বাদ পড়বে না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পাট থেকে পলিথিন ব্যাগ

পাট থেকে পলিথিন ব্যাগ উদ্ভাবন করেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ জুটমিল কর্পোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান। এ ব্যাগের নাম দেয়া হয়েছে 'সোনালী ব্যাগ'। উদ্ভাবক দাবী করেছেন, পাট থেকে তৈরি পলিথিন ব্যাগ প্রচলিত পলিথিনের তৈরি ব্যাগের চেয়ে অধিক কার্যকর। এ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করার পর ফেলে দিলে সহজেই মাটির সঙ্গে মিশে যায়। উপরন্তু তা মাটিতে সারের কাজ করে। সহজলভ্য উপাদান এবং সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এ পলিথিন ব্যাগ বিদেশে রফতানীর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশ সোনালী ব্যাগ আমদানীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি জানিয়েছেন, প্রাথমিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে দৈনিক ৩ টন।

স্বল্প পরিমাণে সোনালী ব্যাগ উৎপাদিত হওয়ায় এর বিপণন এখনো সীমিত। প্রতি ব্যাগের দাম ৩ থেকে ৪ টাকা। অধিক পরিমাণ উৎপাদিত হলে দাম প্রতিটি ৫০ পয়সায় নামিয়ে আনা সম্ভব বলে পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তারা মনে করেন।

লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যেতে সময় লাগবে মাত্র আধাঘণ্টা!

লন্ডন থেকে রকেটে চড়ে নিউইয়র্ক যেতে সময় লাগবে মাত্র ২৯ মিনিট। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এটি সম্ভব হবে বলে জানালেন ইলন মাস্ক। যার কোম্পানি স্পেসএক্স ২০২৪ সাল নাগাদ মঙ্গল গ্রহেও মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। অস্ট্রেলিয়ার এডিলেডে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি এই পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। গ্রহ থকে গ্রহান্তরে যাওয়ার জন্য তিনি যে মহাকাশ যান তৈরির চেষ্টা করছেন, সেটির নাম 'বিএফআর'। যেটি কেবল মঙ্গলগ্রহ অভিযানের জন্যই ব্যবহৃত হবে না, বরং পৃথিবীর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মনুষ্য পরিবহনের কাজেও ব্যবহৃত হবে।

দুবাইয়ে চালু হয়েছে উড়ন্ত ট্যাক্সি

পানিপথে ও আকাশপথে চলার উপযোগী ট্যাক্সির পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন করল সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির রাজধানী দুবাইয়ে সম্প্রতি দুই সিটের স্বচালিত এই উড়ন্ত ট্যাক্সির সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। দুবাই প্রশাসনের তথ্য এবং যোগাযোগ দফতরের বিবৃতিতে জানানো হয় যে, সড়ক ও যানবাহন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশ্বে প্রথমবারের মতো কোন ধরনের পাইলট ছাড়াই স্ব-নিয়ন্ত্রিত এই উড়ন্ত ট্যাক্সি সেবা চালু করা হ'ল। এর মাধ্যমে যাত্রীরা খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারবেন।

এছাড়াও এই ট্যাক্সির মাধ্যমে বিভিন্ন শপিং মল, ভবন ও যে কোন স্থানে নিরাপদে খুব দ্রুত পৌঁছাতে পারবেন যাত্রীরা। এই উড়ন্ত ট্যাক্সিটির গতি উড়ন্ত পথে ঘন্টায় ৫০ কি.মি. এবং পানিপথে ঘন্টায় ২৫ কি.মি.।

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com
নিয়মিত প্রকাশনার ২০ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>
তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৮
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৮
তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com
আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

গত ১১ই আগষ্ট শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০১৭-২০১৯ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মনোনয়নের পর গঠনতন্ত্রের ৮(৪-খ) ধারা অনুযায়ী দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। ইতিমধ্যে গঠনকৃত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতখালী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম-যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে মুহাম্মাদ গোলাম-যিল কিবরিয়াকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুহসিন আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২শে আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমরাত মারকাযী জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব, পশ্চিম ও সদর সাংগঠনিক যেলা সমূহের উদ্যোগে যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. মুহাম্মাদ ইদরীস আলীকে সভাপতি ও মাষ্টার সিরাজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা, অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদাকে সভাপতি ও অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা এবং মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার প্রতিটিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক পৃথক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. বাগেরহাট ২৪শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে সরদার আশরাফ হোসাইনকে সভাপতি ও মাওলানা যুবায়ের ঢালীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. মান্দা, নওগাঁ ২৪শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও অধ্যাপক শহীদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. সোহাগদল, পিরোজপুর ২৫শে আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে মাওলানা রেযাউল করীমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহবুবুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. গাবতলী, বগুড়া ২৬শে আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাবতলী থানাধীন মেন্দিপুর-চাকলা সালাফিইয়াহ মাদরাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমকে সভাপতি ও মাওলানা নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. পাবনা ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন খয়েরসূতীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। সভা শেষে মাওলানা বেলালুদ্দীনকে সভাপতি ও তাওহীদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. টাঙ্গাইল ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ভবানীপুর-পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাষ্টার আব্দুল ওয়াজেদকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. সাতক্ষীরা ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও আলহাজ্জ আব্দুর রহমান প্রমুখ। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল মান্নানকে সভাপতি ও মাওলানা আলতাফ হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. মণিপুর, গাযীপুর ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাযার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী ফরাযী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মাওলানা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. মাওলানা আব্দুল কাদেরকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. ময়মনসিংহ-উত্তর ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের চরশ্রীকলদী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. শিবগঞ্জ, চাঁপাই-দক্ষিণ ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সভা শেষে মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনকে সভাপতি ও শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. রহনপুর, চাঁপাই-উত্তর ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-পূর্ব ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন ভাদুরিয়া বাযারস্থ কাযী অফিসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. সাঘাটা, গাইবান্ধা ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সাঘাটা থানাধীন বারকোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মজলিসে শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন। সভা শেষে মাওলানা ফযলুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. ফরিদপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ২-টায় ফরিদপুর শহরস্থ কোর্ট কম্পাউণ্ডে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন

বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নো'মানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. বামুন্দী, মেহেরপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গাংনী উপযেলাধীন বামুন্দী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা। সভা শেষে মাওলানা মানছূরুর রহমানকে সভাপতি ও তরীকুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. উলানিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল-পূর্ব ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব বরিশাল যেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপযেলাধীন উলানিয়া বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মনযূরুল আবেদীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. শোলক, উযীরপুর, বরিশাল-পশ্চিম ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর বরিশাল যেলার উযীরপুর উপযেলাধীন শোলক বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা ইবরাহীম কাওছারকে সভাপতি ও রফীকুল ইসলাম নাছিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩. কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার কামারখন্দ থানাধীন চক শাহবাযপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুর্তাযাকে সভাপতি ও আব্দুল মতীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. কুষ্টিয়া ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরের ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার মুহাম্মাদ হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মাস্টার মুহাম্মাদ হাশীমুদ্দীনকে সভাপতি ও হাসান আল-মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. পাঁচদোনা, নরসিংদী ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীর হোসাইন মিলনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা ছফিউল্লাহ খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নবীগঞ্জ বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হবিগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা জাফর আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. কুলাউড়া, মৌলভী বাযার ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা মসজিদুত তাক্বওয়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভী বাযার যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদিকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ ছাদিকুন নূরকে সভাপতি ও আবু মুহাম্মাদ সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. জৈন্তাপুর, সিলেট ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'

সিলেট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা ফায়যুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা আব্দুল কাবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

ছাতীহাটী, কালিহাতী, টাঙ্গাইল ১৬ই আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ যোহর টাঙ্গাইল যেলার কালিহাতী উপযেলাধীন ছাতীহাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ছাতীহাটী শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলায়েত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

একই দিন বাদ এশা বল্লা উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ পুরাতন মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি হাজী আখতারুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ।

দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর টাঙ্গাইল যেলার দেলদুয়ার উপযেলাধীন দেলদুয়ার জমিদার বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী শহীদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ।

একই দিন বাদ মাগরিব দেলদুয়ার (বাজার) মৌলভী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয ইবরাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ।

ঐ দিন বাদ এশা দেলদুয়ার উত্তর পাড়া মাওলানা মহীউদ্দীন খানের বাটীস্থ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রবীণ আলেম মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন লাহোরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ ও স্থানীয় সুধী হাফেয মাওলানা ইউসুফ প্রমুখ।

মীর কুমুল্লী-দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ টাঙ্গাইল যেলার দেলদুয়ার মীর কুমুল্লী উত্তরপাড়া দারুসসালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ।

একই দিন বাদ আছর তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত মীর কুমুল্লী (মধ্যপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী হায়দার খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ।

ঐ দিন বাদ মাগরিব বাসাইল থানাধীন মটরা পশ্চিমপাড়া তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (লালমণিরহাট)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ প্রমুখ।

কাঞ্চনপুর, বাসাইল, টাঙ্গাইল ১৯শে আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ আছর টাঙ্গাইল যেলার বাসাইল উপযেলাধীন কাঞ্চনপুর হালুয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা খলীলুর রহমান (লালমণিরহাট)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাঙ্গাইল যেলার সভাপতি মাসঊদুর রহমান।

একই দিন বাদ মাগরিব কাঞ্চনপুর ঢংপাড়া চৌরাস্তা বাজার জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমান।

উত্তর ছনকাপাড়া, বাসাইল, টাঙ্গাইল ২০শে আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ ফজর টাঙ্গাইল যেলার বাসাইল উপযেলাধীন উত্তর ছনকাপাড়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয ইসমাঈল ফকীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ মাগরিব সখীপুর উপযেলাধীন রতনপুর জসীম বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা (সভাপতিত্বে) অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মী আব্দুস সালাম।

উত্তর পেকুয়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল ২১শে আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর টাঙ্গাইল যেলার মির্জাপুর থানাধীন উত্তর পেকুয়া (তক্তারচালা) বাজার জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয ইয়া'কূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ মাগরিব সখীপুর থানাধীন ঘেচুয়া বড়চালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব ডাঃ মাওলানা ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

কালিয়ান, সখীপুর, টাঙ্গাইল ২২শে আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব টাঙ্গাইল যেলার সখীপুর থানাধীন কালিয়ান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়ান বাজার

Contents

আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন কালিয়ান টানপাড়া মসজিদের ইমাম মাওলানা নাছরুল্লাহ, কালিয়ান দক্ষিণ পাড়া মসজিদের ইমাম মাওলানা নাযিমুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কালিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা ওমর ফারূক।

কালিয়ান, মেম্বারচালা, সখীপুর, টাঙ্গাইল ২৩শে আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব টাঙ্গাইল যেলার সখীপুর থানাধীন কালিয়ান টানপাড়া (মেম্বারচালা) জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী মাষ্টার শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা নাছরুল্লাহ প্রমুখ।

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর

জুয়েল ম্যানশন (জাপানী), নয়াপাড়া (মণি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।
যোগাযোগ : ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬; ০১৭৮২-১১৩৮৪২; ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে গ্রুপ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত
(৯ম শ্রেণীতে শুধু বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি নেওয়া হবে)

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর'১৭ হতে।
ভর্তি পরীক্ষা : ২৯ ডিসেম্বর'১৭, সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী'১৮

আমাদের সাফল্য : ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ জিপিএ-৫ ও শতভাগ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি

বৈশিষ্ট্য সমূহ

* সাধারণ, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* আলেম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।
* চতুর্থ শ্রেণী হতে বালক ও বালিকা আলাদা শাখা।
* প্রজেক্টরের সাহায্যে ক্লাস পরিচালনা।
* সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে ক্লাস মনিটরিং।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ওমরাহ্র জন্য বিভিন্ন প্যাকেজে বুকিং চলছে

দারুল হাদীছ একাডেমী

(আবাসিক/অনাবাসিক)

বাংলাবাজার, বড় দেওভোগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭ ৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩ ৮৬৪২৮৮

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হেফয ও প্লে থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত

আমাদের আহ্বান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত দ্বীনি ভাই! ইসলামী আক্বীদা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত বংশধরদের গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে রাজধানী ঢাকার অদূরে বাণিজ্য নগরী নারায়ণগঞ্জে **'দারুল হাদীছ একাডেমী'** পরিচালিত হচ্ছে। বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় একটি অনন্য ইসলামী শিক্ষা উপহার দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। অতএব আপনার সন্তানকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলুন।

আমরা যা করতে চাই :

- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- নিজস্ব সিলেবাসে পাঠদানের ব্যবস্থা।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও হিফযের ব্যবস্থা।
- নির্বাচিত আয়াত ও হাদীছ মুখস্থ করানো।
- কম্পিউটার শিক্ষা ও ব্যবহারে অভ্যস্ত করা।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা সৃষ্টি।
- সমাপনী পরীক্ষার জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- উপস্থিত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা।
- সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ।

Contents

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ ও ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ২১শে সেপ্টেম্বর বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে দু'দিনব্যাপী **'কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব প্রমুখ। প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন এলাকা হ'তে দুই শতাধিক কর্মী ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

যুবসমাবেশ

বিরামপুর, দিনাজপুর ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভপতি রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল মুন'ইম।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম।

মাদারগঞ্জ, জামালপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন চরবওলা গণীবাড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মনযূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন সালাফী ও অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল ওয়াহেদ।

চিনাডুলি, ইসলামপুর, জামালপুর ২৪শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ইসলামপুর থানাধীন চিনাডুলি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস এম এরশাদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য দুপুর ২-টায় কমরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান ও সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল মুন'ইম প্রমুখ।

বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ইয়াসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর দিনাজপুরের পার্বতীপুর থানাধীন দক্ষিণ মুনীরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২রা অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মহাদেবপুর থানাধীন বাগডোব বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম।

দেলধা, টাঙ্গাইল ২রা অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর দেলধা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৪ঠা অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর রহনপুর ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম এবং

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

সাতমাথা, বগুড়া ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় বগুড়া শহরের সাতমাথায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে উক্ত মানববন্ধনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। মানববন্ধনে যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বহু শুভাকাংখী মানুষ যোগদান করেন ও রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য এবং মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

প্রবাসী সংবাদ

আল-খাফজী, সঊদী আরব ২৬শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর থেকে আল-খাফজীর বালাদিয়া ক্যাম্প মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরবের আল-খাফজী শাখার উদ্যোগে ঈদ পরবর্তী এক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন শাখা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন ও আল-খাফজী ইসলামিক সেন্টারের দাঈ শায়খ মুরশেদুল আলম মাদানী। উল্লেখ্য, ৩টি গ্রুপে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতে বিজয়ীরা হ'লেন ১ম গ্রুপে যথাক্রমে মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ ও মুনীর হোসাইন পলাশ, ২য় গ্রুপে যহীর, হাসান ও ইমরান এবং ৩য় গ্রুপে বেলাল, রাজু ও মোবারকুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রফীক ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয হারূণ।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার অর্থ-সম্পাদক ইবরাহীম কাওছার (৬১) গত ১২ই সেপ্টেম্বর'১৭ মঙ্গলবার সকাল ৭-টায় ঢাকার ধানমণ্ডির পপুলার ডায়াগনিষ্ট সেন্টোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার ছোট ছেলে হাফেয আহমাদ সাইফ। অতঃপর তাকে আযীমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২১শে জুন'১৬ তারিখে তিনি ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন। অতঃপর তিনি ঢাকার মালিটোলাস্থ নিজ বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর'১৭ রাতে তার শারীরিক অবস্থা অবনতি ঘটলে রাত ৩-টায় তাকে ধানমণ্ডির পপুলার ডায়াগনিষ্ট সেন্টোরে ভর্তি করা হয়।

[তিনি ১৯৭৮ সালে ঢাকায় 'যুবসংঘ' গঠনের শুরু থেকে আজীবন সংগঠনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

মাওলানা আছগার আলী ইমাম মাহদী সালাফী মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দের নতুন আমীর নির্বাচিত

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আছগার আলী ইমাম মাহদী সালাফী গত ২৪শে সেপ্টেম্বর'১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৭-২২ সেশনের জন্য জমঈয়তের নতুন আমীর এবং পশ্চিম ইউপি প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মাদ হারূণ সানাবিলী সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন। ড. সাইয়িদ আব্দুল আযীয সালাফীর সভাপতিত্বে আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স, ওখলা, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত উক্ত সভা তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরী প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা আব্দুল্লাহ হায়দারাবাদী উমারী মাদানীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আছগার আলী মজলিসে শূরার সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি মারকাযী জমঈয়তের আমীর হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া দেহলভী যিনি অসুস্থতাজনিত কারণে সভায় উপস্থিত হ'তে পারেননি তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সমগ্র ভারত থেকে জমঈয়তের প্রায় ২০০ শূরা সদস্য উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন (১) পাঞ্জাব প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর ড. আব্দুদ্দাইয়ান আনছারী (২) তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরী প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী (৩) কর্ণাটক প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব জামেঈ (৪) তেলেঙ্গানা প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম মাক্কী (৫) পূর্ব ইউপির আমীর হাফেয আতীকুর রহমান তীবী ও সেক্রেটারী মাওলানা শিহাবুদ্দীন মাদানী (৬) জম্মু-কাশ্মীর প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ বাট মাদানী ও সেক্রেটারী ড. আব্দুল লতীফ কিন্দী (৭) উড়িষ্যা প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা ত্বহা সাঈদ খালেদ মাদানী (৮) মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর ড. সাঈদ আহমাদ ফায়যী (৯) অন্ধ্র প্রদেশ জমঈয়তের আমীর ড. সাঈদ আহমাদ মাদানী (১০) হরিয়ানা প্রাদেশিক জমঈয়তের সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফী (১১) গুজরাট প্রাদেশিক জমঈয়তের সেক্রেটারী মাওলানা শু'আইব মায়মান জুনাগড়ী (১২) ঝাড়খণ্ড প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা হেফাযাতুল্লাহ সালাফী (১৩) আসাম প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা মাকছূদুর রহমান মাদানী (১৪) রাজস্থান প্রাদেশিক জমঈয়তের নায়েবে আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সারওয়ারী (১৫) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক মাদানী (১৬) মধ্য প্রদেশ প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস উমারী (১৭) আন্দামান-নিকোবার প্রাদেশিক জমঈয়তের আমীর টি. হামযা (১৮) মুম্বাই জমঈয়তের মাওলানা মানযার আহসান সালাফী (১৯) বিহার জমঈয়তের আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মাদানী প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ, নেপাল ও বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে মেয়াদ ভিত্তিক (পাঁচ বছরের জন্য) নির্বাচন হয়ে থাকে। তবে ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে সভাপতির বদলে 'আমীর' পদ চালু হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে 'সভাপতি' পদ রয়ে গেছে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : এশার পর দাওয়াতী কাজ, পড়াশুনা ইত্যাদি শেষ করতে আমার রাত ২-টা বেজে যায়। ফলে সকাল ৭-৮ টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না। আমি শুনেছি সকালে যখনই ঘুম ভাঙবে তখন ফজরের ছালাত আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। আমি সেটাই করি। এক্ষণে এটা নিয়মিত করা জায়েয হবে কি?

-তাইফুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : এরূপ কাজ প্রতিদিন করার কোনই সুযোগ নেই। বরং দাওয়াতী কাজ ও পড়াশুনার জন্য অন্য সময় নির্ধারণ অথবা পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে নির্ধারিত সময়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের উপরে 'ছালাত' নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ মসজিদে আসল না, তার ছালাত হবে না *(হাকেম হা/৮৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৩০০)*। দেরীতে ছালাত আদায়ের বিষয়টি সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া কিংবা ঘুমিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিতভাবে এরূপ করলে তা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত গোনাহ হিসাবে গণ্য হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৯০; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১২৪/১৩৯)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : জনৈক পীর ছাহেব বলেন, সূরা হূদের ২নং আয়াতে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। তাই আমরা 'ইল্লাল্লাহ' যিকির করি। একথার সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল মালেক মাস্টার
দুমকী, পটুয়াখালী।

উত্তর : উক্ত আয়াতের অর্থ : 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হ'তে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা' *(হূদ ১১/০২)*। উক্ত আয়াতে 'ইল্লাল্লাহ' বলে যিকির করতে বলা হয়নি। বরং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এটি কালেমায়ে ত্বইয়েবার দ্বিতীয় অংশ, যার অর্থ 'আল্লাহ ব্যতীত'। এটি অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন একটি বাক্যাংশ। মূলতঃ 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে কোন যিক্র নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি রয়েছে তার অর্থ হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(আহমাদ হা/১৩৮৬০; হাকেম হা/৮৫১২; মিশকাত হা/৫৫১৬; ছহীহাহ হা/৩০১৬)*। আলবানী বলেন, 'শুধু আল্লাহ শব্দে যিকর করা বিদ'আত। সুন্নাহতে যার কোন ভিত্তি নেই' *(মিশকাত হা/ ১৫২৭-এর ১ নং টীকা)*। সর্বোত্তম যিক্র হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬)*।

আর আল্লাহ্র যিকর করতে হবে নীরবে *(আ'রাফ ৭/২০৫; আ'রাফ ৭/৫৫)*। অনেকে বলেন, 'লা-ইলাহা' আমার অন্তরে আছে আর 'ইল্লাল্লাহ' মুখে প্রকাশ করি। এটি ঠিক নয়। বরং অন্তরে ও মুখে একই যিকর হবে।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : আমাদের ইমাম ছাহেব খুৎবায় বলেন, আব্দুর রহমান, আব্দুল খালেক এসব নামে আল্লাহ্র গুণাবলী প্রকাশ পাওয়ায় এরূপ নাম রাখা জায়েয নয়। একথা সঠিক কি?

-আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : এরূপ কথা ভিত্তিহীন। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হ'ল আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান *(মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২)*। অতএব 'আবদ' যুক্ত নাম রাখাই উত্তম। এতে বান্দার বার বার স্মরণ হবে যে, সে আল্লাহ্র দাস। তবে কেবল রহমান বা খালেক বলে কাউকে আহ্বান করা ঠিক নয়। কারণ তা আল্লাহ্র ছিফাতী নাম *(বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : অনেক সময় মসজিদে ভীড়ের কারণে এমন কাতারে দাঁড়াতে হয়, যার মাঝখানে পিলার রয়েছে। বাধ্যগত অবস্থায় এভাবে দাঁড়ালে ছালাত সিদ্ধ হবে কি?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় দুই পিলারের মাঝে কাতার করা যাবে না। কারণ এতে কাতারে বিচ্ছিন্নতা আসে *(ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫)*। তবে ভীড়ের কারণে বাধ্যগত অবস্থায় এভাবে দাঁড়ালে ছালাত সিদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। আব্দুল হামীদ বিন মাহমূদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা জনৈক আমীরের পেছনে ছালাত আদায় করলাম। এসময় ভীড় এত বেশী হ'ল যে, আমরা বাধ্য হয়ে দুই খুঁটির মাঝখানে ছালাতে দাঁড়ালাম। যখন ছালাত শেষ করলাম, তখন আনাস (রাঃ) বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে (এভাবে দাঁড়ানো) এড়িয়ে যেতাম' *(তিরমিযী হা/২২৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : সুন্নাতে খাৎনা দেওয়ার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বয়স কত?

-যাকির, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

উত্তর : সুন্নাতে খাৎনা করার নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তবে সাবালক হওয়ার পূর্বে করাই উত্তম *(নববী, আল-মাজমূ' ১/৩০৩)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, খাৎনা যখন ইচ্ছা করা যায়। তবে সাবালক হওয়ার পূর্বেই করা উচিৎ যেমনটি আরবরা করে থাকে... *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ১/২৭৫)*। ইবনুল মুনযির বলেন, খাৎনা করার সময় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ নেই যার দিকে ফিরে যাওয়া যায় এবং এমন কোন সুন্নাত নেই যার উপর আমল করা যায় *(আল-ইশরাফ ৩/৪২৪)*।

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) সপ্তম দিনে হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর খাৎনা করেছিলেন মর্মে যে হাদীছ এবং সপ্তম দিনে খাৎনা করা সুন্নাত মর্মে যে আছার বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(সিলসিলা*

যঈফাহ হা/৫৪৩২; ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৮৩)।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : হজ্জব্রত পালন শেষে মহিলাদের ৪০ দিন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করতে হবে এরূপ কোন বিধান আছে কি?

-রিয়াযুল হক, শান্তিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : 'আল্লাহুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদ...' মর্মে বর্ণিত দো'আটি জুম'আর দিন পাঠ করায় প্রভূত নেকী হয় কি? বিশেষতঃ এদিন আছরের পর ৮০ বার পাঠ করলে ৮০ বছরের গোনাহ ঝরে যায় এবং ৮০ বছর ইবাদতের নেকী লিপিবদ্ধ হয়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আনাম হুদা
ইসলামপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলির কোনটি জাল কোনটি যঈফ *(ইবনু হাজার, নাতাইজুল আফকার ৫/৫৬; ইবনুল জাওযী, আল-আহাদীছুল ওয়াহিয়াহ হা/৭৯৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৫, ৩৮০৪)।*

প্রশ্ন (৮/৪৮) : দুনিয়াতে কতজন ছাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন?

-আতাউর রহমান
সন্নাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবীদের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে ১- ১০ জন 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' নামে খ্যাত। তাঁরা হ'লেন, (১) আবুবকর ছিদ্দীক (২) ওমর (৩) ওছমান (৪) আলী (৫) ত্বালহা (৬) যুবায়ের (৭) আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (৮) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (৯) সাঈদ ইবনু যায়েদ এবং (১০) আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ *(তিরমিযী হা/৩৭৪৭; মিশকাত হা/৬১০৯)*। ২- ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবী *(বুখারী হা/৩৯৮৩)*। (৩) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী ১৪০০ ছাহাবীর একজন বাদে *(মুসলিম হা/২৪৯৬, ২৭৮০)*। (৪) রোমকদের রাজধানী (কনস্টান্টিনোপল) জয়ের জন্য প্রথম অভিযানকারীগণ *(বুখারী হা/২৯২৪)*। যদি তারা পরে মুরতাদ না হয়। ৫২ হিজরীতে এই যুদ্ধ করেছিলেন আমীর মু'আবিয়া ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ এবং বহু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ছাহাবীগণ *(ঐ, ফাৎহুল বারী)*। (৫) এতদ্ব্যতীত নবীপত্নীগণ সহ নবী পরিবার *(মুসলিম হা/২৪২৪, ২৪০৮; আহযাব ৩৩/৩৩; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৫৯ পৃ.)*।

(৬) এছাড়া আরো যেসব ছাহাবী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন তাদের মাঝে আছেন (১) উক্কাশাহ বিন মিহছান (রাঃ) *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫২৯৬)*। (২) ইয়াসির (৩) 'আম্মার (৪) সুমাইয়া *(হাকেম হা/৫৬৬৬)* (৫) বেলাল বিন রাবাহ *(তিরমিযী হা/৩৬৮৯)* (৬) উছায়রিম 'আমর বিন ছাবেত *(আহমাদ হা/২৩৬৮৪)* (৭) ছাবেত বিন ক্বায়েস *(মুসলিম হা/১১৯)* (৮) হারেছাহ বিন সুরাক্বাহ *(বুখারী হা/২৮০৯)* (৯) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান *(মুসলিম হা/১৭৮৮)* (১০) যায়েদ বিন হারেছাহ (১১) আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা *(আহমাদ হা/২২৬০৪; ইবনু হিব্বান হা/৭০৪৮)* (১২) সা'দ বিন মু'আয *(মুসলিম হা/২৪৬৮)* (১৩) সালমান ফারেসী *(তিরমিযী হা/৩৭৯৭)* (১৪) আব্দুল্লাহ বিন সালাম *(বুখারী হা/৩৮১২;)* (১৫) জাবের (রাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন 'আমর *(তিরমিযী হা/৩০১০)* (১৬) আবুদ্দাহদাহ আনছারী (মুসলিম হা/৯৬৫) (১৭) রুমায়ছা বিনতে মিলহান *(বুখারী হা/৩৬৭৯)* (১৮) উম্মে যুমার হাবাশীয়া *(বুখারী হা/৫৬৫২; মুসলিম হা/২৫৭৬)* প্রমুখ।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : হে আল্লাহ আপনি আমাকে মিসকীন বেশে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখুন এবং মিসকীনদের সাথে পুনরুত্থান ঘটান' মর্মে বর্ণিত দো'আটি রাসূল (ছাঃ) সর্বদা করতেন কি?

-শবনম মুশতারী
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সর্বদা নয়, মাঝে-মধ্যে করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৪১২৬; ছহীহাহ হা/৩০৮; মিশকাত হা/৫২৪৪)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল 'আমাকে ভীত ও বিনয়ী হিসাবে বাঁচিয়ে রাখুন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩২৬, ৩৫৭)*। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঐ দীনতা কামনা করতেন না, যার অর্থ দরিদ্রতা। বরং তিনি ঐ দীনতা কামনা করতেন, যার অর্থ বিনয় ও নম্রতা *(ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর হা/১৪১৫-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : স্বামী-স্ত্রী একত্রে ফরয ছালাত আদায়কালে স্ত্রী ইমামতি করতে বা ইক্বামত দিতে পারবে কি?

-রবীউল আলম, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : ইমামতি করবে না বা ইক্বামত দিবে না। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিদ্বান একমত যে, নারীরা ৎংরুষের ইমামতি করতে পারবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২৫৫; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/১৪৬; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ২/১৬৭)*। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশনা এবং তাঁর ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন নযীর নেই। আর এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যা দ্বীন ছিল না, পরে তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না। বরং তা বিদ'আত হবে *(আহমাদ হা/১৭১৮৪; নাসাঈ, দারেমী হা/৯৫; মিশকাত হা/১৬৫)*। নারীরা নিজেরা ছালাত আদায় করলে ইক্বামত দিবে। আর স্বামীর পিছনে ছালাতের সময় স্বামীই ইক্বামত দিবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৮৪; ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : আলী (রাঃ) কোন এক যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হ'লে ৭/৮ জন মিলে চেষ্টা করে তা বের করতে অক্ষম হন। তখন তিনি বললেন, আমি ছালাতে দাঁড়ালে তোমরা তীরটি বের করে নিয়ো। অতঃপর ছালাত অবস্থায় তার পা থেকে উক্ত তীর বের করে নিলেও তিনি তা অনুভব করতে পারেননি'। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : ঘটনাটি বানোয়াট কাহিনী মাত্র। শী'আদের বইসমূহে কাহিনীটি সনদবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে *(মুহাম্মাদ ছালেহ আল-হুসাইনী, আল-মানাক্বিবুল মুরতাযাবিইয়াহ পৃ. ৩৬৪)*। যা অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (১২/৫২) : মাগরিবের ছালাতের এক ঘণ্টার বেশী সময় পর এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। এক্ষণে অন্যান্য ওয়াক্তের মত মাগরিবও কি এশার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যাবে?

-মাহবূব আলম, গাযীপুর।

উত্তর : আদায় করা যাবে। তবে সেটি সুন্নাতের বিরোধী হবে। কেননা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই রাসূল (ছাঃ) মাগরিবের ছালাত আদায় করতেন *(নাসাঈ হা/৫২৭)*। রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করতাম। অতঃপর আমাদের কেউ ফিরে যাওয়ার সময় তীর পড়ার স্থান দেখতে পেত *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৬)*। অতএব সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের ছালাত আদায় করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : বর্তমানে সুন্নাত গণ্য করে আতর বা সুগন্ধি ব্যবহারে যেরূপ বাড়াবাড়ি ও অপব্যয় করা হচ্ছে, তা শরী'আতসম্মত কি?

-আবুবকর, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : আতর ব্যবহার করা রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, 'দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও আতরকে প্রিয় করা হয়েছে' *(আহমাদ হা/১২৩১৫; নাসাঈ হা/৩৯৩৯, ছহীহুল জামে' হা/৩১২৪)*। এক্ষণে বাড়াবাড়ির বিষয়টি আপেক্ষিক। সম্পদশালী ব্যক্তি যদি উন্নতমানের সুগন্ধি অধিক অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করেন, তবে সেটি অপব্যয়ের শামিল হবে না। কিন্তু উক্ত সুগন্ধি যদি মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের কেউ ক্রয় করে, তবে তা অপচয়ের শামিল হবে *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৮/২৪)*। কারণ এক্ষেত্রে সাধারণতঃ গর্ব-অহংকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রকাশার্থে এটি করা হয়। অতএব বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করে সুন্নাত অনুসরণের নেকী অর্জনের লক্ষ্যে আতর ব্যবহার করা উচিৎ।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : একজন নারীকে আমি মনে মনে পসন্দ করতাম এবং বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করতাম। কিন্তু তার অন্যত্র বিবাহ হয়ে যায়। এক্ষণে আমি কি জান্নাতে আমার সাথে তাকে একত্রিত করার ব্যাপারে দো'আ করতে পারি?

-ইউসুফ শেখ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এরূপ দো'আ করার কোন সুযোগ নেই। কারণ এর মাধ্যমে জান্নাতে পরপুরুষের স্ত্রীর সঙ্গ কামনা করা হবে, যা গুনাহের শামিল। বরং নেককার স্বামী তার নিজ স্ত্রীর সঙ্গ লাভের জন্য দো'আ করতে পারে। কারণ সতী-সাধ্বী নারী তার নেককার স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। মায়মূন বিন মেহরান বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) উম্মুদ্দারদাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, আমি আবুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে। আর আমি আবুদ্দারদার বিপরীতে আপনাকে বেছে নিব না *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/১২৮১)*। হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, 'তুমি যদি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাও, তাহ'লে আমার মৃত্যুর পরে কাউকে বিবাহ করো না। কেননা নারীরা পৃথিবীর সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের জন্য অন্যত্র বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। কারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর জান্নাতেরই স্ত্রী *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩১৩০; ছহীহাহ হা/১২৮১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : আমাদের এলাকায় একজন পুরুষ তার বৈমাত্রেয় বোনের মেয়েকে বিবাহ করেছে এবং তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। উক্ত বিবাহ শরী'আতসম্মত হয়েছে কি? না হ'লে এখন করণীয় কি?

-হাবীবুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বৈমাত্রেয় বোন স্বীয় পিতার ঔরসজাত হ'লে উক্ত বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। কারণ সৎ বোনের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। এক্ষণে তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ করে আলাদা হয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সন্তান কোলের শিশু হ'লে অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মায়ের প্রতিপালনাধীনে থাকবে। অতঃপর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার পর মাতা বা পিতা যার সাথে থাকতে চায় তার নিকট থাকবে *(আবুদাউদ হা/২২৭৭; মিশকাত হা/৩৩৮০)*।

আর বৈমাত্রেয় বোন সৎ মায়ের আগের স্বামীর হ'লে বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়েছে। কারণ কুরআনে যেসকল নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে এরূপ বোন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৪; ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৮৯/১৭, ৫/২৫৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : যে গার্মেন্টসে আমি কাজ করি সেখানে অনেক নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করে। এক্ষণে আমার চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-মিরাজ আহমাদ, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : বর্তমান সমাজে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেগানা নারী-পুরুষের সহাবস্থান। তাই এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না করাই উত্তম। বাধ্যগত অবস্থায় এসব স্থানে চাকুরী করতে হ'লে তাকে সাধ্যমত পূর্ণ পর্দা ও তাক্বওয়া বজায় রেখে চলতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের পৃথক কর্মক্ষেত্র ও পূর্ণ পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : আমাদের এলাকায় পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে নীচতলায় মার্কেট ও ওপর তলায় মসজিদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটা সঠিক হয়েছে কি?

-মাহদী হাসান, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সঠিক হয়েছে এবং এতে কোন দোষ নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৩১/২১৭-২১৮)*। মসজিদের দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন প্রকার গান-বাজনা, অশ্লীল ছবি ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : র‍্যাব-এর পোষাকে শার্টের বাম হাতে গোখরা সাপের ছবি রয়েছে। ডিউটিতে থাকা অবস্থায় উক্ত পোষাকে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ছাদ্দাম হোসাইন

র‍্যাব অফিস, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতে বা ছালাতের বাইরে কোন সময়ই ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন কিছু দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন *(বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১)*। এক্ষণে বাধ্যগত অবস্থায় ছবিযুক্ত পোষাক পরিধান করতে হ'লে ছালাতের সময় সেটি আবৃত রেখে ছালাত আদায় করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৯৪)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : আমরা যৌথভাবে শপিং মল করেছি। তার জন্য অগ্রিম যামানত ও ডেকোরেশন বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার যাকাত আদায় করতে হবে কি?

-মুনীরুয্যামান, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যামানতের অর্থ শপিং মল নির্মাণে ব্যয় হয়ে গেলে তার যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু গচ্ছিত থাকলে, নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং তাতে ১ বছর পূর্ণ হ'লে আমানতদারগণ তার যাকাত দিবেন।

প্রশ্ন (২০/৬০) : মসজিদের নামে সভা করে তা থেকে আদায়কৃত অর্থ অন্যকোন জনকল্যাণমূলক কাজে বা গোরস্থানের উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে কি?

-বেলাল হোসাইন

পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : করা যাবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৬/৩১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এক মসজিদের অতিরিক্ত অর্থ অন্য মসজিদে বা নিকটতম দরিদ্রদের মধ্যে ছাদাকা করে দিবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/১৮,২০৬-২০৭)*।

প্রশ্ন (২১/৬১) : গাড়ী চালনা বা দোকান পরিচালনার ক্ষেত্রে লেনদেনের সময় অনেক বেপর্দা নারী চোখে পড়ে। যা থেকে বাঁচতে হ'লে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। এক্ষণে এতে কি আমার চোখের গুনাহ হবে?

-নূরুদ্দীন, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : কামনামুক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্যবসা করবে ও গাড়ী চালাবে এবং সাধ্যমত দৃষ্টি অবনমিত রাখবে। এরূপ করলে চোখের গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত *(নূর ২৪/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আবুদাঊদ হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৩১১০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯০২)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : জনৈক ব্যক্তি তার ৪ মেয়েকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পদ ছেলের নামে লিখে দিয়েছেন। মৃত্যুকালে একজন মেয়ে জামাই এ ব্যাপারে তাকে ভীতি প্রদর্শন করলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। এক্ষণে এরূপ ভীতি প্রদর্শন জায়েয হয়েছে কি?

-ইয়াসীন আলী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : এভাবে হক কথা বলায় শ্বশুর অসন্তুষ্ট হ'লে তাতে দোষ নেই। তবে বাড়াবাড়ি করে থাকলে সেটা ঠিক হয়নি। কন্যা সন্তানদের বঞ্চিত করায় পিতা অবশ্যই গুনাহগার হবেন। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। ...এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ' *(নিসা ৪/১১)*। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, 'আল্লাহ পাক প্রত্যেক হকদারকে তার হক পুরোপুরি প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ হা/২৮৭০; মিশকাত হা/৩০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭৮৯)*। এমতাবস্থায় ভাইদের কর্তব্য হ'ল বোনদের সহ সকল হকদারকে তাদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : আমার ভাই একসময় পাগল হয়ে যায় এবং কিছুদিন পর পাগল থাকা অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। সেকি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা পাবে?

-আব্দুল্লাহ, পাবনা।

উত্তর : সে ক্ষমা পাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ তিন ব্যক্তির উপর থেকে শরী'আতের বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পাগল অন্যতম *(আবুদাঊদ হা/৪৪০১; মিশকাত হা/৩২৮৭)*। কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলবে, হে আল্লাহ আমাদের কাছে ইসলামের বিধান এসেছিল। কিন্তু আমরা পাগল থাকার কারণে তা বুঝিনি। বরং আমাদের পাগলামীর কারণে শিশুরা আমাদেরকে বিষ্ঠা ছুঁড়ে মারত। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আগুনের দিকে দৌড়াতে বলবেন। তারা যদি তাঁর নির্দেশ মেনে সেখানে যায়, তাহ'লে তা ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাবে। আর আদেশ পালন না করলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(আহমাদ হা/১৬৩৪৪; ছহীহাহ হা/১৪৩৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : কোন সন্তান নিয়মিত ছালাত আদায় না করলে পিতা হিসাবে তাকে সম্পদের অংশ দেওয়া যাবে কি?

-ইয়াকুব, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : অলসতাবশতঃ ছালাত ত্যাগ করলে সম্পদের অংশ দেওয়া যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৪৯-৫০)*। আর যদি ছালাতকে বিশ্বাসগতভাবে অস্বীকার করে, তাহ'লে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে এবং মুসলিম পিতা বা আত্মীয়ের সম্পদে অংশীদার হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম কোন কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং কাফির কোন মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না' *(বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : ঈদুল আযহার ছালাতের সময় শেষ রাক'আতে ইমাম ছাহেব সিজদা দিতে ভুল করার পর পুনরায় সিজদা

দিয়ে শেষে সহো সিজদা দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেই বলছে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। এক্ষণে করণীয় কি?

-দাঊদ হোসাইন
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তর : ইমাম ছাহেবের সহো সিজদা প্রদান সঠিক হয়েছে। কারণ সহো সিজদা ফরয-নফল সকল ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কারো ছালাতের মাঝে ভুল হয়ে গেলে সে যেন দু'টি সিজদা করে *(মুসলিম হা/৫৭২)*। এ হাদীছে ফরয বা নফলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বিতর ছালাতের পর দু'টি সিজদা দিয়েছেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৬৭৮৪, বুখারী, তারজুমাতুল বাব হা/১২৩২)*। উছায়মীন বলেন, ফরয-নফল উভয় ছালাতে কারণ পাওয়া গেলে সহো সিজদা দেওয়া যাবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৬৪)*। হানাফী বিদ্বান বুরহানুদ্দীন বুখারী বলেন, ঈদায়েন, জুম'আ, ফরয ও নফল সকল ছালাতে সহো সিজদা সমানভাবে প্রযোজ্য *(আল-মুহীত্ব ২/১১৪)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : মসজিদের মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনি বাজানো ঘড়ি রাখা যাবে কি?

-রাশেদুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : রাখা যাবে না। বরং শব্দবিহীন ঘড়ি রাখবে। রাসূল (ছাঃ) ঘণ্টাধ্বনিকে শয়তানের বাঁশী বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫৫৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : অধিক খাওয়া বা দ্রুত খাওয়ার ব্যাপারে বর্তমানে যেভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, এগুলি জায়েয হবে কি?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ প্রতিযোগিতা স্রেফ অপচয়ের শামিল। আল্লাহ বলেন, তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না *(আ'রাফ ৭/৩১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খানা-পিনা হালাল করেছেন. যতক্ষণ না তাতে অপচয় ও অহংকার প্রকাশ পায় *(কুরতুবী, উক্ত আয়াতের তাফসীর)*। মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ পেটের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশী চাইলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে' *(তিরমিযী হা/২৩৮০; মিশকাত হা/৫১৯২)*। অতএব এসব প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকা যরূরী।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : সুন্নাত ছালাতের ক্বাযা যেকোন সময় পড়া যাবে কি?

-ছালেহা খাতুন, উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ বিতর রেখে ঘুমিয়ে গেলে অথবা ভুলে গেলে যখন স্মরণ হবে অথবা যখন ঘুম থেকে জাগবে, তখন সে যেন বিতর পড়ে নেয়' *(তিরমিযী হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৮; মিশকাত হা/১২৭৯)*। রাসূল (ছাঃ) কারণবশতঃ সুন্নাত পড়তে না পারলে পরে তা আদায় করে নিয়েছেন *(বুখারী হা/১২৩৩; তিরমিযী হা/৪২৬; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : ক্যাঙ্গারুর গোশত খাওয়া হালাল হবে কি?

-শামসুল আলম, কক্সবাজার।

উত্তর : ক্যাঙ্গারুর গোশত খাওয়া হালাল। কারণ তা হিংস্র বা তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখর বিশিষ্ট নয়। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম হা/১৯৩৪; মিশকাত হা/৪১০৫)*। আর শরী'আতের বিধান হ'ল- কোন প্রাণীর গোশত ততক্ষণ হারাম হবে না যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। অতএব এর গোশত খাওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : 'আল্লাহ তা'আলা পানিতে ৬০০ ও স্থলভাগে ৪০০ মোট এক হাযার উম্মত সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করবে ফড়িং' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি সত্যতা আছে কি?

-ছাদরুল হক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে প্রচলিত বর্ণনাটি মওযূ' *(ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ২/২৫৭; ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ'আত ৩/১৪; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১২৪৩৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ায় একজন মুছল্লী ছালাত ছেড়ে চলে গেলে সামনের কাতারে ফাঁক তৈরী হয়। এক্ষণে পিছনে দু'জন থাকলে একজন সামনে গিয়ে কাতার পূর্ণ করবে, না পিছনের কাতার ঠিক রাখবে?

-আবুল কালাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : একজনের জায়গা থাকলে একজন সামনে যাবে ও আরেকজন পিছনে একাকী দাঁড়াবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ ১/৪৩৩; আলবানী, যঈফাহ হা/৯২২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। উল্লেখ্য যে, পিছনে একাকী ছালাত আদায় করার কারণে রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে আদেশ দেন *(আবুদাঊদ হা/৬৮২; মিশকাত হা/১১০৫)*, তার কারণ ছিল তিনি সামনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(আলবানী, যঈফাহ হা/৯২২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : লণ্ড্রি থেকে ড্রাই ওয়াশ করার মাধ্যমে কাপড় পবিত্র হবে কি?

-রফীকুল আলম খোকন
আলমনগর, রংপুর।

উত্তর : কাপড়ে কোন অপবিত্র বস্তু লেগে না থাকলে তা

পবিত্র বলে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মুহাজির বলা যাবে কি?

-ফরহাদ, টিকাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বলা যাবে। কারণ তারা কাফেরদের নির্মম যুলুমের মুখে জীবন বাঁচাতে ও দ্বীন রক্ষার্থে বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি ফেলে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। নববী যুগে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণও জীবন ও দ্বীন রক্ষার্থে হাবাশা ও মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : অসুস্থতার কারণে আমার মেয়ের হাতে গাছ বা গাছের পাতা বিসমিল্লাহ বলে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে এতে কিছু পড়া হয়নি। এটা শিরক হবে কি?

-হাসান, বারুনাতাইল, মাগুরা।

উত্তর : আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে গাছ বা গাছের পাতা ঔষধ হিসাবে দেহের যেকোন স্থানে লাগানো বা সেবন করায় কোন বাধা নেই। তবে আরোগ্য লাভের ধারণায় শরীরে কোন কিছু ঝুলালে তা শিরক হবে। চাই তা তাবীয হোক বা অন্য কিছু হোক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি শরীরে কোন কিছু ঝুলাল, তাকে তার কাছেই সোপর্দ করা হ'ল' *(আহমাদ হা/১৮৮০৩; তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : আমাদের এখানে আলেমরা বলেন, কম জানো এবং বেশী আমল কর। কথাটা কি শরী'আতসম্মত?

-আবু সাঈদ

গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : কথাটি শরী'আতসম্মত নয়। বরং এটাই বলা উচিৎ যে, যতটুকু জানো ততটুকু আমল কর। বস্তুত দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরযে 'আয়েন, যা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যিক *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*। অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী ফরয এবং তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, হালাল ও হারাম প্রভৃতি। অতএব সাধ্যমত শরী'আতের বিধান সমূহ জানতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন বান্দা তার ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কি-না সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে *(তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমাদের লোকেরা দশটি আয়াতের জ্ঞান অর্জন করতেন। তখন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতেন যতক্ষণ না সেগুলোর অর্থ জানতেন এবং আমল করতেন *(শু'আবুল ঈমান হা/১৯৪৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১৬৬৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : কোন নারীর স্বামী যদি কয়েক বছর যাবৎ স্ত্রীর খোঁজ না নেয় এবং সম্পর্ক না রাখে সেক্ষেত্রে কি আপনা-আপনি তালাক হয়ে যাবে, না স্বামীকে খুঁজে বের করে তালাক নিতে হবে?

-আলতাফ হোসাইন, নরসিংদী।

উত্তর : আপনা-আপনি তালাক হবে না। ওযর ব্যতীত স্বামী স্ত্রী থেকে দূরে থাকলে বা কোন ধরনের খোঁজ-খবর না নিলে স্ত্রী আদালত বা সমাজের দায়িত্বশীল নেতার মাধ্যমে 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। তবে স্বামী যদি কোন ইঙ্গিত ছাড়াই নিখোঁজ হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীর জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিৎ। ওমর (রাঃ) নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রীকে চার বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন *(বায়হাক্বী হা/১৫৩৪৫, মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আহলে বায়েত বলতে কি বুঝায়? তারা কারা?

-মুহাম্মাদ, কিষানগঞ্জ, ভারত।

উত্তর : 'রাসূল পরিবার' (أَهْلُ الْبَيْت) বলতে তাঁর স্ত্রীগণ এবং আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে বুঝানো হয়' *(মুসলিম হা/২৪২৪)*। যারা ছিলেন উম্মতের সবচেয়ে মর্যাদাবান পরিবার। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। তবে অন্য এক বর্ণনায় 'আহলে বায়েত' বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর চিরদিন ছাদাক্বা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাঁরা হ'লেন, আলী, 'আক্বীল, জা'ফর ও আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরগণ' *(মুসলিম হা/২৪০৮, 'আলীর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু কাছীর বলেন, 'আহলে বায়েত' বলতে কেবল নবীপত্নীগণ নন। বরং তাঁর পরিবারগণও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই এ বিষয়ে বর্ণিত কুরআন ও হাদীছসমূহকে শামিল করে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৬০ পৃ.)*। আর আহলে বায়েত থেকেই ইমাম মাহদী আগমন করবেন *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৫-৮৬; ছহীহাহ হা/২৩৭১; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : জনৈক ইমাম ১৫ বছর যাবৎ এশার ছালাতে সূরা তীন ও তাকাছুর এবং ফজরের ছালাতে সূরা ক্বদর ও কাফেরূন পাঠ করেন। তার বক্তব্য, এগুলি তিনি নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন এবং আজীবন পড়ে যাবেন। এরূপ কাজ সঠিক কি?

-ইমরান হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে উক্ত সূরা দু'টি আজীবনের জন্য বেছে নেওয়ার কোন দলীল নেই। বরং তার জন্য কুরআনের যে অংশ সহজ হবে তা পাঠ করবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*। তবে ছালাতে সাময়িকভাবে একই সূরা বা একই আয়াত বারবার পড়া যায় *(আবুদাঊদ হা/৮১৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/৮৬২, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৯১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মুছল্লীরা কে কি করছে তা দেখতেন, সে হিসাবে আমিও আপনাদের দেখি। আমার দেখা মতে আমি তাকে আড় চোখে মুছল্লীদের দেখতে দেখেছি। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : না। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি হ'ল- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) ক্বিবলাহ্র দিকে? আল্লাহর কসম! আমার নিকট তোমাদের খুশু (বিনয়) ও রুকূ কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই' *(বুখারী হা/৪১৮; মিশকাত হা/১০৮৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ্র কসম! আমি সামনের দিকে যেভাবে দেখতে পাই পিছনেও সেভাবেই দেখতে পাই *(মুসলিম হা/৪২৩)*।

বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। যা তাঁর মু'জিযা সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(ফাৎহুল বারী হা/৪১৮-এর ব্যাখ্যা; মির'আত)*। এটি অন্য কারু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং রাসূল (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় ডানে-বামে আড় চোখে তাকাতে নিষেধ করেছেন (*মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮২-৮৩*)।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : আমাদের মক্তবে বহুদিনের পুরাতন ছেড়া-ফাটা কিছু কুরআনের কপি রয়েছে, যা পড়ার উপযোগী নয়। এগুলি কি করা উচিৎ?

-রফীক সরদার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : কুরআন ও হাদীছের ছেঁড়া পাতা ও বই-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কুরআন ও হাদীছ অতীব পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। এগুলির ছিন্ন পাতা বা কিতাব কোনভাবে যাতে অসম্মানিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই সম্ভবতঃ ছাহাবায়ে কেরাম এগুলি পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মূল কুরায়শী আরবীতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। পরে অন্য উপভাষাতেও কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাতে শব্দ ও মর্মগত বিপত্তি দেখা দিলে ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ) কুরআনের মূল কুরায়শী কপি রেখে বাকী সব কপি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বর্তমানে কেবল সেই কুরআনই সর্বত্র পঠিত হয় *(বুখারী হা/৪৯৮৭, মিশকাত হা/২২২১)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত প্রচারপত্র

দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!